সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী
মহারাজের একান্ত - ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনা সংকলন

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

শ্রুতিলেখিকা ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
২৪শে ফাল্গুন, ১৪১১ (শিবরাত্রি)
৮ই মার্চ, ২০০৫

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

জয় শিবশম্ভু ..... জয় বাবা মহাদেব ..... জয় বাবা ভোলানাথ।

সর্বত্রই তাঁর জয় জয়কার। কি মর্ত্য, কি স্বর্গ, কি মানুষ, কি দেবতা। সব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর গ্রহণ যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি উঁচুজাত, কি নিচুজাত, কি ধনী, কি গরিব, তাঁর বিচরণ সর্বত্র। তিনি কখনও শান্ত, কখনও রুদ্র, কখনও প্রলয়, আবার কখনও বরাভয়। তিনি অল্পতেই তুষ্ট, তাই তিনি আশুতোষ। তিনি অতি বিচক্ষণ। তাই তিনি দেবতাদের দেবতা অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব।

এতকিছু সত্ত্বেও তিনি লোকালয় থেকে দুরে সরে থেকে গায়ে ছাই ভস্ম মেখে শ্মশানে পাগলের মত জীবনযাপন করতেন কেন? যাঁর উপস্থিতিতে, যাঁর দর্শনে সবকিছু উদ্ধার হয়ে যায়, সবকিছু শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে যায়, সেখানে তিনি যখন কাউকে স্পর্শ করতেন, তখন লোকে তাঁর গায়ে গোবর ছিটা দিত কেন? সত্যিই কি তিনি পাগল ছিলেন? পাগল যদি না হন, তবে তিনি শ্মশানের ছাই ভস্ম মেখে, দেহে মাথায় সর্বত্র সাপ জড়িয়ে বসে থাকতেন কেন? কেন তিনি শ্মশানের মরার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন? কেন তিনি সকলের নিন্দা-চর্চা আপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন হাসিমুখে মেনে নিতেন? তিনি কি তবে ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতেন?

যেখানে অন্যান্য দেবতারা হীরা, মুক্তা, জহরতের পোষাকে ভূষিত হয়ে আমোদ প্রমোদ করতেন, ভাল ভাল ফুল নিতেন, ভাল ভাল ফলমূল ও অন্যান্য খাবার দাবার খেতেন সেখানে দেবাদিদেব হয়েও তিনি বাস করতেন শ্মশানে, এমন ফলফুল ব্যবহার করতেন, যা ব্যবহারের কথা কেউ চিন্তাই করতে পারে না। তবে কি এইসব তাঁর লোক দেখানো? না, অন্য

কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল এর পিছনে? সত্যিই কি তিনি স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে দক্ষরাজার যজ্ঞ লন্ডভন্ড করে পাগলের মত স্ত্রীর দেহটিকে নিয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য উথাল পাথাল করেছিলেন? **না, স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষাকল্পে ৫২টি পীঠস্থান স্থাপন করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন?** যদি পাগলই না হন, তবে দেবতাদের দেবতা হয়েও তিনি মহা অমৃত ছেড়ে গরল (বিষ) পান করেছিলেন কেন? কর্মের পূজারী হয়েও সত্যিই কি তিনি কর্মত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন? না, পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদের উপযুক্ত করে চাষবাস করতেন? সত্যিই কি তিনি সমাজের নিচু শ্রেণীর লোকদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলেন? না, তাদের বাঁচার জন্য, ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য তাদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন? তবে কি তিনি সাম্যবাদের পূজারী ছিলেন? এত বিচক্ষণ হয়েও কেন তিনি এক নারীর পদতলে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন? না, এর পিছনেও অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল? পাগল বলে লোকে মাথা ঠান্ডা করার জন্য কি তাঁর মাথায় জল ঢালতেন? না, এই জল ঢালার পিছনে অন্য কোন কারণ ছিল? সত্যিই যদি তিনি পাগল হতেন, তবে দেবাদিদেব মহাদেব বলে অন্যান্য দেবতারা তাঁর চরণে শরণাপন্ন হতেন কি? এইসব বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে চলুন আমরা যাই সুখচরধামে, যেখানে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে (বৎসরে) **জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ শিবশম্ভুর কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদতত্ত্ব বিভিন্ন শিবরাত্রি অনুষ্ঠানে ক্যাসেট বন্দী** করা হয়েছে। এছাড়া একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বেদতত্ত্ব শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে। এইসকল বেদতত্ত্ব শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেট বন্দী অবস্থা থেকে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রী ঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত যা চলার পথে মানুষের জীবনে শিবশম্ভুর কর্মময় জীবন সম্বন্ধে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেবে) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। তার জন্য একটি প্রকাশন বিভাগ গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন **"অভিনব দর্শন।"**

অভিনব দর্শন প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে তৃতীয় শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল - **সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু**।

যাদের অনুপ্রেরণায় এই পুস্তকখানি সার্থক ভাবে প্রকাশিত হল, শ্রী ধরণী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতি কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী (দুর্গাপুর), শ্রীমতি নিহার দাস, শ্রীমতি ঝর্ণা চন্দ, ও শ্রী রাতুল ভট্টাচার্য্য, এদের সকলকে জানাই আন্তরিক বৈদিক সম্ভাষণ **রাম নারায়ণ রাম**।

পরিশেষে এই বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **'রাম নারায়ণ রাম'**।

চপল মিত্র

শিবরাত্রি, ১৪১১ *(প্রকাশক)*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'মৃত্যুর পর' ও **'পরপারের কান্ডারী'** বই'খানির মত **'সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু'** বইটিও প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে চারিদিকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী এবং একান্ত ঘরোয়া তত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত বই নিঃশেষ হয়ে যাওয়াতে সকল ভাইবোন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তমন্ডলীর অনুরোধে আমরা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার কথা চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছে। সবাই যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন ও তত্ত্বের মধু পান করার জন্য অধীর হয়ে পড়েছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত।

বইখানির প্রথম সংস্করণ যেভাবে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্ত্তী সংস্করণ এবং অন্যান্য বইগুলিও যাতে সেইভাবেই ছাপানো হয়, সেই অনুরোধও অনেকে করেছেন। আমরা সেইভাবেই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্বপিপাসু সকল ভাইবোন ও অনুগত ভক্তবৃন্দকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

চপল মিত্র

১৫ই এপ্রিল, ২০০৫ *(প্রকাশক)*

গণশার মা

(০৭-০৩-১৯৭৮)

তোমাদের শিব, তিনি কি করতে চান, কি বলেছেন? তাঁর কার্যকলাপে, তাঁর আদেশে নির্দেশে, তাঁর নিজের জীবনের চলার পথে, তিনি যেভাবে চেয়েছেন, সবাই সেভাবে চলুক। সেদিক থেকে আমাদের স্বয়ং শিব, তিনি আমাদের এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যারা আজ সমাজে অবহেলিত, তাদের সবাইকে তুলে টেনে আনো। সব দেবতারাই যেমন দেখো, কত সুন্দর সুন্দর ফুল, কত ভালো দ্রব্যাদি ব্যবহার করে। আর যেই ফুল, যেই ধুতুরা ফুল কেউ স্পর্শ করতেও চায় না, সেই ফুল তাঁর পূজায় লাগে। এই ধুতুরা ফুল কাশফুলের জঙ্গলে নোংরা আবর্জনার মধ্যে হয়ে থাকে, সেটাই তিনি গ্রহণ করেন। একটা আপেল দিলে মানুষ সানন্দে খাবে। কিন্তু একজন স্যুটবুট পরিহিত ভদ্রলোককে যদি একটা বেল এনে দাও. তাহলে সে খাবে না। কিন্তু এইরকম ফল সে (শিব) পছন্দ কইরা বসছে। ফলের মধ্যে বেল দিলে তিনি বেল ভালবাসেন। বেল তাঁর প্রিয় আর ফুলের মধ্যে ধুতুরা ফুল। ধুতুরা গোটা দেখেছ? তাঁর পূজায় সেগুলি লাগে। কেন? কারণ এগুলিকে কেউ পছন্দ করে না, কেউ গ্রহণ করে না। শিব বলছেন, আমি সবাইকেই গ্রহণ করছি। মানে এইরকম অবহেলিত লোক সমাজে অনেক আছে, যাদেরকে সমাজে কেউ গ্রহণ করতে চায় না, টেনে আনতে চায় না। তিনি সেইভাবে এক বিরাট দৃষ্টান্ত দাঁড়া করিয়ে রেখেছেন। তিনি বলছেন, তোমরা সবাইকে কাছে টানো। কাছে টানলে দেখবে, সেই রূপ তার আর থাকবে না। সে ভালো হবে, সুন্দর হবে, তোমাদের মনের মত হয়ে গড়ে উঠবে। আজ এখানে এটারই অভাব।

স্বয়ং শিব, তিনি আমাদের এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যারা আজ সমাজে অবহেলিত, তাদের সবাইকে তুলে টেনে আনো।

আর আমাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। যেমন তিনি বিয়েশাদি করেছেন। তাঁর ছেলেপিলে হয়েছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। তোমরাও অনেকে এরকমভাবে স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবে না। মরে গেলে দেহ তো ফেলেই দাও, পুড়িয়ে ফেলো, 'আরে এতো মরে গেছে। কামে (কাজে) লাগবে না।' এখানে মরে গেছে কাঁধে লইয়া ঘুরতাছে। তোমরা এরকম করবা? তোমার বউরে কাঁধে লইয়া ঘুরবা? কিরকম ভালবাসা দেখ। তিনি ঐ স্ত্রী ত্যাগ কইরা সন্ন্যাসী হতে তো যাননি। ঘরত্যাগ করা, সাধু বনা -- ওসবের মধ্যে তিনি নাই। তিনি পরিষ্কার লোক। দেখ কিরকম, এমনই তাঁর কপাল, এমনই তাঁর অদৃষ্ট আছিল যে, তিনি রোজগার করতে যাইতেন, পয়সা জুটতো না। একজনে তাঁকে চাষ করার জন্য জমি দিল। তিনি চাষবাস শুরু করলেন। কোদাল, লাঙ্গল লইয়া চাষ করতে যান। রোজই দেখেন একহাত কইরা জমি কমতাছে। শেষবেলা দেখতে দেখতে তাঁর বাড়ীর সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁর জমির সীমানায় বেড়া দেওয়া ছিল। তাঁর বেড়াটা সরাইয়া ঐ জমি গুলি আস্তে আস্তে নিয়া সব বেড়া দিয়া দিছে। তাঁর বেড়াটা ক্রমশঃই হ'তে হ'তে একেবারে তাঁর বাড়ির ১ কাঠা জমির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেছে। শিব বলেন, এতবড় জমিতে আমার বেড়াটা এখানে আইসা দাঁড়াইয়া পড়লো কেন? ঐ আশেপাশে যারা আছে, এঁকে (শিবকে) সবাই চিনে ফেলেছে। এঁর জমিটা এক হাত, দেড় হাত, করে করে নিয়ে তারা প্রায় সব জমিটা দখল করে নিয়েছে। তখন তিনি ভাবলেন, ''আইচ্ছা, এখন বুঝলাম, কেন জমিটা দখল করেছে? আমার মত ওরাও না খেয়েই আছে। যাক বাবা, এরাই খেয়ে বাঁচুক। সবগুলো না খেয়ে মরে লাভ কি। আমি আছি, পড়ে আছি, পড়ে আছি। তবু এরা বাঁচুক।''

তারপর তিনি দেখলেন, কি করা যায়? তীর্থে তীর্থে যেতে শুরু করলেন। ভাবলেন, ''তীর্থে তো যাই। চাবো (চাইব) না কারও কাছে, যদি দেয়, তবে যা দেয় নিয়ে চলে আসবো।'' এদিকে পার্বতীর এমন দূরবস্থা যে, পরণের ঠিকমত বস্ত্রও জোগাড় হচ্ছে না। কোনমতে কুঁড়েঘরে বাস

তীর্থের যাত্রীদের নিয়ম হইল, কেউ এক পয়সা, কেউ আধা পয়সা, কেউ ফলটা, মূলাটা, আলুটা যে যা পারে দেয়। শেষবেলার হাতে যদি কিছু না থাকে, তাইলে রাস্তার থিকা ধুলা আইনা ঐ গামছার মধ্যে দিয়া দেয়।

করছেন। এদের দুর্দশা দেখে শিবশম্ভু এইসব গয়া, তারপরে কাশী, এরকম আছে না, এইরকম তীর্থে তীর্থে গিয়ে গামছা বিছিয়ে বসে পড়লেন। অনেকেই লাইন দিয়ে বসছে। সেই লাইনের মধ্যে তিনিও বসলেন, দেখি যদি কিছু হয়। দেয় দেবে, না দেয় না দেবে। তীর্থের যাত্রীদের নিয়ম হইল, কেউ এক পয়সা, কেউ আধা পয়সা, কেউ ফলটা, মূলাটা, আলুটা যে যা পারে দেয়। শেষবেলার হাতে যদি কিছু না থাকে, তাইলে রাস্তার থিকা ধূলা আইনা ঐ গামছার মধ্যে দিয়া দেয়। একেবারে খালি হাতে ফেরানো যায় না। সুতরাং দিতে দিতে তাঁর কপালে ধূলাটা, মাটিটা, যা আছে জোটে। ও বেচারা আর দেখে না। কি দেয় না দেয়, আর দেখে টেখে না। তারপরে সন্ধ্যা হইয়া আসে। ওর (শিবের) পোঁটলাটা যেন একটু বড় হইছে। এতবড় একটা পোঁটলা হইছে, বাঁধছে। বেঁধে এটা মাথায় নিয়া ভাবতাছে, 'হুঁ আজকে পার্বতী খুশী হবে। এত আর কোনদিন হয়নি। এতবড় একটা পোঁটলা মাথায় নিয়া ধপাস ধপাস করতে করতে গিয়া উপস্থিত,' 'পার্বতী, পার্বতী আজকে অনেক নিয়া আসছি দেখ। কয়েকদিন চলে যাবে তোমার।' পার্বতীও এরকম ডাক শুনে হাতজোড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, 'প্রভু'। তারপর তাড়াতাড়ি মাথা থেকে বোঝা নামিয়েছে। তিনি (শিব) যখনই বাড়ীতে কিছু নিয়া আসেন, তারপরই স্নান করতে যান গিয়া। আইসাই বলেন আমি স্নান করতে চললাম, সে হাপরেই হোক, দুপুরে হোক আর রাত্রিতে হোক, যখনই হোক। তিনি স্নান করতে চলে গেছেন, আইসা খাবেন। এদিকে পার্বতী বোঁচকা তো খুলছে। বোঁচকা খুইলা দেখে, দুনিয়ার কাগজ, পাথর আর মাটি ছাড়া কিছু নাই। এক কণা চালও নাই। প্রভু নিজে নিয়া আসছেন, কত নিয়া আসছেন। এই ব্যাপার তো তাঁকে বলাও যাবে না। পার্বতী কোন মত কইরা কিছু চাল ও তয়তরকারী জোগাড় টোগাড় কইরা রান্না কইরা স্বামীকে খেতে দিলেন। এমন দুরবস্থা।

পার্বতী বা তার স্বামী যে বাড়ীর উপর দিয়াই যান, সেই বাড়ীতে গোবরের ছিটা দেয়, ভাবো কি কষ্টের কথা। গোবরের ছিটা দেয়, কারণ তাঁরা যে মরার কাপড় পরেন, এটা জানাজানি হয়ে গেছে। একদিন শিব পার্বতীর লইগা একটা ভাল শাড়ী নিয়া আসছেন। শাড়ীটা আইনা বলছেন,

শাড়ীটা আইনা বলছেন, পার্বতী, একটা ভাল শাড়ী নিয়ে এসেছি। সেই শাড়ীটা মাথায় নিয়া পার্বতী বললেন, আমাকে লক্ষ টাকার হীরা, জহরত, মুক্তা দিলেও এই শাড়ীটার মূল্যের কাছে পোষায় না। পার্বতী সেই শাড়ী যখন পরলেন, শিব নাচছেন, খুশী হয়েছেন।

পার্বতী, একটা ভাল শাড়ী নিয়ে এসেছি। সেই শাড়ীটা মাথায় নিয়া পার্বতী বললেন, আমাকে লক্ষ টাকার হীরা, জহরত, মুক্তা দিলেও এই শাড়ীটার মূল্যের কাছে পোষায় না। পার্বতী সেই শাড়ী যখন পরলেন, শিব নাচছেন, খুশী হয়েছেন। কয়কি (বলেন কি) আজকের মরা, যেটা আইছে, হেই (সেই) মরাটার অবস্থা ভাল আছিল। এই লইগা (এইজন্য) শাড়ীটা ভাল পাইছি। শুনছো তো তোমরা। তোমাগো কারও স্বামী যদি একটা মরা মাইনসের শাড়ী লইয়া আইসা বলে, গিন্নী পরো, তাইলে স্বামীর কি অবস্থা হবে? স্ত্রীর বকা তো থাকবেই। তারপরে সেই শাড়ী সরাইয়া দিয়া ঘর পুছে টুছে কি অবস্থা। শাড়ীটার কথা শিব কিন্তু বলছেন, আজকে যে মরাটা আইছিল শ্মশানে খুব ভাল, বড় অবস্থা, ভাল আছিল। সেইজন্যই শাড়ীটা ভাল পাইছি। কয়েকদিন ধইরা যে মরাগুলো আসছে, সব ছেঁড়া ফেঁড়া কাপড় পরা, সব ছেঁড়া কাপড়। শ্মশানে একজনকে শিব বলছেন, তোমার মা মরেছেন, ভাল শাড়ী দেও না কেন? মাকে ছেঁড়া শাড়ী পরাইয়া আনছো কেন? বোঝ কি অবস্থা।

পার্বতী যে মরার শাড়ী পরে, এইটা জানাজানি হইয়া গেছে। পাগলের বউ তো। পাগলের বউ যার বাড়ীতে যায়, তার বাড়ীতেই গোবরের ছিটা দেয়। আর এই পাগল যখন ভিক্ষা কইরা মন্দিরে কিছু পায় না, তখন বাড়ীতে বাড়ীতে যাইতে আরম্ভ করছে। বাড়ীতে বাড়ীতে যখন যায় গোবর তো ছিটা দেয়ই, গায়ের মধ্যে পর্যন্ত গোবরের ছিটা দেয়। এই গোবরের ছিটাটা পিঠে কাঁধে লাগছে। তখন ফিরা আসছে। বোঁচকায় কিছুই পায় নাই। ফিরা আইছে।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করছে, 'প্রভু তোমার গায়ে এগুলি কি?' শিব বলছেন, 'ওরা গোবরের ছিটা দিয়া দিছে আমার গায়ে।' পরিষ্কার কথা। দিলের (অন্তরের) ভিতরে কোন কিছুই নাই একেবারে। আমারে গোবরের ছিটা দিয়েছে।

পার্বতী চোখের জল ফেলছে, গোবর দিয়ে শুদ্ধ করতে চায়। যাঁর উপস্থিতিতে, যাঁর দর্শনে সব পবিত্র হয়ে যায়, তাঁরে গোবরের ছিটা দিয়েছে শুদ্ধ করতে। যে বাড়ীতে গেছে, সেখানেই গোবরের ছিটা দিয়েছে। হা পোড়াকপাল, কি সমাজ, কোথায় আছি। এইভাবে স্বামী - স্ত্রী দুজনেই বার হয়ে গেছেন রোজগার করতে। স্ত্রী বললেন, আমি রোজগার করি, তোমরা অপেক্ষা করো। তিনি বাড়ীতে বাড়ীতে ঠিকা কাজ করতে গেলেন। ঠিকা কাজ, এই বাড়ীতে জল টল তুলে যা পায়, তা দিয়েই কোনমত করে স্বামী-স্ত্রীর চলে যায়।

পার্বতী চোখের জল ফেলছে, গোবর দিয়ে শুদ্ধ করতে চায়। যাঁর উপস্থিতিতে, যাঁর দর্শনে সব পবিত্র হয়ে যায়, তাঁরে গোবরের ছিটা দিয়েছে শুদ্ধ করতে।

আমি একটা ছোট্ট গল্প বলেছিলাম আজ সকালে। একটা ছোট্ট বই লেখবার ইচ্ছা আছে।

পার্বতী কয়েক বাড়ীতে কাজ করতো। সেখানে তার পরিচয় দিয়েছিল, 'গণশার মা'।

-- তোমাকে কি বলে ডাকবো?

-- আমাকে 'গণশার মা' বলেই ডাকবে।

গণশার মা দুধটা রেখে এসো। গণশার মা জলের ঘড়ায় (কলসীতে) জল রেখে এসো। গণশার মা সব করে দিচ্ছে। 'গণশার মা'র কাজ এত সুন্দর, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে দেয়। রোজই তো সাত আট বাড়ী কাজ করে। 'গণশার মা'র মতো কেউ কাজ করতে পারে না।

'গণশার মা' যে যে বাড়ীতে কাজ করে, তার এক বাড়ীতে দেশ থেকে গৃহিণীর এক ভাই এসেছে। ভাই 'গণশার মা'র কাজকর্ম দেখে শুনে ভাবছে, অদ্ভুত। বোনকে বলছে, 'বোন, তোমাদের বাড়ীর গণশার মার কাজ দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভাই ছয় সাত দিন রইলো, কিন্তু গণশার মার লগে দেখা হইল না।

'গণশার মা'র কাজ এত সুন্দর, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে দেয়। রোজই তো সাত আট বাড়ী কাজ করে। 'গণশার মা'র মতো কেউ কাজ করতে পারে না।

ভাই বললো, বোন তোমার গণশার মার লগে একটু দেখা কইরা দেও না। কিন্তু দেখা আর হয় না। সে থাকে তো, ও থাকে না। ও থাকে তো, সে থাকে না। যে দিন চলে যাবে, তার আগের দিন গণশার মার লগে দেখা করার জন্য ভাই সারা দিনরাত বাড়ী থেকে বার হয় নাই। কিন্তু গণশার মা সেদিন আসেই নাই। যেদিন চলে যাবে, সেদিন ভাই একটা লালপাড় শাড়ী বোনকে দিয়ে বললো, 'বোন, তোমার গণশার মার দেখাই পেলাম না। এই শাড়ীটা দিয়া দিলাম, গণশার মাকে পরাবে।'

তখন বোন বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে।' ভাই চলে গেল। বোনকে পূজায় সময় যাবার নেমন্তন্ন করে গেল। গণশার মাকেও সাথে করে নিয়ে যেতে বললো। তারপরে গণশার মা যখন তার পরের দিন এল, বোন গণশার মাকে বকতে আরম্ভ করেছে। আমার ভাই সাতদিন থেকে গেল। একদিনও তোমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলো না। একি রে বাবা, সে আছে তো, তুমি নাই। তুমি আছ তো, সে নাই।

-- আমি কি করবো?

-- না, তোমার কোন দোষ নাই। যাক্‌গে সেকথা। এই নাও, ধর। ভাই তোমার জন্য একটা শাড়ী কিনে দিয়ে গিয়েছে। ভাইয়ের বড় ইচ্ছে ছিল, তুমি শাড়ীটা পরলে একটু দেখবে।

গণশার মা বললো, ঠিক আছে। তোমার ভাইয়ের যখন ইচ্ছে হয়েছে, পূজার সময় তো তোমরা যাবেই। আমি অষ্টমী পূজার দিনে এই শাড়ীটা পরে তোমাদের বাড়ী যাবো।

-- তুমি যাবে কি করে?

-- কেন? ঠিকানা দিয়ে যাও? তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি আর না পারি, ঠিকানা দিলে যেতে পারবো না? ঠিক পারবো।

বোন গণশার মাকে বলছে, তুমি তাহলে অষ্টমী পূজার দিন আমাদের দেশের বাড়ীতে যাবে?

-- হ্যাঁ। আমি অষ্টমী পূজার দিন যাব। এই কাপড় পরে তোমাদের সাথে দেখা করবো।

বোন চিঠি দিয়েছে ভাইয়ের কাছে, 'ভাই, কাপড় দিয়েছি। গণশার মা খুশী হয়েছে। কথা দিয়েছে, অষ্টমী পূজার দিন এই কাপড় পরে তোমাকে দেখা দেবে। ঠিকানা দিয়েছি।'

পূজায় তো বোন দেশের বাড়ীতে চলে গেল। পঞ্চমী গেল, ষষ্ঠী, সপ্তমী পূজা হয়ে গেল। অষ্টমী পূজার দিন সকাল থেকে ভাই তো খুঁজতাছে, গণশার মা কাপড় পইরা আসবে, দেখবে। একবার নদীর ঘাটে যায়, এদিকে যায় সেদিকে যায়, এ রাস্তায় ঐ রাস্তায়, সে গেট, ঐ গেট সবই দেখতাছে। গণশার মা আর আসে না। ঠিক যখন সাড়ে এগারোটা বারটা, অষ্টমী পূজা আরম্ভ হইছে, তখন ভাই পূজা মন্ডপে গেছে। মন্ডপে গিয়া মায়ের কাছে বলছে, মা আশীর্বাদ করো, অন্তর পবিত্র কর। হঠাৎ দেখে কি, যে শাড়ীটা গণশার মাকে দিয়েছে, ঐ শাড়ীটা প্রতিমার গায়ের মধ্যে পেঁচিয়ে পরানো। একেবারে যেভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরে, একেবারে সেভাবে পরেছে। দেইখা তো একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসছে। ভাই তো চিৎকার করে কান্না এবং বোনকে বলতে শুরু করেছে, বোন, তুই গণশার মাকে দিয়ে কাজ করিয়েছিস। তুই গণশার মাকে চিনতে পারিসনি। আর আমি এটা ভেবেছিলাম যে, এই 'গণশার মা' কি সেই 'গণশার মা' (জগজ্জননী মা দুর্গা) হবে? তারজন্যই আজকে আমি তাঁর দর্শন পেলাম। দেখ, তোর গণশার মা কি ছিল? দেইখা তো বোনের হইয়া গেছে, সর্বনাশ, মাগো, কি অপরাধটাই করছি। তোমারে দিয়া কত কাজ করাইছি। ঠিকা কাম কত করাইছি। সে তো বোঝই। তার কি দুরবস্থা। তবু দেখ, কতভাবে তিনি বিরাজ করেছেন। এটাই বলেছিলাম, এখনও লেখা complete হয় নাই। তারপরে তো training, কি অবস্থা।

যে শাড়ীটা গণশার মাকে দিয়েছে, ঐ শাড়ীটা প্রতিমার গায়ের মধ্যে পেঁচিয়ে পরানো। একেবারে যেভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরে, একেবারে সেভাবে পরেছে।

যাক্ আমাদের এই যে গল্পগুলো, এগুলো এইভাবেই পরপর পরপর চলে আসছে। কিন্তু শিব ছিলেন মহান, সত্যিকারের ত্যাগীপুরুষ। তাঁর ভিতরে কোনরকম কোন কপটতা ছিল না। তিনি বললেন যে, আমি এমন জিনিস নিয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়েছি, যার উপরে কারও হিংসা নাই। মরার কাপড়ের উপর কারও হিংসা আছে?

-- মরার কাপড়টা 'ও' নিয়া গেছে। দেখছো, দেখছো, দেখছো? এইটা নাই।

তিনি (শিব) এমন জিনিস গায়ে দিয়া চলতেন, যার উপরে কারও কোন হিংসা নাই, রাগ নাই। কোন দাবী দাওয়া নাই, তার উপরে কারো কোন কিচ্ছু নাই। সেই জিনিস তাঁর। সেই জিনিস নিয়া তিনি বইসা আছেন। সেটাই নিয়ে তিনি চলতেন। তোমরা সেইভাবে চলবে। তোমাদের ভিতরেও সেই উদারতা এবং প্রসারতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

তিনি আর কি করতেন? সমাজের বেশীরভাগ মানুষই তো তাঁকে পাগল ছাগল বলতো। পাগলের বউও পাগল ছিল।

পাগলের বউও পাগল ছিল? বাবা, তিনি ছিলেন সবার উপরে। আমরা সবাই এই পাগলকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। কারণ সত্যিই তিনি ছিলেন অনন্ত সুরের প্রেমিক। এমন প্রেমিক ছিলেন যে, তাঁর মধ্যে কোন গোলমাল ছিল না। সব বেশ্যাগুলো গিয়ে হাতজোড় করে তাঁকে গান শোনাত।

পার্বতী হাতজোড় করে তাদের শ্রদ্ধা জানাতো। বলতো, 'সত্যি তোমরাই প্রভুকে চিনে নিয়েছ।' বোঝ, কি অবস্থা। সে সুরে তিনি তন্ময় হয়ে থাকতেন। সত্যিই তিনি ছিলেন সুরজ্ঞ এবং সুরের সৃষ্টির মূলেই ছিলেন এই শিব। তিনি সুরস্রষ্টা। এই

সব বেশ্যাগুলো গিয়ে হাতজোড় করে তাঁকে গান শোনাত। পার্বতী হাতজোড় করে তাদের শ্রদ্ধা জানাতো। বলতো, 'সত্যি তোমরাই প্রভুকে চিনে নিয়েছ।' বোঝ কি অবস্থা।

পুরুষ। তাই শিবের আর একটি রূপ হলো প্রকৃতি এবং পুরুষ। এই শিব শক্তির সমন্বয়ে হচ্ছে এই জীবজগৎ। সেই শিব প্রলয়ের নৃত্যের মাধ্যমে এমন তছনছ করে গিয়েছিলেন যে, উথালপাথাল করে সমাজকে একেবারে ঠান্ডা করে ফেলেছিলেন। তাঁর এ রক্ত আজ আমরা বহন করে চলেছি। তাঁদের স্মৃতি আজ আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে।

আজ শিবরাত্রির চতুর্দশীতে তাঁর জন্মদিনের শুভলগনে, তাঁর হাতের ত্রিশূল নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। তিনি যা কিছু চিন্তা করে গিয়েছিলেন তাঁর সেই শুভ চিন্তা নিয়ে, তাঁর সেই আশীর্বাদ নিয়ে, তাঁর সেই মঙ্গলধারা নিয়ে, প্রকৃতি পুরুষের যোগাযোগ সূত্রের সূত্র ধরে আমরাও প্রস্তুতি নিতে চাই। সেই ত্রিশূলকে শুধু ফুল, বেলপাতা, চন্দন আর সিঁদুর দিয়েই বসিয়ে রাখতে চাই না। এর সদ্ব্যবহার যাতে হয়, তার চেষ্টা করতে চাই। ত্রিশূলের তিনটা মুখ। এই তিন মুখে তিনরকমের কথা আছে। সেই তিন মাথাকে একমাথা করে একমাথায় আনলেন। তখন শিব গণেশকে বললেন, ''গণেশ, তুমি সবাইকে তোমার শুঁড়ে এক সুরে আন।''

ত্রিশূলের তিনটা মুখ। এই তিন মুখে তিনরকমের কথা আছে। সেই তিন মাথাকে একমাথা করে একমাথায় আনলেন। তখন শিব গণেশকে বললেন, ''গণেশ, তুমি সবাইকে তোমার শুঁড়ে এক সুরে আন।''

গণেশ এতবড়ো পেটটা নিয়ে ধপাস্ ধপাস্ করে বের হয়ে গেলেন। তাঁর এতবড় মাথা নিয়ে গিয়ে তিনি কি বললেন? তিনি বললেন যে, ''আমার এই শুঁড়ে আমি সবাইকে এক সুরে আনবো। আমি গণদেবতার প্রতীক হয়ে সব জনগণকে এক মাথায় আনবো। তাই একমাথা আর একসুরে আনাই আমার ধর্ম।'' এইজন্যই সর্বাগ্রে সর্বদেবতার পূজার আগে প্রথমেই হয় গণেশের পূজা। গণদেবতার পূজা হলেই সবদেবতার পূজা তখন আরম্ভ হয়। তাই তোমরা গণদেবতাকে, সেই সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করো। আজ তোমরা প্রত্যেকেই গণদেবতা এবং প্রত্যেকের মাথায় এক মাথা হয়ে এক সুর নিয়ে

শিব বলেছেন, 'মাথায় শুধু আমায় জল দিও না। জল দাও যেখানে জল নাই সেখানে জলের ব্যবস্থা করো। সেইজন্যই শিবের মাথায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা।

সুরেই একদিন তিনি সমাজের বুকে দস্যু, দানবকে বিনাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর যে স্ত্রী পার্বতী তিনিও শিবের আদর্শ নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। দেখো, এক মেয়েমানুষ হয়ে তিনি কি না দেখিয়েছেন। তিনি কি যে করেছেন, অদ্ভুত। সমাজকে ঠান্ডা করে ফেলেছিলেন একেবারে। কোনদিক থেকে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। কেউ যে ইচ্ছামতন এই করবে, সেই করবে, তার জো ছিল না। সবাইর দাবী সমান ছিল। সবাইর দাবী যাতে পূরণ হয়, তারই সুব্যবস্থায় সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। শয়তান মাথা তুলে কেউ দাঁড়াতে পারতো না। পার্বতী সেইভাবেই কাজ করেছিলেন। শিবের সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়েই তিনি কাজে নেমেছিলেন। তাতেই আরও বেশী জোর পেয়েছিলেন। শিব স্ত্রীকে পুরোপুরি সাহায্য করতেন, 'ঠিক আছে, তুমি মাঠে নেমেছ, অসুর দমনে নেমেছ। নেমে যাও।' দেশের সব সন্তানদের তিনি বাঁচান। তাঁর বালবাচ্চারাও মাঠে নেমে গেল। কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী কেউ বাদ ছিল না। মায়ের সাথে সাথে তাঁরাও তীর ধনুক, হ্যানে ত্যানে নিয়ে অসুর দমন করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং যেটা আজ গল্পাকারে রয়েছে, এই পৃথিবীর বুকে, ভারতের বুকে একদিন যেই রূপ নিয়ে এঁরা সেখানে ছিলেন, আজ গল্পাকারে যেটা আমরা বলছি, শুধু গল্প নয়, গল্পের ভিতরেও বাস্তবতা ছিল, সত্যতা কিছু ছিল। কিন্তু আমরা চাই, সেই গল্পকে আজ আমরা বাস্তবে রূপ দিতে চাই। সেই কার্ত্তিক, গণেশ শুধু পার্বতীর সন্তান হয়েই শেষ থাকবে কেন? আমরাও তো তাঁর সন্তান।

শিব তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময়। তাঁর মঙ্গলচিন্তা, মঙ্গলের ধারা সর্বত্র গিয়ে পৌঁছাক। আমরা মঙ্গলের পূজারী। সেই মঙ্গলময়কে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাঁর কল্যাণে আমরা সমাজকে দানবের হাত থেকে মুক্ত করে আনতে যাতে পারি, তোমরা সেই ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে চল। আজ আমরা শিবের সন্তান, মঙ্গলের সন্তান, পার্বতীর সন্তান, শিব শক্তির সন্তান। শিব শক্তি হচ্ছে প্রকৃতি আর

সুতরাং যেটা আজ গল্পাকারে রয়েছে, এই পৃথিবীর বুকে, ভারতের বুকে একদিন যেই রূপ নিয়ে এঁরা সেখানে ছিলেন, আজ গল্পাকারে যেটা আমরা বলছি, শুধু গল্প নয়, গল্পের ভিতরেও বাস্তবতা ছিল, সত্যতা কিছু ছিল।

তোমরা চলো। এই মাথার মূল কেন্দ্রের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ধারার, এই মূলাধারের ধারায় এই সুর রয়েছে গাঁথা এবং বাঁধা। এই গাঁথা বাঁধার ধারায় এই ত্রিশূলের মাধ্যমে স্বয়ং মহাদেব একদিন এই ভারতকে এবং দেশের সন্তানকে সর্ব বিষয়বস্তুর সর্বক্লেদ থেকে মুক্ত করেছিলেন। আজ ত্রিশূল রয়েছে তোমাদের হাতে এবং তোমরা সেইভাবে সেইমতে, সেইপথে চলো। শুধু শিবের মাথায় জল দিয়ে লাভ হবে না। শিব বলেছেন, 'মাথায় শুধু আমায় জল দিও না। জল দাও যেখানে জল নাই সেখানে জলের ব্যবস্থা করো। সেইজন্যই শিবের মাথায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা। শিবের মাথায় জল অথবা পাথরের মাথায় জল দিতে বলেছি কেন? যেখানে জমিতে উর্বরতা শক্তি নাই, যেখানে পাথর, যেখানে খাঁ খাঁ করছে, যেখানে জল নাই, সেটাই শিব। সেই জায়গায় জল দিয়ে ভিজিয়ে দাও, শস্যের ব্যবস্থা করো। এই শিলার (পাথরের) মধ্যে জল দিতে বলেছি তাই এবং হাতে নাও ত্রিশূল আর শস্যের ব্যবস্থা করো। জলের ব্যবস্থা করো আর সবাইর মাথা একমাথায় আনো। গণেশের শুঁড়ে সবাই এক সুরে সুর মেলাও। এই সুর দিয়ে সব অসুর দমন করো। তোমরা সব অসুরদমনে এই সুর নাও। নাহলে পার্বতীর ছেলে এরকম মাথা হবে কেন? এই দেখো না, এই শুঁড়টা, এই শুঁড় দিয়ে সবাইকে এক সুরে এনেছে। আবার এই শুঁড় দিয়ে সব অসুরকে দমন করেছে।

আর এই রইল তোমাদের হাতে ত্রিশূল। আজকে এটাই অঙ্গীকার করো। আজ তোমাদের এই জিনিস ঘরে ঘরে অনেকের ঘরেই ঢুকে গেছে। অনেকেই ঘরে ত্রিশূল বসিয়ে পূজা করে। স্মরণ রেখো, একদিন তোমাদের এই ত্রিশূল নিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সন্তানকে বের হয়ে যেতে হতে পারে। কোথায় শয়তান? কোথায় দানব? তোমাদের ছুটতে হতে পারে, তাদেরে বিতাড়িত করতে, তাদেরে দমন করার উদ্দেশ্যে। কারণ শিব বলেছেন, ''তোমাদের মুখের গ্রাসে এসে যারা হাত বাড়িয়ে বসে আছে,

অনেকেই ঘরে ত্রিশূল বসিয়ে পূজা করে। স্মরণ রেখো, একদিন তোমাদের এই ত্রিশূল নিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সন্তানকে বের হয়ে যেতে হতে পারে। কোথায় শয়তান? কোথায় দানব? তোমাদের ছুটতে হতে পারে, তাদেরে বিতাড়িত করতে।

তোমাদের যারা কারাগারে পাঠাচ্ছে, তোমাদের যারা নিষ্পেষণ করছে, তোমাদের যারা নিঃশেষ করে ফেলেছে, তোমাদের যারা শেষ করে দেওয়ার উপক্রম করছে, তাদেরে ধরো। তারাই তারাই হলো দুশমন, তারাই শয়তান, তারাই অসুর। সেই অসুর দমনে আমার স্ত্রী পার্বতী তোমাদের মা তিনি পর্যন্ত নেমে গেছেন তোমাদের দিকে তাকিয়ে। তাই তোমরা ভুলে যেও না তোমাদের মায়ের কথা, ভুলে যেও না তোমাদের পরম পিতার কথা। সুতরাং মৃত্যু যখন তোমাদের আছে, সেই মৃত্যুর আগ অবধি (আগ পর্যন্ত) কখনও দুর্বল হয়ে পড়ে যেও না। তোমরা সবলের সন্তান। সবলতার ভিতর দিয়ে, ত্রিশূল হাতে নিয়ে তোমরা এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে। এটাই হবে একমাত্র শিবরাত্রি পালন।

আজকে শিবের কাছে, প্রকৃতির কাছে, প্রকৃতি পুরুষের কাছে, মহানের কাছে এটাই প্রার্থনা করো যে, আমরা যেন তোমার সন্তান হিসাবে অগ্রসর হয়ে যেতে পারি। তোমরা ভুল করো না, ভুলে যেও না, দুর্বলতার বাসা মনে এনো না। কারণ মৃত্যু তোমাকে ক্ষমা করবে না। মৃত্যু যদি তোমাকে ক্ষমা করতো, আমি কিছু বলতাম না। সুতরাং মৃত্যু যখন তোমায় ক্ষমা করবে না, এইভাবে মরতে যেও না। মৃত্যুকে ভয় পেয়ো না। মৃত্যুর সাথে সাথে ঐসব শয়তানদের গলা টিপে ধরো। তোমরা সেইভাবে সেইমতে চলো। সেটাই হবে ধর্মের আসল কথা, আসল পথ। শিব সেইকথাই তোমাদের বলেছেন এবং সেখানেই তিনি সবচেয়ে বেশী খুশী হবেন যে, তোমরা তাঁর আদেশ পালন করছো। শিব যদি বোঝেন যে, তোমরা তাঁর আদেশ পালন করছো, তাঁর নির্দেশ পালন করছো, এই দেবের দেব মহাদেব, যিনি অল্পতেই আশুতোষ, অল্পতেই তুষ্ট, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের আশে পাশে থাকবেন, আসবেন, মিশে আছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সবসময় তোমাদের সাথে সাথে নাচবো, গান করবো, তোমাদের আশেপাশে থাকবো'। তাই শিব চতুর্দশীতে এটাই হল তোমাদের পরম পাওয়া। আজকে তাঁর

এই দেবের দেব মহাদেব, যিনি অল্পতেই আশুতোষ, অল্পতেই তুষ্ট, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের আশে পাশে থাকবেন, আসবেন, মিশে আছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সবসময় তোমাদের সাথে সাথে নাচবো, গান করবো, তোমাদের আশে পাশে থাকবো।'

থেকে এটাই কামনা করো। তোমরা অঙ্গীকার করো যে, ''আমরা অঙ্গীকার করছি, যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন পরিবেশে মাঠে নেমে যেতে আমাদের কোন বাধা নাই। আমরা নামবো।''

-- নামবে তোমরা?

-- হ্যাঁ। ব্যস্। আর কোন কথা নাই।

তাই এই মহানাম, মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম। এই নাম তোমরা সর্বত্র ঘরে ঘরে কীর্তন করবে। অনেক সময় নাম করতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক জায়গায় নাম করতে বাধার সৃষ্টি করছে অনেকেই। তাদেরে দেখে রেখে দিও। কিছু বলো না। ''মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ।'' মার খেয়েই নাম যেচে যেও। শুধু চিনে রেখে দিও যে, কারা কারা নামে তোমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করছে। কেউ রেহাই পাবে না তোমাদের হাত থেকে, মনে রেখো। আজ তোমাদের বিরোধী দল বলো, ধর্মনীতি বলো, রাজনীতি বল, যে কোন দলই বল, একটা কথা মনে রেখো, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করবে পাঁচ জন, তোমরা করবে পাঁচ লক্ষ। তোমরা মরতে পারবে। অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারবে। বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বউ, বুড়া, বুড়ী সব তোমাদের ঠাকুরের কথায় পারবে। সুতরাং তোমাদের সাথে লড়াই করে পারার মতো আজকে বাংলা ভারতবর্ষে কেউ নেই, এটা মনে রেখো। তোমরা আজ কতদূর এগিয়ে গেছো, তা তোমরা জান না। হাতি জানে না, তার দেহটা কত বড়। তুলনামুলক এত তুচ্ছ, হাতিটা কত বড় দেখতো, তার চোখ দেখ, তাই কানটা থাকাতে 'ও' (হাতী) বোঝেই না ওর দেহটা কত বড়। তোমরা জান না যে তোমরা কত বড় হয়ে যাচ্ছ। কারণ অনন্ত বিশ্বের সুর তোমাদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। প্রকৃতির সহযোগিতা ও সাহায্য তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তাই যত বেশী আঘাত আসবে, যত বেশী বাধার সৃষ্টি হবে, যত

তোমাদের সাথে লড়াই করে পারার মতো আজকে বাংলা ভারতবর্ষে কেউ নেই, এটা মনে রেখো। তোমরা আজ কতদূর এগিয়ে গেছো, তা তোমরা জান না।

তোমাদের মধ্যে ভাই ভাইরা যেন ঠিক থাকে। তোমাদের মধ্যে দলাদলি রেখো না, বিবাদ-বিচ্ছেদ রেখো না।

বেশী অপবাদ দেবে; অপমানিত হবে, তত তোমরা জয়ের আসন লাভ করছো। এটা হলো জয়ের নমুনা। তোমরা মনে করো না যে, না বললেই ভাল। তোমাদের নামে কেউ যদি কিছু না বলে, সবাই মনে করো চুপ কইরা আছে, তাহলেই ভয়। কেউ কিছু বলতাছে না তো, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না তো। যখন শুনবা, অমুক ছেলে তোমার নিন্দা করতাছে, আইচ্ছা, নিন্দা কার হয়? যার আছে, তারই হয়। যার নাই, তার কথা কি ছাতা কইবো রে? কি ছাতার নিন্দা করবো রে? সুতরাং তোমাদের বিরুদ্ধে দেখবে কত নিন্দা, কত প্রতিবাদ। কেউ বলবে C.I.T.-র এজেন্ট, কেউ বলবে রাহাজানি করছে, কেউ বলবে রাম নারায়ণের ব্যবসা করছে, কেউ বলবে হ্যান করছে, ত্যান করছে। এই তো ব্যাটা ঠিক। তোমরা ঠিক থেকো। শিকড়ে শিকড়ে শাখায় শাখায় সব সন্তানরা আমার পেটের বাচ্চা হয়ে থেকো। আমরা দেখিয়ে দেব, কিভাবে খেলা খেলতে হয়। সব খেলোয়াররা আমরা নামছি মাঠে। এবার সব খেলোয়াররা নামছি। কোন্ খেলোয়াররা খেলতে আসে দেখবো এবার। আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে আছি। এই স্পুটনিক ছেড়ে দেবো। কারও রক্ষা পাবার উপায় নাই। কেউ রক্ষা করতে পারবে না। বাধা দিতে কেউ আর পারবে না। তোমরা ঠিকভাবে থেকো, আর কিছু নয়। তোমাদের মধ্যে ভাই ভাইরা যেন ঠিক থাকে। তোমাদের মধ্যে দলাদলি রেখো না, বিবাদ বিচ্ছেদ রেখো না। এক জান এক প্রাণ, ব্যস্, অন্যখানে যা খুশী করো, নিজেদের মধ্যে ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ করতে যেও না। মনে রেখো, বউরা কি করলো না করলো আমার দেখার দরকার নাই। ভাই ভাই, একভাই, আমার পেটের বাচ্চা। তাই আমি সেদিন বলেছি, দেখ, আমি তোদের শুধু বাবা না, আমি মা-ও। আমার স্নেহ, আমার ভালবাসা তোদের উপরে সদাই রয়েছে। তোদেরে বুকে করে টেনে আমি নিয়ে আসছি। তাই বলেছি, আমি বাবা হয়ে শুধু না, আমি মা হয়েও তোদের টেনে আনছি। আমি তোদের বাঁচিয়ে রেখেছি। তোদের সবাইকে বুকে করে নিয়ে আসছি।

সুতরাং আমাকে কাজের তোরা সুযোগ দে। মাঝে মাঝে ধ্যানে বসে

বসে যখন পড়ি, কাজ শুরু করি। কার কাজ করি? আমার বালবাচ্চাদের কাজই করি। যাতে আমি পকেটে কইরা লইয়া চলতে পারি তগো, তারজন্যই করি। বগ্‌গিটা তো ভরতে হবে।

যাই। আরে ধ্যানে কি সব সময় বসি? কিছু তগো (তোদের) এড়াবার জন্যও বসি। উপায় নাই। বাচ্চাদের রক্ষা করতে গেলে আমার এটা করতে হবে। আমি কী করবো, বেটা, আমি কী করবো, তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দেব? আমার বাচ্চাদের কাছে আমি কৈফিয়ৎ দেব? তা কখনো দেব না। আমি যে ইঞ্জিনে যে লাইনে চলছি, সেই ইঞ্জিনের লাইন ঠিক রাখার জন্য আমি কখন কোন্ পোষাক ধরি, সেটা তোমাদের কাছে, আমার বাচ্চাদের কাছে বলার প্রয়োজন নাই। মাঝে মাঝে এমন করতে হয়। চোখ বুঁইজা বইয়া থাকি, উপায় নাই। কারণ আমার বৃহৎ কাজে বসবার আগে চোখ বোঁজার চেষ্টা করি। যখন বসি, তখন ব্যস্। কাজ শুরু করি। সবটা ফাঁকি দিলে তো চলবে না। বসার আগে ফাঁকি দিতে পারি। কারণ তখন আমার বাচ্চাদের সাথে কথা বললে আমার লাইন থেকে আমাকে সরে যেতে হবে। আবার লাইন থেকে সরে গেলে এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক লইয়া এক জায়গায় পইরা মরুম (মরবো) নাকি? সুতরাং লাইন ঠিক রাখার জন্য এখন আমি চোখ বুঁজবো। আমি চোখ বুঁইজা বসি। তারপর বসি, বসিই। কাজ শুরু করে দিই। না, আমার বাচ্চাদের আমি ফাঁকি দেব না। বাচ্চাদের কাছে ফাঁকি দিলে এরচেয়ে অন্যায় আর কিছু নাই। ফাঁকি আমি ওদের কাছে দেব না। আমার বাচ্চাকে আমি ফাঁকি দিতে যাব কেন? ওদের কাছে আমি ল্যাংটা। বাচ্চারা আমার কাছে ল্যাংটা। সুতরাং এখনও আমার কাজ করতে হবে। বসার আগে একটু ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু যখন বসি তখন কাজ করতে শুরু করি। বসার আগে একটু ফাঁকির চিন্তা করি। তারপরে ব্যস্। শুরু করি কাজ। কাজ তো করছি, কত বছর। সুতরাং বসে যখন পরি, কাজ শুরু করি। কার কাজ করি? আমার বালবাচ্চাদের কাজই করি। যাতে আমি পকেটে কইরা লইয়া চলতে পারি তগো, তারজন্যই করি। বগ্‌গিটা তো ভরতে হবে। সবারই একাজে তো চলবে না। পিছনে তো বাঁধবো একটা একটা কইরা। তারপর খ্যাচ্ খ্যাচ্ খ্যাচ্ খ্যাচ্ কইরা নিয়া চলতে হবে রে বাবা। ফালতুমি তো চলবে না। সুতরাং আমার সাথে আমার বাচ্চাদের সম্পর্কটা আমি ঠিক

যাঁর লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সন্তান, যেভাবে যে গুরুভার নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আমি জানি যে কোন অবস্থায় হোক, আমি টেনে নিয়ে যাবোই। এদেরে ফেলে আমি যাবো না। যদি এদেরে ফেলে যেতে হয়, আমি আমার সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো।

পেটের বাচ্চাই করে রেখেছি। এছাড়া কিছু বুঝি না। তাই তাদের কাছে আমার চাইতে আপত্তি নাই তো। ঐ ব্যাটা আমারে দুইটা টাকা দেতো। দিবি না ব্যাটা? এইরকম সম্পর্ক। সেই বাচ্চাদের আমি কি করে ঠকাই বল দেখিনি। 'এই ব্যাটার শনির দশা', একথা কি করে আমি বলি বলতো? এই সমস্ত নিরীহ ছেলেমেয়েদের আমি কি করে বলবো যে তোর শনির দশা, তোর রাহুর দশা ব্যাটা। তারচেয়ে নিজের মাথায় বাড়ি দিলে ভালো। সুতরাং আমি পারবো না। এইরকম করে মানুষকে প্রতারণা করা, আমার দ্বারা হবে না। এরচেয়ে মৃত্যু হয়ে যাওয়া ভালো। তাই আজ যাঁর লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সন্তান, যেভাবে যে গুরুভার নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আমি জানি যে কোন অবস্থায় হোক, আমি টেনে নিয়ে যাবোই। এদেরে ফেলে আমি যাবো না। যদি এদেরে ফেলে যেতে হয়, আমি আমার সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো। আমি একা যাবো না। একার সুখ আমার দরকার নাই। বালবাচ্চাদের নিয়েই আমার সুখ। সেই সুখের কামনাই আমার কামনা। একা সুখের আনন্দে আমি আনন্দিত হতে পারবো না। তাই তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। সেইভাবে প্রস্তুতি নাও, তৈরী হও এবং সর্ব অবস্থার জন্য তৈরী হও। কারণ আসবে বাধা, আসবে নানা ঝঞ্ঝাট। কেউ বলবে আমাদের C.I.T.-র এজেন্ট। কেউ বলবে আমরা গদী চাই। ঘৃণা করি আমরা গদী, ঘৃণা করি আমরা রাজনীতির দিকে যেতে। আমরা যাচ্ছি আপন মনে, আপন সুরে এই মাটির বুকে।

এই মাটির সম্পত্তিকে, এই মাটিকে যারা বিবাদ-বিচ্ছেদের ভিতরে রাখছে, তাদের বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিবাদ করবো। এই মাটির অধিকার সবার সমান। আমাদের সমান অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। তাই তোমরা সেইভাবে কাজ করবে, সেইভাবে চলবে। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি দিন দিন। সময় করে উঠতে পারছি না।

আর এরা করে কি, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে কিইবা দিব, আর দেওয়ার বা কি আছে। দিতে পারি বা না পারি, দুঃখের ভাগী আমি আছি সুখে থাকলে খুশী হই।

আজ এই মীটিং, কাল ঐ মীটিং। সকালবেলা বসি, রাত্রে উঠি। দিনের পর দিন হাজার হাজার লোকের রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, আঘাত প্রতিঘাতের ভিতরে আমি তোমাদের সংসারের সাথে জড়িয়ে আছি। এমন অবস্থা আমি তো এড়াইয়া চলি না। আমি তো এমনি এড়াতে চাই না, দুঃখের মধ্যে তো জড়িয়ে পড়ি। অনেক ঠাকুররা আছেন, আজ একদিন এখানে, কালকে একদিন ঐখানে থাকেন, তার কারণ কোন কথা যাতে শুনতে না হয় তার ব্যবস্থা করেন। বেশীরভাগ ঠাকুর মৌন হইয়া বইয়া থাকেন। তারা আমার উপর দিয়া বেশী ফাঁকি দেন। আমি একটু ফাঁকি দেই। ফাঁকি দিয়া আবার বসি। বইসা আবার ধরি। বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। চোখ বুঁইজা বইসা বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। ডাকতে শুরু করি, আয় আয়, আয় আয়। বসি তো কাজে, বসতে তো হয়। আর এরা করে কি, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে কিইবা দিব, আর দেওয়ার বা কি আছে? আমি তো সব সংসারের সাথে জড়িয়ে আছি। দিতে পারি বা না পারি, দুঃখের ভাগী তো হইছি। বালবাচ্চাদের দুঃখের ভাগী আমি আছি। সুখে থাকলে খুশী হই।

তাই তোমরা ভুলে যেও না, এই গুরু মামুলি গুরু নয়। মামুলি তোমাদের ঠাকুর নয়। তোমাদের বাপ, তোমাদের মা, তোমাদের ঘরের ছেলেমেয়ের মতন আমিও একজন। আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা মাপ জোঁক করলে চলবে না। আমাকে রেখেই, আর একজন আছে আমাদের, এভাবে মাপ জোঁক করবে, বুঝলে? আচ্ছা, আর এই আরেকজন (ত্রিশূল) জুটলো তোমাদের। তা অনেকেই তোমরা নিয়ে নিয়ে ঘরে বাঁধছো। ঘরে একটা একটা করে বেঁধে রেখে দিও সবাই ব্যস্,। তারপরে তোমাদের কর্ম। কর্মের ধারায় কর্মের পথে তোমাদের ফল। কর্মই তোমাদের পথ। কর্মই তোমাদের ধর্ম।

আজ এই থাক। যারা রাত্রিবাস করবে, তারা থেকে যেও। কীর্তন করবে তারা। সকালবেলায় উঠে একটা প্রশেসন কোর। শিবের নামে তাঁর স্মরণে তোমরা প্রশেসন করো। আজ থাক।

তাত্ত্বিক শিবশম্ভু

(২২-০২-৮২)

মূলাধারে সহস্রারে বিরাজমান শিব-পার্বতী। শিবলিঙ্গ হল প্রকৃতি পুরুষ। সহস্র বন্ধনের যোগসূত্রে নাম নিলেন শিব পার্বতী। তাইতো শিবলিঙ্গের পূজা হল প্রকৃতিপুরুষের পূজা। শিবশক্তির সমন্বয়ের কথা আর সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কথা জানালেন এই শিবলিঙ্গ। তাই তার মাথায় জল দিয়ে দেয়। শিব জানাচ্ছেন, তোমরা যতই আমার মাথায় জল দাও, ফুল, বেলপাতা দাও, তোমাদের আমি অগ্রাহ্য করবো না। সবই আমি গ্রহণ করবো। তারপরেও তোমরা আমার কথা শোন। শোন হে দেশবাসী, এই জীবনের খেলা। তাই তো আমি দেহে মাখি ছাই; এই দেহ, যা হবে ছাই-এ (ভস্মে) পরিণত। তাই তো আমি ভস্ম মাখি। এই ভস্ম শুধু ভস্ম হবে বলেই আমি ভস্ম মাখি। তাই তোমরা নিজেদের সম্বল গুছিয়ে নাও। সম্বল বিনে তোমরা পার পাবে না। সম্বল বিনে তোমরা উদ্ধার হতে, মুক্ত হতে পারবে না। তাই তোমরা সম্বল গুছাও। সম্বল পেতে হলে গুরুগত প্রাণ হয়ে, গুরুর আজ্ঞা বহনকরে, তাঁর আদেশ নির্দেশ নিয়ে তোমরা সেইমতে কাজ করো। তবেই তোমরা পাথেয় নিয়ে, পারের কড়ি নিয়ে পার হতে পারবে। তোমরা সেইমতে কাজ করো।

তাই ত্রিনয়ন শিবের। আজ্ঞাচক্র যখন পরিস্ফুটিত হল, তার গভীর ধ্যানে, গভীর জ্ঞানে এই জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হল। তখন তিনি

জানতে পারলেন। তিনি কি জানলেন? শিব মঙ্গলময়। মঙ্গলময় শিবশম্ভু। তিনি পদতলে পড়ে আছেন। কার পদতলে? শক্তির পদতলে। তিনি আপনমনে আপনধ্যানে পড়ে আছেন। তাঁর কি কোন লজ্জা নাই? এ কেমন কথা? শিব হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় এবং মঙ্গলময়ের মঙ্গল হয় মাতৃরূপে মাতৃপদ চিন্তা করলে। তাই তোমরা শক্তি সঞ্চয় কর। শক্তির হাতে হাত মিলাও এবং শক্তির অধিকারী হয়ে তোমরা এগিয়ে চল চলার পথে। তবেই হবে তোমাদের মঙ্গল। এই মঙ্গলই হল শিব। তোমরা শিবকে যদি পেতে চাও, সেইমতে সেইপথে কাজ কর। শিব হলেন পরম বৈষ্ণব, পার্বতী হলেন পরম বৈষ্ণবী। রাম নারায়ণ রাম।

শিব ত্রিশূল ধরে তাঁর তাত্ত্বিক বাণী দান করলেন এবং ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নায় চিন্তা করে সবাইকে আশ্বাস দিলেন। সবাইকে আহ্বান করে তিনি বললেন, হরে রাম, হরে রাম। এই জীবনের খেলা এখানেই তোমরা সাঙ্গ করতে পারবে, তোমাদের জীবনের শেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। পরের জন্মের খেলাতে তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। এই ৬০/৭০ বছরই তোমাদের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। এখানেই এই জীবনেই তোমরা শেষ উদ্দেশ্যের শেষ আশা সফল করে নিতে পারবে অতি সহজে। ভগবান শিব তোমাদের প্রতি পরম করুণাময়। তোমরা তাঁর আশীর্বাদ কামনা কর। তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। সবাই বলো, 'হে প্রভু করুণা করো। তুমি দয়া করো, কৃপা করো।' তোমরা কায়মনোবাক্যে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করো। ঠাকুর তো তোমাদের বলেই দিলেন, শিবকে যখন আমি ভালবাসি, শিব নিশ্চয়ই আমাকে কিছু ভালবাসবেন। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাকবে, আমার সন্তানদের তিনি বিমুখ করবেন না। তিনি তোমাদের নিশ্চয়ই ভালবাসবেন। তাই তোমরা একত্র হয়ে বলো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো, জয় শম্ভো।

আজ এই থাক, শরীরটা ভাল না। যে প্রার্থনা পূরণ হলে সব পাওয়া যায়, তার চেষ্টা করো। তাই তোমরা বসে বসে জপ করো

আর শম্ভু শম্ভু বলে চিৎকার করো। তাতেই তোমরা আনন্দ পাবে। ভালও লাগবে। জয় শিব শম্ভু। রাম নারায়ণ রাম।

চল যাই এগিয়ে যাই। দেশের অসুর দমন করবার জন্য সবাই চলো। এখন আর কোন কথা নাই।

বাবার হাতের ত্রিশূল। এই ত্রিশূল দিয়েই তোমরা দেশজয় করবে। এই ত্রিশূল এমন একটি শক্তি, সে কারও কাছে পরাজয় স্বীকার করে না। পরাজয়ের ত্রিশূল নয়। এই ত্রিশূল জয়ের ত্রিশূল। সমস্ত দেশের যত দানব আছে, অসুর আছে, কেউ পারবে না। শয়তানি করে, হিংসা করে আমাদের উপর যতই আক্রোশ মিটাতে আসুক না কেন, তাদের পতন অনিবার্য, মনে রেখো। এই ত্রিশক্তির কাছে কোন ক্ষমতা নেই, যা ত্রিশূলকে পরাজিত করতে পারে। তাই ঠাকুর তোমাদের, তাঁর হাতের ত্রিশূল তুলে ধরেছেন। তোমরা সেইভাবে কাজ করো। ঘর সংসার রক্ষা কর। কোন আজে বাজে আলাপ করবে না। আর কিছু নয়, সমস্ত পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামাঞ্চলে তোমরা শুধু সন্তান বাড়াবার ব্যবস্থা কর। যাতে সন্তান বেশী হয়, বেদের প্রচার হয়, তার ব্যবস্থা প্রত্যেকেরই করতে হবে, এটাই নিয়ম। এইভাবে কাজ করবে। আর বাপ বেটা বেটী তো আছেই। তোমরা বাপ ছাড়বে না, বাপও তোমাদের ছাড়বে না। যত ঝড়ই আসুক, এই প্রাণের স্পর্শ যেন থাকে। আমাদের এই মধুর সম্পর্কে যেন কেউ ফাটল না ধরাতে পারে। তাই তোমরা নাম কর রাম নারায়ণ রাম কর একটু।

লক্ষ লক্ষ সন্তান নিয়ে ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতন মহাকাশে এই মহানাম যদি চালিয়ে যাই, এই মহানাম নিয়ে যদি এগিয়ে যাই, - কেউ আমাদের দিকে বুলেট নিয়ে এগিয়ে আসবে? কেউ আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে? তাই কখনও হয়? এই মধুর নাম, মধুর সুর নিয়ে মধুর পথে আমরা এগিয়ে চলবো। তাই নামের মাধ্যমে তোমরা সব জায়গায় এগিয়ে চলো। মাঝে মাঝে ঝড় ঝাপ্টা তো আসবেই।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছেন। তাঁর ভক্তরাও অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রক্ত যখন একটু আছে, তখন আমার সন্তানদের কিছু ঝঞ্ঝাট তো পোহাতে হবেই। আর আমার তো ঝঞ্ঝাট আছেই। সুতরাং মহাপ্রভুর রক্তে এই ঝঞ্ঝাট পোহাতেই হবে। যত শয়তান, দানব আজ কোথায়? তিনিই দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন নবদ্বীপের বুকে। আর কেউ আছে?

সুতরাং যতই ঝড়-ঝাপ্টা আসুক, আসতে দাও। ঐগুলিরে ভালবাসতে শেখো। সুতরাং নাম কখনও পরাজয় বরণ করবে না। তোমরা গান গেয়ে গেয়ে সবাইকে মুক্ত করবে, সবাইকে টেনে আনবে। তাই মহাপ্রভু গান গেয়েছিলেন,

মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়?
মহামায়া আমার পিছনে ধায়।

এই ঝঞ্ঝাট আমাদের পোহাতেই হবে। বাঁধন যে কাটে না। তবু তুমি মুক্ত হয়ে, মুক্ত পুরুষ হয়ে, মুক্তাকাশে বিচরণের মন নিয়ে সবসময় চলবে।

মনাই ফকিরকে আমি বলেছিলাম, আমার তখন ৭/৮ বছর বয়স, হে ফকির, মায়ার বাঁধন ছাড়া কিগো যায়?

আমি যাই যাই মনে করি,
চলিতে না পারি,
মহামায়া আমার পিছনে ধায়।

তাই তোমাদের বলছি, মায়ার বাঁধন কাটাতে পারবে না। মায়ার বাঁধন তোমাদের ছাড়বে না। কিন্তু তোমরা বাঁধনের মোহ ত্যাগ করে এগিয়ে চলবে। হে পথিক চল, পথিক চল। মহানাম গেয়ে গেয়ে পথ চলবে। কোন সন্তান তার মা বাবাকে আঘাত করবে না।

আমার আদেশ পালন করলেই হবে গুরু সেবা। মা বাবা গুরুজনদের অন্তরঢালা সেবা করে তাদের তৃপ্ত করতে পারলে, তবেই হবে গুরুসেবা।

মা বাবাকে আঘাত দিও না। পরের মেয়েকে ঘরে এনে ব্যথা দিও না। যত ঝঞ্ঝাট বাধাবে, ততই জটে জড়িয়ে পড়বে। মুক্ত মন নিয়ে চলবে।

চতুর্দশী থাকতে থাকতেই আসবে শুধু যারা দীক্ষা নেবে। রাম নারায়ণ রাম।

শিব ও তাঁর কর্মময় জীবন

(০২-০৩-১৯৮৪)

পার্বতী শিবকে বলছেন, প্রভু আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাদের ডাকলাম, 'তোমরা আস, আমার বাড়ীতে আস'।

তারা তো আসলই না। আমাকে বললো, 'অস্পৃশ্যর বাড়ীতে যাব? যাব না।' এই কথা বলে সবাই চলে গেল, কেউ এল না।

আবার বলতে বলতে গেল, 'ওখানে যাব? গিয়ে আবার চান করতে হবে। যাব না। চল্ চল্, চল্ চল্। তাড়াতাড়ি চল্।' কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোথায় এসে পড়েছি।

শিব বলছেল, পার্বতী এতে দুঃখ করার কি আছে? তোমার অবস্থায় আমি দুঃখ করছি না। তোমাকে যে ওরা ব্যঙ্গ করে গেল, ব্যঙ্গোক্তি করে গেল, তাতে তো লাগবেই, স্বাভাবিক। পার্বতী, তোমার ব্যক্তিগত তো কোন দুঃখ নেই? এই যে এইভাবে আছ, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তুমি পড়ে আছ, তাতে তো তোমার দুঃখ নেই?

তুমি যে বিশ্বজননী, কাঙালের মা। কাঙালের দুঃখ তুমিই বুঝতে পারবে। ধনীর মা হলে তুমি কাঙালের দুঃখ বুঝতে না।

পার্বতী ঃ- আমার মত শান্তি কারও নেই।

শিব ঃ- তুমি যে বিশ্বজননী, কাঙালের মা। কাঙালের দুঃখ তুমিই বুঝতে পারবে। ধনীর মা হলে তুমি কাঙালের দুঃখ বুঝতে না। তাই শতসহস্র দরিদ্ররা, কাঙালরা, ভিক্ষুকরা তোমার কাছে আসে।

এই কথোপকথনের মাঝেই এলেন দেবর্ষি নারদ। জয় শিবশম্ভু, জয় শিবশম্ভু।

শিব ঃ- কি ব্যাপার? দেবর্ষি হঠাৎ?

নারদ ঃ- বড় খারাপ লাগলো। রাস্তায় মায়ের আত্মীয়রা যা খুশী তাই বলে বলে যাচ্ছে। আমায় দেখে আবার সে কি বিদ্রুপাত্মক হাসি। এই যাচ্ছে, আরেকজন চেলা। আমি নির্বাক। জোরে জোরে বললাম, জয় শিবশম্ভু, জয় ভোলানাথ। চিৎকার করে বলতে বলতে এলাম।

চাষ আমাদের জীবন, চাষ করতে চল সবাই, শিব বললেন। পার্বতী শিব, দেবর্ষি চললেন চাষ করতে। তাঁদের প্রত্যেকের হাতেই ত্রিশূল।

তাঁরা যাবার আগে একজনকে বলা হলো, ঢোল বাজিয়ে যেতে -- ''আমাদের পাগলা বাবা, ভোলা বাবা আমাদের সব চাষী ভাইদের এইখানে একত্র হতে বলছেন। সবাই ত্রিশূল নিয়ে আসবে।''

সংবাদ শোনামাত্র হাজার হাজার চাষীভাইরা সব ত্রিশূল (তে কাইঠ্যা যন্ত্র) নিয়ে এসে উপস্থিত। সবাই লেগে গেল চাষের কাজে। হাজার হাজার চাষীভাইরা পাথর কেটে জমি বের করছে। সেই জমির মালিক পার্বতী। তারা জমির ওপরে এইরকম খাটাখাটি করছে দেখে ঐ অঞ্চলের জমিদার

চাষীরা বলছে, ''তোমাদের এই অত্যাচার আর চলবে না। এই জমি সবার জমি। ব্যক্তির জমি আর রাখা চলবে না।

লোকজন নিয়ে এসে মারধোর করলো, 'তোমরা অন্যের জমি এইভাবে দখল করার চেষ্টা করছো?' আট, দশজন লাঠিয়াল নিয়ে এসে ওদের মারধোর করছে। সব চাষীরা ওদের ঘিরে ধরেছে। যেতে দেবে না। চাষীরা বলছে, ''তোমাদের এই অত্যাচার আর চলবে না। এই জমি সবার জমি। ব্যক্তির জমি আর রাখা চলবে না। ব্যক্তির জমি আর থাকবে না।'' ওরা (চাষীরা) সব লাঠিয়ালদের বেঁধে রাখলো। জমিদার নিজে এলেন। নিজে এসে শিবের সঙ্গে দেখা করলেন। শিবকে গালিগালাজ করলেন। ''তোমার আস্পর্দ্ধা এইসব চাষীদের নিয়ে তোমার কাজ। এদের উস্কানি দেবার বুদ্ধি তোমার''। পার্বতীকে দেখে বলছেন, ''এই যেমন তুমি। এইসব ছোটলোকদের নিয়ে তোমার কাজ।'' তখন দেবর্ষি গিয়ে দাঁড়ালেন; চাষীদের বললেন, ''ওর (জমিদারের) হাতে ত্রিশূল দাও।'' ত্রিশূল দিয়ে জোর করে ওকে (জমিদারকে) মাঠে নামালেন। চাষে লাগালেন। ''যেভাবে পার, এদের চাষবাসে তৈরি কর।''

জমিদারের হাতে ত্রিশূল দিয়ে ওকে পাথর তোলার কাজে নামিয়ে দিল। সে কিছুতেই যাবে না। এরাও ছাড়বে না। শেষবেলা মারের ভয়ে নিরুপায় হয়েই জমিদার মাঠে নামলেন। জমিদার দেখছেন, হাজার হাজার লোক কি পরিশ্রম করছে। শিব নিজে পাথর কাটছেন। চার ফুট, পাঁচ ফুট সব পাথর তুলে তুলে একজায়গায় স্তূপাকার করা হতে লাগলো, যেন আরেকটা পাহাড় হয়ে গেল। অনেক জমি বেড়িয়ে গেল। জমিদার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, এইরকম পরিশ্রম করতে হয়। ঐরকম পাথুরে জমিতে কোনদিনই চাষবাস করা হতো না। লাঠিয়ালরাও দেখলো। তারা অবাক হয়ে গেল। বললো ''অপরাধ করেছি।''

শিব নিজে পাথর কাটছেন। চার ফুট, পাঁচ ফুট সব পাথর তুলে তুলে একজায়গায় স্তূপাকার করা হতে লালো, যেন আরেকটা পাহাড় হয়ে গেল।

তারপরে জমিদারকে ছেড়ে দেওয়া হল, 'যাও বাড়ী যাও।' লাঠিয়ালদেরও চাষীভাইরা ছেড়ে দিল।

এইভাবে শিব চাষীদের নিয়ে কয়েকহাজার বিঘা জমি উদ্ধার করলেন। উদ্ধার করে চাষ করা শুরু করলেন। সব চাষীভাইরা মিলে চাষ করলো। প্রচুর শস্য ফললো। শস্যে ভরে গেল।

তখন শিব কিছু সাঙ্গপাঙ্গ পাঠিয়ে জমিদারকে আসতে বললেন তাঁর কাছে। জমিদার এলে বললেন, ''তোমার যে পর্যন্ত জমি, তোমাকে দিলাম। তুমি নিয়ে নাও তোমার সব জমি।''

জমিদার ঃ- তুমি জমি আমাকে দিয়ে দিলে?

শিব ঃ- দিলাম। এই জমি তুমি কোনদিনও কাজে লাগাতে পারতে না। লাঠিয়াল নিয়ে তুমি চাষীদের মারতে এসেছিলে। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে জমিগুলোকে খালাস করা। খালাস করে দেবার, সকলের সেবা করার, কাজ করার অধিকার আমাদের আছে; নেবার অধিকার নাই। যেমন প্র্যাক্‌টিশিয়ান থাকে, উকিল, মোক্তার থাকে তারাও তো খালাস করে। গোড়া থেকে খালাস করাই তো দরকার। যে পাথুরে জমি সৃষ্টি হয়েছে, যে ত্রুটি রয়েছে, সেই ত্রুটিগুলি আমরা খালাস করছি। খালাস করে দেওয়াই আমার ধর্ম। তোমার জমি তুমি নিয়ে নাও।

জমিদার ঃ- তোমরা?

শিব ঃ- আর তো আমাদের এখানে কোন অধিকার নাই। আগেই বলেছি, কাজ করার অধিকার, খালাস করে দেবার অধিকার আমাদের। নেওয়ার অধিকার আমাদের নাই।

জমিদার ঃ- আমি যদি দেই?

শিব ঃ- দিলে আমি নেব না কেন?

জমিদার ঃ- কত পরিশ্রম করেছো, আমি দেখে অবাক হয়ে গেছি। অর্ধেক কেন, আমি ১২ আনা জমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ভাবতে পারিনি। আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। আজ সেটা পরিবর্তন হল।

এইভাবে সমস্ত দেশে চাষ আবাদের বুদ্ধি এল। সব চাষীদের তিনি (শিব) ছিলেন নেতা। সব কর্মীদের, শ্রমিকদের তিনি ছিলেন নেতা। তিনি কাজ করতেন। কিন্তু সেই অর্থে তাঁর পরিবারকে চালাতেন না। তিনি চাষ আবাদের কাজ করে যেতেন। কিন্তু বলতেন, আমি এখান থেকে কোন কিছু গ্রহণ করবো না। তাঁর বাড়ীঘর ঝড়ে পড়ে গেল। তিনি শ্মশানে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। শ্মশানে কারও কোন দাবী দাওয়া নেই, কারও কোন বক্তব্য নেই। একহাত, দুইহাত জমি নিয়ে কারও কোন মারামারি নেই, দখল করলে কোন হিংসা নেই। তিনি সেইভাবেই পার্বতীকে নিয়ে সেখানে বাস করতে আরম্ভ করলেন।

সব চাষীদের তিনি (শিব) ছিলেন নেতা। সব কর্মীদের, শ্রমিকদের তিনি ছিলেন নেতা।

আত্মীয়রা এমনি সেখানে (শ্মশানে) কেউ যায় না। কোন পরিবার সখে সেখানে যায় না। একদিনই যায়। যেদিন যায়, সেদিন আর কারও কিছু বক্তব্য থাকে না। শ্মশানের ঘর, কয়েকটা আল্‌গা ঘর, পোড়ো বাড়ী। সেখানে গিয়ে শিব বাস করতে লাগলেন। পরণে ঠিকমত বস্ত্র নেই, মুখে অন্ন নেই। পার্বতী সাথেই আছেন, যাঁর নাম অন্নপূর্ণা।

শ্মশানে ভিড় করে সবাই যখন আসে, ঐখানেই বসে থাকেন। শ্মশানের কাপড়-চোপড় ফেলে দেয় যেসব, নিজের হাতে ধুয়ে নেন। শ্মশানে প্রেতের পিন্ডদানের জন্য যে চরু রান্না হয়, ঐটা মালসায় যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, শিব সেটুকু নেন। স্বামী-স্ত্রী তা দিয়েই চলে। প্রেতাত্মা বিদেহীকে চরু দেয়। বাকী টুকুনু যা থাকে, অনেকে পাগলকে দিয়ে দেয়।

শ্মশানের কাপড়-চোপড় ফেলে দেয় যেসব, নিজের হাতে ধুয়ে নেন। শ্মশানে প্রেতের পিন্ডদানের জন্য যে চরু রান্না হয়, ঐটা মালসায় যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, শিব সেটুকু নেন।

পার্বতী আগে যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখানে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন করতে এসেছে। গিয়ে দেখে ঐ বাড়ী ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। খুঁজতে খুঁজতে ঘুরতে ঘুরতে তারা শ্মশানে এসে উপস্থিত। পোড়ো বাড়ী, শ্মশানের কাছেই। সেখানেই নেমন্তন্ন করলেন, মা ঠাইরেন, আপনাদের যেতে বলেছে, বিশেষ করে। মায়ের মন তো।

পার্বতী ঃ- আমি কি করে যাই? আমি গেলে তো গোবর ছিটা দেয়।

বাপের বাড়ীর লোকেরা ঃ- না, আপনাদের দুজনতেই যেতে বলেছে।

পার্বতী ঃ- আমি যদিও যাই, কিন্তু উনি গেলে আমার স্বামীকে দেখে যদি গোবর ছিটা দেয়, আমার চোখে পড়লে সেটা সহ্যের বাইরে হয়ে যাবে।

পার্বতী শিবকে, জানালেন, স্বামীকে জানালেন সব কথা।

শিব বললেন, হ্যাঁ যাও। ক'দিন পরে যেতে হবে?

পার্বতী ঃ- পাঁচ - ছ'দিন পরে।

তখন আগে তাঁরা যে বাড়ীতে ছিলেন, একটু ঠিকঠাক করে ঐ বাড়ীতে চলে গেলেন।

শিব বললেন, 'তোমার আত্মীয়স্বজন আসবে মাঝে মাঝে', ঐ বাড়ীতে চল।'

পার্বতী বাপের বাড়ীতে যাওয়ার আরও পাঁচদিন বাকী আছে।

শিব শ্মশানে বসে আছেন। সেখানে মরদেহ নিয়ে যারা আসে, তাদের মধ্যে একজন লালপাড় শাড়ী পরা ছিল। ঐটা ছেড়ে দিল। শিব শাড়ীখানা ভাল করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে শুকিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে গিয়ে বলছে, 'পার্বতী তোমার জন্য একটা সুন্দর জিনিস এনেছি।'

পার্বতী ঃ- কি এনেছ?

শিব ঃ- দেখ, কি সুন্দর শাড়ী এনেছি। তোমাকে খুব সুন্দর মানাবে।

ভিক্ষা যেমন নেয় হাত বাড়িয়ে, পার্বতী মহা আনন্দে গ্রহণ করলেন শিবের মহাদান। প্রভু, এ যে কতবড় আশীর্বাদ। জীবন আমার ধন্য হল। আমি কত যে তৃপ্তি পেয়েছি। লক্ষ টাকার পোষাক দিলেও আমার কাছে সেটা দীন নগণ্য। তুমি নিজহাতে নিয়ে এসেছ, নিজে আমাকে পরতে বলেছ। তুমি এটা পরতে বলেছ, আমি এটা পরেই যাব।

পার্বতী যাচ্ছেন বাপের বাড়ীতে। লোক দিয়ে পাঠালেন। ঐ লালপাড় শাড়ী পরে আছেন তিনি। যাওয়ার সময় শিব বললেন, দাঁড়াও, হাতে তো কিছু পরে গেলে না। তোমার মা বাবা সবাই তো দেখবে। ছাই দিয়ে পার্বতীর হাতে শিব নিজে এঁকে দিলেন, পরিয়ে দিলেন গহনা।

তাদের মধ্যে একজন লালপাড় শাড়ী পরা ছিল। ঐটা ছেড়ে দিল। শিব শাড়ীখানা ভাল করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে শুকিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে গিয়ে বলছে, 'পার্বতী তোমার জন্য একটা সুন্দর জিনিস এনেছি।

পার্বতী চোখের জল ফেলছে আর বলছে, আমার স্বামী ছাই এবং সোনা একচক্ষে দেখছেন। এই ছাই-এর গয়না পরে গেলেও সবাই খুশী হবে। সোনা পরে গেলেও তাকিয়ে থাকতো। ছাই পরে গেলেও তাকিয়ে থাকবে। দুটো তিনি সমান চোখে দেখলেন। আমি খুব খুশী হলাম। খুব আনন্দ পেলাম। এইভাবেই তিনি ঢুকলেন বাপের বাড়ী। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সব বোনেরা ছুটে আসলো। ছয় সাত বোন সবাই ছুটে এসেছে।

পার্বতী বলছে, ''বাবার সাথে দেখা করে আসি?'' মা বলছেন, এখন যাবার দরকার নেই। বোনেরা সব টিটকারি দিচ্ছে, 'এত দামী দামী অলঙ্কার কোথায় পেলি?' ছয়, সাত বোন সবাই বলছে, এত দামী দামী গহনা তুমি কোথায় পেলে? ওরা কি দেখতে পাচ্ছে, ওরাই জানে।

পার্বতী ঃ- কোথায় দামী গহনা পরলাম? আমি তো দামী কিছু পরিনি।

বোনেরা ঃ- এই যে, হাতে এত সুন্দর সুন্দর গহনা?

পার্বতী ঃ- জানি না, তোমরা কি দেখছো, আমি কিন্তু কোন সুন্দর গহনা পরিনি।

বোনেরা ঃ- ও বাবা, ঐ বিদ্যাও (চুরিবিদ্যাও) আবার আছে নাকি?

পার্বতী ঃ- প্রভু দিলেন ছাই। ছাই দিয়ে গহনা করলেন। কই, আমি তো কোন গহনা দেখতে পাচ্ছি না। প্রভু পরিয়ে দিয়েছেন আমায় গহনা। ওরা অপবাদ দিচ্ছে। পার্বতী মুছে ফেললো।

মুছলে কি আর মোছা হয়ে যায়? ওরা দেখতে পাচ্ছে।

পার্বতী ঘুরে বসলেন। তাঁর মন খারাপ। স্বামীর সম্বন্ধে বলেছে, ঐ বিদ্যাও আছে নাকি? কিছুই পরলো না, সাজলো না, গুজলো না, তবু বলে ঐ বিদ্যাও আছে নাকি?

প্রভু দিলেন ছাই, ছাই দিয়ে গহনা করলেন। কই, আমি তো কোন গহনা দেখতে পাচ্ছি না। প্রভু পরিয়ে দিয়েছেন আমায় গহনা। ওরা অপবাদ দিচ্ছে। পার্বতী মুছে ফেললো।

মা ব্যস্ত হয়ে বোনেদের বকছে, কেন পার্বতীকে কথা শোনালি?

বোনেরা ঃ- বলবো না? এত দামী দামী গহনা কোথায় পেল?

মা ঃ- ও বলছে, আমি কোন গহনা পরিনি, কোন গহনা হাতে দিইনি, তবু তোরা বলছিস্?

বোনেরা ঃ- আমরা দেখলাম, গহনা পরে আছে।

মা ঃ- পার্বতী কি মিথ্যা কথা বলছে? ও বলছে, গহনা পরিনি। তোরা ভুল দেখেছিস্।

বোনেরা ঃ- আমরা সবাই ভুল দেখবো?

মা ঃ- ও (পার্বতী) তো বললো, আমি কোন গহনা পরে আসিনি। হাত বার করে বললো, আমি কোন গহনা পরিনি।

-- শব্দ পেয়েছ?

ওরা নাকি শব্দ পেয়েছে।

যাইহোক, গহনা পরে সুনাম অর্জন করতে পারলো না পার্বতী। বাপের বাড়ী থেকে চলে আসতে চাইলো।

এদিকে বাড়ীতে চার পাঁচদিন শিবের খাওয়ার কিছু নেই। বাড়ীতে খাবার নেই। শিব অন্য বাড়ীর উপর দিয়ে যাচ্ছেন। যদি কেউ কিছু দেয় খাবার। ক্ষুধা লাগলে দেবার নিয়ম আছে। যদি কেউ দু'মুঠো দেয়। আপন ভোলা তো। সবাই খেয়ে যদি একমুঠো করেও দেয়, তবে পাঁচ বাড়ীতে দিলে তাঁর খাওয়াটা হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যে বাড়ীর উপর দিয়ে হেঁটে যান, সবাই গোবর ছিটা দিচ্ছে। এরকম চার-পাঁচ বাড়ীতে গোবর ছিটা দিয়েছে। এক বাড়ীতে গোবর জল গায়ে ঢেলে দিয়েছে। খাওয়া তো কিছু পেলেনই না। উপরন্তু গোবর ছিটা দিল। গোবর জল গায়ে দিয়ে দিল।

শিব ঃ- আমাকে গোবর ছিটা দিচ্ছ কেন? আমি কি করেছি?

গৃহকর্তা ঃ- দেব না? আবার কথা বল?

শিব বাড়ীতে চলে এলেন।

দেবর্ষি আনতে গেছেন পার্বতীকে। সেখানে দেখেন, পার্বতীর চোখে জল।

দেবর্ষি ঃ- কি হয়েছে মা? কেন তোমার চোখে জল?

পার্বতী ঃ- তোমার বাবাকে ওরা যা খুশী তাই বলেছে। ঐ বিদ্যাও (চুরিবিদ্যাও) আছে নাকি?

দেবর্ষি ঃ- কে বলেছে?

পার্বতী ঃ- বলেছে, বোনেরা বলেছে।

দেবর্ষি ঃ- ঠাট্টা করেছে।

পার্বতী ঃ- ঠাট্টা? এইরকম ঠাট্টা তো ঠিক নয়।

দেবর্ষি ঃ- ঠিক আছে, মা তুমি চল। বাবা না খেয়ে আছেন। কষ্ট করছেন। গায়ে দেখেছি, গোবরের ছিটা।

পার্বতী ঃ- গোবরের ছিটা? কোথায় গিয়েছিলেন? পার্বতী মাকে প্রণাম করে রাগ করে চলে এলেন বাপের বাড়ী থেকে। বাড়ীতে এসে দেখেন, প্রভু বিশ্রাম করছেন।

এই ফাঁকে পার্বতী কি করবেন? কোথা থেকে অন্ন জোগাড় করবেন? কিছু সিদ্ধ করে যে, প্রভুর সামনে দেবেন, কিভাবে দেবেন? ছুটে গেলেন এক বাড়ীতে। আমাকে কিছু চাল দেবার ব্যবস্থা করুন। আমার স্বামী না খেয়ে আছেন তিন চার দিন। কেউ দিল না কিছু।

ভোলানাথ সবই বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, ভালই হয়েছে। আমি একটু যাই, দেখি খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি কি না। এক তীর্থে কয়েকশত সাধু বসে আছে কাপড় বিছিয়ে। সবাই বসে আছে। তীর্থে যাবার সময় সবাই কেউ চাল, কেউ পয়সা, কেউ তরকারি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। প্রভু বসার

কত আর দেওয়া যায়? শিবের কাছে যখন গেছে, চাল ফুরিয়ে গেছে। আবার কিছু দেবে না, তাও হয় না। প্রভু যেখানে বসেছেন, একমুঠো বালি দিয়ে দিল।

জায়গা পাননি। একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে বসেছেন। সবাই আগে থেকেই যার যার ভাল জায়গায় দিয়ে বসে পরেছে। দিতে দিতে সবাই সেইভাবেই যাচ্ছে। কত আর দেওয়া যায়? শিবের কাছে যখন গেছে, চাল ফুরিয়ে গেছে। আবার কিছু দেবে না, তাও হয় না। প্রভু যেখানে বসেছেন, একমুঠো বালি দিয়ে দিল। একেবারে শেষে তো। যেই আসছে, একমুঠো বালি, না হয় ইটের টুকরা, না হয় ভাঙা পাথর, কিছু একটা দিয়ে যাচ্ছে। শেষবেলা গিয়ে কারও কাছে কিছু থাকে না। আগেই সব বিতরণ হয়ে যাচ্ছে। শেষবেলা সব বিতরণ হয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড় একটা বোঝা হয়েছে। এবার পার্বতীকে দেখাতে হবে। দেখ, কত দিয়েছে। শিব এক পোঁটলা বাঁধলেন। পোঁটলা বেঁধে নিয়ে চললেন। বাড়ীর অনেক দূর থেকেই ডাকতে শুরু করেছেন, পার্বতী, পার্বতী।

পার্বতী ঃ- কি? কি হয়েছে? এগিয়ে এলেন হাসতে হাসতে।

শিব ঃ- নিয়ে এসেছি, দেখ। এবার তুমি আমাকে আরও বেশী ভালবাসবে। শিশুর মন। সদানন্দে যিনি বিরাজ করেন, যিনি সদাশিব, আশুতোষ, যিনি অল্পতেই তুষ্ট, তিনি বললেন, পার্বতী, এই নাও।

পার্বতী ঃ- (হাসিমুখে) ওরে বাবা। অতদূর থেকে কত কষ্ট করে কি নিয়ে এসেছ? পার্বতী বাসনটাসন মেজে, হাঁড়িতে জল দিয়ে একেবারে রেডি করেছে। উনুনে আঁচটা দিয়েই ভাত বসিয়ে দেবে। তার আগে চালটা ধুতে হবে তো। কত খুশী, হাসিমুখ। এবার যদি প্রভুকে দুটো সিদ্ধ করে দিতে পারি। খুব আনন্দ। পোঁটলা খুলছে।

শিব বলছেন, পার্বতী আমি স্নান করতে যাচ্ছি। কতদিন অন্ন পরেনি পেটে।

পার্বতী ঃ- তুমি স্নান করতে যাও, প্রভু। আমি এদিকে ব্যবস্থা করছি।

পার্বতী আস্তে করে পোঁটলাটা খুলছে। খুলে দেখে, দুনিয়ার আবর্জনা। ইটা, বালি, কাগজ, পাথরের টুকরা -- যা আছে, ছাতা, মাথা সব।

একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে পার্বতী। এখন আমি কি করি? প্রভুতো স্নান করতে গেছে। এখন আমি কি দেব? এটাও যদি বা জানে যে, তাঁর কপালে এটুকুই দিয়ে গেছে, তাই বা আমি কি করে বলবো? পার্বতী একেবারে অস্থির হয়ে পড়ছে।

শিব ডাকছেন, 'দেবর্ষি, চল স্নান করি। অনেকদিন পরে আজ পেট ভরে খেতে পারবে।'

দেবর্ষিও গেছে স্নান করতে। প্রভুর সাথে সাথে সেও স্নান করতে গেছে। শিব ডাকছেন, 'দেবর্ষি, চল স্নান করি। অনেকদিন পরে আজ পেট ভরে খেতে পারবে।'

তখন শিব গিয়ে বসছেন, পার্বতী কত বাকী?' জবাব নেই।

একটু দেরী তো হবেই। দেবর্ষিকে ডাকলেন, সব ঘটনা বললেন।

দেবর্ষি ঃ- এই অবস্থা। রাখো, আমি যাচ্ছি। এক জায়গায় গেল। হাতে তার যন্ত্র ছিল। সেখানে এক বাড়ীতে যন্ত্রটা দিয়ে চাল নিয়ে এল।

দেশের জমিদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। চাষীদের জমি ওরা কেড়ে নেবে। চাষীদের ওরা বঞ্চিত করবে। শেষবেলা সব কিছু দখল করে বসবে। এই জমিদারী প্রথা থাকবে না। তারজন্য সবাই শিবকে যেতে বলেছে। শিব সেখানে গেলেন। হাজার হাজার চাষীভাইরা দাঁড়িয়ে আছে। শিব বললেন, এইভাবে যখন ওরা (জমিদাররা) অত্যাচার শুরু করেছে চারিদিক থেকে, কোন জমিদারকে জমিতে ভিড়তে দেবে না। এই জমি তোমাদের। যারা চাষ করবে, তাদের জমি। ওদের পাওনা, কিছু খাবার।

শিব বললেন, এইভাবে যখন ওরা (জমিদাররা) অত্যাচার শুরু করেছে চারিদিক থেকে, কোন জমিদারকে জমিতে ভিড়তে দেবে না। এই জমি তোমাদের। যারা চাষ করবে, তাদের জমি।

সেটা পাঠিয়ে দেবে। ইহা ছাড়া জমি হাতছাড়া করবে না। তোমরা সমান অধিকার নিয়ে কাজ চালিয়ে যাও। বন্টন পরে প্রয়োজনবোধে হবে। তোমরা কাজ চালিয়ে যাও।

শিবের উপর যে কত অত্যাচার হয়েছিল, কত অবিচার হয়েছিল, এইটা দেখিয়ে দিলে, সেইটা জানলে সবাই অবাক হয়ে যাবে। আজকের দিনে সেই শিব দেবের দেব মহাদেব। সমস্ত দেবতাদের চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি যে কি কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, চিন্তা করা যায় না। তিনি সাধনা করেছিলেন। এই সাম্যবাদ তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমস্ত দেশের যাবতীয় জমিজমা, যার যা কিছু আছে, সেসবের মালিকানা প্রত্যেকেই সমানভাবে পাবে। প্রত্যেকেই জমির মালিকানা পাবে। জমিদারদের কাছে ঘেঁষতেই দেওয়া হবে না। এইভাবেই তিনি জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন, 'ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তোমরা বঞ্চিত। ন্যায্য প্রাপ্যের দাবী করাটা অপরাধ নয়।' জনগণকে তিনি এই মহামন্ত্র দান করলেন, যার যা ন্যায্য প্রাপ্য তার থেকে বঞ্চিত হয়ে চলে যাওয়াটাই অপরাধ। সেটাকেই ন্যায্যভাবে দাবী করে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করাই হল তোমাদের ধর্ম। সেই শিক্ষাই তিনি দেশবাসীকে দিলেন। সকলের জন্য সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। তিনি বললেন, ''যেটা আমি সৃষ্টি করবো, সেটা আমি গ্রহণ করবো না। সকলের মাধ্যমে যেটা সৃষ্টি হবে, সেটা কিছু কিছু গ্রহণ করবো।'' তিনি নিজেই এটা একটা ঠিক করে নিলেন।

এই সম্যবাদ তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমস্ত দেশের যাবতীয় জমিজমা, যার যা কিছু আছে, সেসবের মালিকানা প্রত্যেকেই সমানভাবে পাবে। প্রত্যেকেই জমির মালিকানা পাবে।

শিব আরও বললেন, ''আমি যদি কিছু করে গ্রহণ করি, গ্রহণের (নেবার) মাত্রাটা যদি ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করে, তাহলে আরও বাড়াবে সবাই। তারা মনে করবে, আমি করছি বলে আমি ভাগ বসাচ্ছি। আমি ভাগ বসাতে রাজী নই। আমার ভাগটা সবাই সমানভাবে নেবে। যে কাজ করবে, ভাগীদারের বুদ্ধিতে, সে যেন কাজ না করে।'' সেই শিক্ষাটা দেবার জন্যই একমুঠো চালও তিনি নেবেন না।

সবাই ধরেছে, কেন তুমি নেবে না?

তিনি নিলে কোন আপত্তি ছিল না। না নিয়ে সেটাই তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি বলতেন, ''তোমরা নেবে, ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে নেবে''। কাজটা যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়, সেই শিক্ষাই তিনি সবাইকে দিয়ে গেছেন। যেটা আজ আর দেখা যায় না। এখন যেই নেতা হয়, দুই পকেটের জায়গায় দশ পকেট হয়ে যায়।

তখনকার সময়ে যিনি নেতা হতেন, তাঁর যদি একটা পকেট থাকে, সেই পকেট সেলাই করে দিয়ে কাজ করতেন। সেই ত্যাগের মন্ত্রটাই তিনি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তিনি (শিব) বলতেন, আমি এমন জিনিস ভালবাসবো, তার যেন কোন দাবীদার না থাকে। তিনি বেল ভালবাসতেন। দেখো তো, বেল কোন ভদ্র সমাজে বা অতিথি আপ্যায়নে দেওয়া যায় কি না? একটা করে আপেল দেওয়া যায়। কিন্তু একটা করে বেল দিতে গেলে বলবে, 'ঠাট্টা করছেন?'

সুন্দর সুগন্ধি গোলাপ ফূল মানুষ মানুষের হাতে দেয়। কিন্তু ধুতুরা ফুল কেউ কারও হাতে দেয়? শিয়াল যেখানে প্রস্রাব করে, সেইসব জায়গায় ধুতুরা ফুল ফোটে। আবার ধুতুরা গোটাও তাঁর প্রিয়।

পোষাক

এমন পোষাক তিনি গ্রহণ করলেন, যেই পোষাকের জন্য কারও কোন দাবী দাওয়া নাই। সেই পোষাক কেউ চায় না, দেখলেও তাকায় না। ইহা ছাড়া অন্য যেকোন পোষাকে তুমি হাত দিবা বা যে কোন খাদ্যে হাত দিবা, সেটি পাবার ইচ্ছা অন্যের মনে থাকতেই পারে। না পেয়ে

মনঃকষ্টও হতে পারে। শিব বলতেন, আমার কোন জিনিস দেখে, আরেকজন যেন বলতে না পারে যে, আমার (সেই ব্যক্তির) অর্থ নাই। আমি অমুক জিনিসটা আমার বালবাচ্চাকে দিতে পারলাম না।

তুমি বড় কোন বাজারে গিয়া, জিনিস কিনলা। তোমার পাশ দিয়া আরেকজন গেল। 'আমি তো কিনতে পারলাম না,' মনে মনে সে তার মনোবেদনার কথা বলতে বলতে গেল।

যে জিনিসে অন্যের আকাঙ্খা আছে, সেই জিনিস আমি (শিব) গ্রহণ করতে পারবো না। তাই তিনি এমন পোষাক নিলেন। তিনি গায়ে মাখলেন ছাই। পোষাক নিলেন শ্মশানের মরার কাপড়। আমাদের এখানে কেউ পরবে না। মরার কাপড় কেউ নেবে না। ওর (মরার কাপড়) এমন অবস্থা কেউ চাইবে না। এব্যাপারে কারও কোন চাহিদা নাই। যদি বেনারসীও থাকে মরার, সেটা ফেলে দেবে কিন্তু কেউ ছোঁবে না।

কেউ বলবে, 'এইটা পইরা বিয়া বাড়ীতে যাই,' শাড়ীটা কেউ পরবে?

এমনি দামী বেনারসী পরে বিয়ে বাড়ীতে যাবে। সবাই ভাল বলতাছে। আরেকজন মনে করলো, ও (মেয়েটি) এত দামী বেনারসী পরছে। ওর সঙ্গে আমি যাব না। লোকে মনে করবে, আমার (আরেকটি মেয়ের) কিছু নাই। আমার বাবায় আমারে কিছু দিতে পারে না। কিন্তু ঐ মরার বেনারসীর উপর কারও কোন লোভ নাই, দয়া মায়া নাই। সবাই বলবে মরার কাপড়? এরাম এরাম থুঃ। একটা লালপাড় শাড়ী পরে বিয়ে বাড়ী যাবে। কিন্তু মরার কাপড় পরার কথা চিন্তাও করবে না। তবে কি এগুলো সংস্কার?

তিনি (শিব) শিখিয়ে দিয়ে যেতে চাইছেন দেশবাসীকে, তোমরা এমন কাজ করবে, যে কাজের উপরে কারও কিছু বলার থাকবে না।

তারা এমনভাবে সব আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে যে, কারও কোন জমিজমা বা কোন কিছুর উপরই ব্যক্তিগত মালিকানা রাখতে দিচ্ছে না। কিন্তু দিয়া যাইতেছে। ভাগের সময় এই বাড়ীতে আটজন, আটজনের যতটা লাগে, ততটাই দিয়া যাইতেছে।

ত্যাগের মাধ্যমে তোমরা কাজ করে যাবে। এই যে গায়ে গোবর ছিটা দিত, তাঁর (শিবের) মনে কোন দাগ কাটতো না। তারপর গ্রামের কিছু পন্ডিত ব্যক্তি দেখে যে, শিবের fallowers (অনুগামীরা) চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের জ্বালায় যন্ত্রণায় টেকা দায় হয়ে পড়েছে সমাজে। তারা এমনভাবে সব আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে যে কারও কোন জমিজমা বা কোন কিছুর উপরই ব্যক্তিগত মালিকানা রাখতে দিচ্ছে না। কিন্তু দিয়া যাইতেছে। ভাগের সময় এই বাড়ীতে আটজন, আটজনের যতটা লাগে, ততটাই দিয়া যাইতেছে। তারা (বাড়ীর লোকেরা) এই কথা বলতে পারবে না যে, আমরা পাইনি বা আমাদের দেয়নি। ভোগের জন্য দেয়নি। কিন্তু ভাগের সময় যতটুকু যার প্রয়োজন, সমানভাবে distribute করে যাচ্ছে। তাদের (আন্দোলনকারীদের) কথা হল, যতটুকু যার প্রয়োজন, ততটুকই গ্রহণ করবে। তার অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে না বা distribute করা যাবে না। এর ফলে ঐসব পন্ডিত ব্যক্তিরা ও অন্যান্যরা কেউ কিছু এদিক ওদিক করতে পারতেছে না। ঐ চালটা, তরকারিটা নিজের জন্য নিতে হলে সেটা আবার সেইভাবে অন্যত্র নিয়ে তাদের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে হবে।

জীবজন্তু, পশুপাখীদের জন্য পর্যন্ত খাদ্যের ব্যবস্থা থাকতো। ওরাও তো আমাদেরই মতো প্রাণী, ক্ষুধায় কাতর। ওদের জন্যও বাবস্থা করতে হবে। জীবজন্তুরা, পশুরা শিবের কাছে আসতো। সাপ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি তাঁর কাছে কেন ছুটে আসতো? তাঁর ব্যবহারে, আচরণে, ওঁর ত্যাগ স্বীকারে তারা (পশুরা) বুঝেছিল, ঐ একটি ব্যক্তি যাঁর কাছে গেলে আমরা নিশ্চিন্ত। সাধারণ পুকুরের পোষা মাছ হাতের থেকে মুড়ি খেয়ে যায় এই হিংস্রজগতেও। এই বৃত্তি, এই হিংসাবৃত্তির দুনিয়াতেও মাছ হাতের থেকে মুড়ি খেয়ে যায়। এর থেকেই বুঝে নাও, কিরকম ছিল সেইসময়ে দেশ। সমস্ত জন্তুজানোয়ার ছিল তাঁর পোষা। সবাই এসে খাবার খেয়ে নিত।

শিব কাজটা করতেন সাধারণের মত। তিনি যে দেহ নিয়ে ছিলেন, সাধারণভাবে কাজ করতেন, সভা করতেন, দেশবাসীকে সব জানিয়ে দিতেন। কিভাবে সমাজে শিক্ষার ব্যবস্থাটা করা যায়, সেটা তিনি সবার মাঝে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। কোন দৈবশক্তি দিয়ে সমাজকে ঠিক করার ব্যবস্থা ছিল না। কর্মশক্তির ভিতর দিয়েই তিনি সব করেছিলেন।

তিনি বনের মানুষ ছিলেন। বনেই ছিল তাঁর বিরাজ। পার্বতীর হাতের গহনাগুলি তাঁর বোনেরা দেখছে সোনার। তিনি কি উদ্দেশ্যে হাতে গহনাগুলি এঁকে দিয়েছিলেন সেটা তো জানা নেই। কিন্তু গহনাগুলি যাদের চোখে পড়েছে, তারা অবাক হয়ে গেছে। তিনি বনের মানুষ ছিলেন তো; কোন ফুলের রস, কোন্ পাতার রস, কি দিয়েছেন কে জানে। তাতে কিরকম dazzle হচ্ছে, ওরা তাতে কি দেখছে, ওরাই জানে। তাঁর স্পর্শে কি না হতে পারে। সুতরাং সেটা আমরা দেখতে চাই না। পার্বতী বলছে, 'আমার হাতে কিছুই নেই।' সে সত্য কথাই বলেছে।

শিব কাজটা করতেন সাধারণের মত। তিনি যে দেহ নিয়ে ছিলেন, সাধারণভাবে কাজ করতেন, সভা করতেন, দেশবাসীকে সব জানিয়ে দিতেন। কিভাবে সমাজে শিক্ষার ব্যবস্থাটা করা যায়, সেটা তিনি সবার মাঝে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শিব চারিদিকে এইভাবে সমাজ সংস্কার করলেন। শিক্ষাকেন্দ্র করলেন। সবাইকে শিখাবার ব্যবস্থা করলেন। চাষ আর জলের ব্যবস্থার উপর তিনি বেশী নজর দিয়েছিলেন। খুব জল টানতেন তো। সেইজন্য শিবের মাথায় জল দেয়। তাঁর মাথায় জল দিলেই সব ঠান্ডা। তাঁর নীতিতে সমাজ কল্যাণে জাতিভেদ ছিল না। তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে জল দেবে না। পাথরে জল দাও, জমিতে জল দাও।' জল দিয়ে দিয়ে মাটিগুলো নরম করতো, পাথর তুলে নিত। হাতীগুলো খুব সাহায্য করেছিল শিবকে। কিরকম ভালবাসতো তাঁকে। হাতীরা তাঁর সাথে কথা বলতো। তিনি বনের সব জীবজন্তুদের সাথে খুব ভাল কথা বলতে পারতেন। তাঁর কথায় তারা সাড়া দিত। তাঁর কথা সবাই

তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে জল দেবে না। পাথরে জল দাও, জমিতে জল দাও।'

বুঝতো। তিনি বললেন, 'জল নাই, তোমরা জল আন'। সব হাতী জমা হয়ে গেল। শত শত হাতী ছুটে এল জল নিয়ে। চাষবাসের জল হাতীই ছিটাল। বোঝাই করে জল নিয়ে এল। সব ক্ষেত ভিজিয়ে দিল। কারণ ওদেরও খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। তিনি ওদের বলতেন, 'তোরা খাবি। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু খাবি'। ঠিক পেট ভরে গেছে। তিনি বললেন, 'যাও'।

ওরা চলে যেত সব। পেট না ভরা পর্যন্ত খেতে পারবে। কোন জিনিস নষ্ট করতে পারবে না। তাদের (বনের পশুদের) সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছিল। তারা সেই শিক্ষাই পেয়েছিল।

শিবকে সবাই ছোট করেছে এইখানে, তাঁকে এইভাবে পুজো করে। তাঁকে বড় করে তুলতে পারেনি। শিবের আদর্শকে তুলে ধরাই হল সবচেয়ে বড় কথা। আদর্শটাই সবচেয়ে বড়। সেইজন্যই তিনি বলেছেন, আমি কেন পোড়ো বাড়ীতে যাচ্ছি? আমি কি দালান করতে পারতাম না? আমি কি ভাল ঘর বানাতে পারতাম না? আমি ভালভাবেই থাকতে পারতাম। তবে কেন আমি পোড়োবাড়ীতে এসে রয়েছি? সব জায়গায় জমি নিয়ে মারামারি, খাওয়া খাওয়ি। আমি যেখানে আছি, সেখানে তার দখল নিয়ে তো কেউ মারামারি করে না। এর উপরে কারও কোন দাবী দাওয়া নাই, স্বার্থও নাই। ওখানে গেলে স্নান করতে হয়। ২৫/৩০ বছর আগেও dead-body (মৃতদেহ) দেখলে স্নান করতো। রাস্তায় dead-body দেখেছে, বাড়ীতে গিয়ে স্নান টান করে নিল। এই হল সেই দেশ। আর শ্মশানে গিয়ে পাড়া দেবে? আরে সর্বনাশ। আর শিবশম্ভু সেই জায়গাকেই বসবাস করার জন্য বেছে নিয়েছেন।

সব জায়গায় জমি নিয়ে মারামারি, খাওয়া খাওয়ি। আমি যেখানে আছি, সেখানে তার দখল নিয়ে তো কেউ মারামারি করে না। এর পরে কারও কোন দাবী দাওয়া নাই, স্বার্থও নাই।

ত্যাগের একটা মহান দৃষ্টান্ত শিব। আর কোন দেবতার কথা বলা যায় না। এটা তাঁর (শিবের) show ছিল না। তিনি নিজেকে এভাবে গড়ে নিয়েছেন। তিনি বাইরে যেমন তৈরি করেছেন, ভিতরেও নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন। ভিতরে তৈরি না করলে কি বাইরে করা সম্ভব? জনগণের

যা ন্যায্য দাবী, ন্যায্য প্রাপ্য, তা পাবার জন্য তিনি fight করেছেন। তিনি straight বলে দিতেন, 'এইভাবে এইভাবে কাজ করবে।' সব জমি সাফ হয়ে গেল। শিব একেবারে ভারতের সর্বত্র দখল করে ফেললেন। সারা ভারতবর্ষে শিবের প্রভাব নাই, এমন কোন স্থান নাই। মুসলমানরা যেখানে আছেন, তারাও শিবকে ভালবাসেন। মক্কায় শিবরে (শিবকে) আট্‌কাইয়া রাখছে। সেখানেও শিব। শিব ছাড়া চলবে না। তাঁর ক্ষমতাও ছিল অসীম। ক্ষমতা তিনি এমনি কখনও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তাঁর (শিবের) ক্ষমতার আপনি স্ফূরণ হতো।

দেশের যত জমিদার টমিদার সবার বাড়ীতে বাড়ীতে ঠিক সময়ে খাওয়াটা পৌঁছে দেওয়া হতো। জমিতে যখন যা ফসল ফলতো, ঠিক সময়ে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে যেত। বলার কিছু নেই। এমনকি বাড়ীতে ছাগল, পাঁঠা, হাতী যা ছিল, তাদের পর্যন্ত খাওয়ানোর জন্য যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকুই দেওয়া হত। এতটুকু কম হতো না। কারও কোন বক্তব্য ছিল না। ফুটানি করতে পারতো না। কিন্তু খাদ্যের কোন অভাব ছিল না। উপায় নেই। প্রত্যেকে সমান কাঁটায় আছো। সমান ভাগীদার সবাই। তবে ভাগীদার যারা, প্রয়োজনবোধে সমান অংশের ভাগ পাবে। যার যতটুকু প্রয়োজন, প্রত্যেকে সমান অংশ পেত। সবার জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা। ৫০ জন ভাগীদার, প্রত্যেকের অংশ সমান। ৩ জন ভাগীদার, তাদেরও প্রত্যেকের অংশ সমান। সমানটা কিভাবে ঠিক হল? প্রয়োজনবোধে সমান অংশ।

পিঁপড়াকে দশমণ খাবার দিলে হবে না। বুঝলে তো? হাতীকে দশমণ দিতে হবে। হাতী যদি পিঁপড়কে বলে, 'তোর চেয়ে আমি বেশী খাই, সেটা বলতে পারবে না।' কথা বুঝতে পেরেছ? হাতী একথা বলতে পারবে? পারবে না। কারণ যার যতটুকু প্রয়োজন, সে ততটুকুই খাচ্ছে। হাতী তো পিঁপড়ার চেয়ে বেশী খাচ্ছে না। হাতী বলবে, 'আমার বেলি'তে (পেটে) যতটুকুনু প্রয়োজন, ততটুকুনু আমি গ্রহণ করছি। আমার পেটটা দশমণি, আর তোমার (পিঁপড়ার) পেটটা এককণা, এক সূচ্যগ্রের ফোঁটা সুতরাং পেটভরা নিয়ে কথা।' কার কতটুকুনু লাগবে, তারা সেইভাবেই বিচার করে করে সব খাদ্যগুলো distribute করতো।

শিক্ষার ব্যবস্থা -- শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজা, প্রজা, জমিদার, সবারই ছিল একই ব্যবস্থা। রাজা বলে বেশী সুযোগ দেওয়া হবে, তা নয়। সবাইকে যেতে হবে, শিখতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা করেছিল, শিখতে হবেই। একমাত্র অসুস্থ, অক্ষম, পঙ্গু, তাদের কথা আলাদা। ব্যাপকহারে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন শিব। কুঁড়েঘর করে করে দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে সবাইকে শিখতে হতো। তিনি খুব করেছিলেন। যথেষ্ট। তিনি সারাদেশে সাম্যবাদ প্রচার করেছিলেন। তবে শিবের আগেই সাম্যবাদ ছিল, অনেক আগেই ছিল। শিব সেটাকে ব্যাপকহারে রূপ দিয়েছিলেন। শিবের কথা, আমাদের দেবদেবতাদের ইতিহাস ৭/৮ হাজার বছর আগেকার কথা। এর বেশী নয়। কিন্তু সাম্যবাদ চলছে অনেক হাজার হাজার বছর আগে থেকেই। বেদমন্ত্র .....

তিনি সারাদেশে সাম্যবাদ প্রচার করেছিলেন। তবে শিবের আগেই সাম্যবাদ ছিল, অনেক আগেই ছিল। শিব সেটাকে ব্যাপকহারে রূপ দিয়েছিলেন।

আজ শিবরাত্রি। চতুর্দশী লাগলো। প্রতিবছরই এইভাবে তাঁর জন্মদিনে তাঁকে সবাই আহ্বান করতেন, আমন্ত্রণ করতেন অন্তর দিয়ে। শিব অতি দয়ালু, অল্পতেই তিনি খুশী হন। অন্যান্য দেবতাদের মত অত দেমাক তাঁর নেই। তিনি সবাইর কাছে আসেন, সবাইকে ভালবাসেন। তিনি চান আমাদের ভিতরে যেন কোন মান অভিমান বিবাদ-বিচ্ছেদ না থাকে। একই পরিবারের মতন, যেন আমরা সবাই থাকি। তিনি তা ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, আমাকে তোমরা অন্তর দিয়ে ডাক। আমার জন্য তোমরা পাহাড়ে-পর্বতে, বনে বনাঞ্চলে ঘর ছেড়ে চলে যেও না। আমাকে ঘরেরই একজন অভিভাবকের মতন রেখো। আমাকে ভালবেসো। আমি বড় ভালবাসার কাঙাল। আমি আর অন্য কোনকিছুর কাঙাল নই। জানতো, আমি এমনভাবে বাস করেছি, এমনভাবে থেকেছি, সেখানে কারও কিছু বলার নেই। তাই হিংসাও আসে না, কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। আমার ঘর, আমার বাড়ী কোথায় জান? যেখানে মরা পোড়ায়, শ্মশান সেখানেই আমি আশ্রয় নিয়েছি। ঐ জায়গা নিয়ে কেউ মারামারিও করে না। ঐ জায়গা নিয়ে কেউ কোর্ট কাছারিও করে না। আমি সেই জায়গাতেই বাস করছি। আর আমার বেশ,

আমার পোষাক এমন, তা নিয়ে কাও কিছু বলার নেই। আমি এমন পোষাকই পরতে ভালবাসি, যে পোষাকের উপরে কারও কোন মায়া নেই, লোভ নেই, কিচ্ছু নেই। মরার দেহ থেকে ছেড়ে দেওয়া পোষাক আমি পরিষ্কার করে পরি। পার্বতীকেও পরাই।

তাই আমি চাই, এই জগতে যারা বাস করেন, যারা বাস করছেন তারা তাদের খাদ্যশস্য, তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা যেন সমানভাবে করে নেন। এখানে যেন কোন ব্যতিক্রম না করা হয়। আমাকে তোমরা বছরে বছরে এসে জল দিয়ে যাও। এই জল দেওয়ার নিয়মটুকুনু কেন করা হয়েছে জান? এই জল দিয়ে যাও সমস্ত ক্ষেতে ক্ষেতে। এই জলের ব্যবস্থা করলে তো শস্য ভাল হয়। আমি নিজে চাষবাস করি, নিজের খোরাক নিজে জোগাই। তারপর আমি আর পার্বতী কোনমতে সংসার চালাই। কিন্তু দেখ, আমি এমনভাবে চলি, আমাকে কেউ পছন্দ করে না, ঘৃণা করে। আমি কারও বাড়ীর উপর দিয়া গেলে, বাড়ীর লোকেরা আমার গায়ে গোবর ছিটা দেয়। তাই আমি কারও বাড়ীতে যাই না। যেখানে ছিটাল টিটাল থাকে, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি। মরার কাপড় তো কেউ পরে না। নাম শুনলে দৌড় দেয়। আমি সেগুলো পরি বলে, কেউ আমাকে ভালবাসে না, ঘৃণার চক্ষে দেখে, অস্পৃশ্য মনে করে। তারজন্য পার্বতীর সাথে মাঝে মাঝে আমার একটু বাদবিতন্ডা হয়। পার্বতী আমার নিন্দা সহ্য করতে পারে না। সেও পরম দুঃখে আমাকে কথা শোনায়। ভিক্ষা মাগতে গেলে, পার্বতী বলে, তুমি যেখানে বসো, যা জোটে, তাতেই তো হয়ে যায়। তীর্থে, ঘাটে, মন্দিরে মাঝে মাঝে সবার পাল্লায় পরে আমাকে যেতে হয়। ওরা আমাকে নিয়ে যায়। আমি যেই গামছা বিছিয়ে বসি, জানি না কেন এমন হয়, সবার গামছা চালে ডালে, আলু, তরি-তরকারীতে ভরে যায়; আমি যখন পোঁটলা বেঁধে নিয়ে আসি ১৫/২০ সের ওজন হয়ে যায়, নিয়ে এসে পার্বতীকে বলি, পার্বতী, কয়েকদিনের কাজ, (রান্নাবান্না) মনে হয়, হয়ে যাবে। ওরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার গামছা ভরে দিল। আমি চোখ বুঁজে ছিলাম। কারও দিকে তাকাইনি। যা হোক, তুমি নিশ্চিন্ত মনে কয়েকদিন রান্না করে খাওয়াতে পারবে।

পার্বতী খুশীমনে বলে, 'তুমি স্নান করতে যাও, আমি এই অবসরে ব্যবস্থা করছি। স্নান করতে যাও প্রভু।' আমাদের প্রাণের শিব, শম্ভুনাথ, ভোলানাথ স্নান করতে গেলেন। পার্বতী পোঁটলা খুললেন। বোঁচকাটা খুললেন। খুলে দেখেন এতগুলি বালি এতগুলি কাঁকর বোঝাই হয়ে রয়েছে। পার্বতী জানে, সাধুরা যখন তীর্থে বসে, লাইন দিয়ে বসে থাকে তারা। সবাই চাল, ডাল যা পারে দিতে দিতে যায়। শেষবেলা যদি কিছু না থাকে, তবে কিছু না দিলেও একমুঠো বালু দিতে হয়। তাঁর ভাগে বালুই পড়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি তো দেখিনি। পোঁটলাটা ভারী হয়েছে নিয়ে এসেছি।'

পার্বতী চোখের জল ফেলছেন। প্রভু স্নানে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি কোন এক বাড়ীতে গিয়ে কিছু চেয়ে নিয়ে এসে রান্নার ব্যবস্থা করেছেন। স্নান করে এলে পরম যত্নে স্বামীকে খেতে দিয়েছেন।

পার্বতী বলেন, প্রভু, তুমি যখন বসো, একবার চোখ খুলে তো তাকাবে।

শিব বলেন, 'কেন আমি চোখ খুলে তাকাবো? আমি চোখ বুঁজে থাকি। আমার যেন ঐসবের দিকে নজর না যায়।' পার্বতী আর কিছু বললেন না।

আজ তাঁর জন্মতিথি। তিনি আমাদের মাঝে রয়েছেন। সবাই তাঁকে দেবের দেব মহাদেব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

আজকে তোমরা সবাই এসেছ তাঁর কাছে। তিনি আমাদের প্রাণের দেবতা, দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁর কাছে অন্তরের প্রার্থনা জানাও, প্রাণের আকুলতা জানাও, যাতে তোমাদের অন্তর শুচি হয়ে যায়, শুদ্ধ হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের বাবাকে ভালবাস। এই বাবাও (শিবও) অতি ভালমানুষ। আমাকে তোমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাস। তাঁকে (শিব শম্ভুকে) অন্তরে স্থান দাও। তিনি বড় উদার, নিরহঙ্কার। কোন মান,

সমস্ত পাড়ার ছেলেরা পিছনে লেগেছে। নির্যাতনের পর নির্যাতন করে চলেছে। তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করেছেন। তাঁকে মারলে তিনি খুশী হয়ে নৃত্য করেছেন, তবু আমি একটা কাজ করলাম রে।

অভিমান নেই। কত ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি করেছে, কত অপমান, লাঞ্ছনা, অসম্মান করেছে, গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়েছে, গোবর ছিটিয়ে দিয়েছে, সমস্ত পাড়ার ছেলেরা পিছনে লেগেছে। নির্যাতনের পর নির্যাতন করে চলেছে। তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করেছেন। তাঁকে মারলে তিনি খুশী হয়ে নৃত্য করেছেন, 'তবু আমি একটা কাজ করলাম রে। একটা কাজ করলাম রে। আমাকে মেরে তোরা খুশী হলি। আমাকে মেরে তোরা যদি খুশী হোস, তোরা মার, তোরা মার আমাকে। যদি ব্যথা পাস, তাহলে আর মারবি না। আমি একটা জায়গায় বসি, তোরা আমাকে মার।'

ছেলেরা আশ্চর্য হয়ে বলে, 'একি রে বাবা। এ দেখি সাইধা (সেধে) মার খাইতে চায়।'

তারা বলে, 'পাগল ঠাকুর, তুমি বসো। তোমাকে আমরা মারবো। তুমি না কাঁদা পর্যন্ত আমরা থামবো না।'

দশ বিশ জন মিলে দুমদাম, ধুমধাম খুব মারতে শুরু করেছে। 'কি পাগল ঠাকুর, কেমন লাগছে?'

-- তোদের কেমন লাগছে, বলতো?
-- আমাদের তো ভাল লাগছে।
-- আমাকে তাইলে আরও জোরে দে।

তারা আবার মারতে শুরু করেছে। দুমদাম, দুমদাম খুব মারছে, খুব মার দিচ্ছে, মার দিচ্ছে। মারতে মারতে একজন পড়ে গেছে। অন্যরা সব ছুটে এসেছে। ডাক্তার আনছে।

ডাক্তার বলছে, এ আমার দ্বারা হবে না। অপারেশন করতে হবে।

তখন চিৎকার, চিৎকার। রাস্তার মাঝে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে।

লোকজন ছুটে এসেছে। কেন হল? কিসের জন্য হল? অভিভাবকরা ছুটে এল।

একজন বললো, পাগলরে মারতে গিয়া এরকম হইছে।

-- পাগল ঠাকুররে মারতে গিয়া হইছে? পাগল তোদের মারেনি তো?

একটা ছেলে বলছে, হ্যাঁ, পাগলটা গুঁতো দিয়েছে।

অন্যরা বলছে, না, না। পাগল কোন গুঁতো দেয়নি।

অভিভাবকরা শিবকে বলছে, তুমি আমাদের ছেলেকে মেরেছ, খুন করেছ, হত্যা করেছ?

-- নারে বাবা। আমি তো মার খাচ্ছি। আমি তো মার দেইনি।

-- হ্যাঁ, তুমি মেরেছ।

অযথা দোষারোপ করাতে সব ছেলেরা চটে গেল। ছেলেরা বলছে, 'নাতো, উনি তো মার খেয়েছেন। মারতো দেননি।'

এদিকে বাচ্চা তো যায়। শিব অভিভাবকদের বললেন, 'আমাকে মেরে ওর এই অবস্থা হয়েছে। এরজন্য তো আমিই দায়ী। আচ্ছা, এইটা দিচ্ছি। এইটা কি ওকে খাইয়ে দেবে?

ছেলেটির মা বলছে, 'না, না, না। এসব দেবে না। আমার ছেলেকে খাওয়াবে না। বিষ টিষ মিশিয়ে দেবে।

-- আচ্ছা, না খাওয়ালে। এটা মুখে একটু লাগিয়ে দেও না। দিয়েই দেখনা একটুখানি।

-- না, না, এসব লাগাবে না।

-- ঠিক আছে, তোমরা যখন লাগাবেই না। আমি তাহলে চলে যাই।

এরমধ্যে একটি ছেলে বলছে, 'মাসীমা, ওষুধটা মুখে দেন। মুখে লাগিয়ে দেখুন না। পাগল ঠাকুর বড় ভালমানুষ।'

তখন ছেলেটির কথায় ওষুধটা একটু মুখে দিল। মুখে লাগাতেই ঐ ছেলেটি উঠে বসলো।

তখন সবাই ছুটে এসে শিবের পায়ে পড়ে বলছে, অন্যায় করেছি, অন্যায় করেছি। যাক সে কথা।

আজ যাঁর কাছে আসছো, যাঁর পূজায় আসছো, যাঁকে কেন্দ্র করে আসছো, বাবাও আছেন তোমাদের সাথে, পাগল ঠাকুরও আছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, আজ দেশের যা পরিস্থিতি, কিভাবে মোকাবিলা করা যায় এবং সমাজকে, দেশকে কিভাবে পবিত্র করা যায়, পরিষ্কার করা যায় এবং সুন্দর করা যায়, সেই প্রার্থনা করো। তোমাদের ভিতরে, তোমাদের অন্তরে যে সুরে আছ, যে সুর নিয়ে আছ, সেই সুর নিয়েই থাক। ভুলে যাও জীবনের সব মান-অভিমান, হিংসা দ্বেষ। ওগুলো মানুষকে বড় বিব্রত করে। ওগুলো মানুষকে বড় ক্লান্ত করে। এই ক্লান্ত এবং বিব্রত যাতে তোমাদের না হতে হয়, সেজন্য ঠাকুরের কাছে এবং এই দেবতার কাছে, ভগবানের কাছে তোমরা অন্তরের প্রার্থনা জানাও। যাতে সবকিছু থেকে তোমাদের মন পবিত্র হয়, সেই প্রার্থনা জানাও। এগুলো বড় জ্বালায় মানুষকে। এমন জ্বালাতনে ফেলে যা থেকে মানুষ আর উঠতে পারে না। তোমরা উঠতে শুরু করেছ। আজ সংসারের চাপে তোমরা পড়ে গেছ। তোমরা নীচে নেমে গেছ। আজ তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করো।

ভুলে যাও জীবনের সব মান-অভিমান, হিংসা দ্বেষ। ওগুলো মানুষকে বড় বিব্রত করে। ওগুলো মানুষকে বড় ক্লান্ত করে।

আজ আর বেশী কিছু বলবো না। কাল আবার ওখানকার বড়বাগানের ছেলেরা মেয়েরা কামধেনুর পূজা করছে। কামধেনু জানতো,

কামধেনুকে দেবতারা পূজা করতেন, মুনি ঋষিরা পূজা করতেন। সারা ভারতবর্ষে কয়টা আসে? কামধেনু আসে না। কামধেনুর মা এখানে ছিলেন। কামধেনুর এখানে জন্ম হল। মায়ের নাম দিয়েছিলাম সুন্দরী। কামধেনুর নাম দিয়েছি আহ্লাদী। আহ্লাদীকে এরা পূজা করেছে। যাদেরে তোমরা পূজা কর, সেই দেবতারা কামধেনুকে পূজা করেছেন। প্রায় সমস্ত মুনি ঋষিরা কামধেনুর পূজা করেছেন।

যারা থাকবে থাক। যারা যাবার যাও। কামধেনু আছে। স্বয়ং শিব আছেন, গঙ্গা আছে, তোমাদের বাবাও আছেন। তোমরা দাঁড়িয়ে বন্দনা গান গাও। প্রভুমীশমনীশ ..... গান কর। কোন কথা বলবে না। চতুর্দশী আছে। কোন দুঃখ নাই। স্বয়ং শিব তোমাদের বাড়ীতে আছেন। তোমরা আন্তরিকভাবে বল প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং ..... আস্তে আস্তে করে আসবে। বন্দনা গীত গাইবে। তোমরা কথা বলবে না। চুপ করে এসে দীক্ষা নেবে। আস্তে আস্তে করে আসবে। কেউ মুখে কোন কথা বলবে না। শুধু অন্তরে রাখবে পরম প্রিয় দেবতা মহাদেবকে। যে কথা বলবে, বুঝবা তারই কপালে ছিদ্যৎ।

তোমাদের বাপ তোমাদের জানালেন, ভুল সংশোধন কর। শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে ডাক। স্বয়ং দেবের দেব মহাদেব তিনি। শুধু বাংলা ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র ত্যাগী পুরুষ শিব। এঁর মত ত্যাগী আর কেউ নেই, বিরল। তোমরা তাঁর জন্মদিনে শুভদিনে সবাই একত্রিত হয়েছ। মুখস্থ না থাকলে শুনে শুনে গান করবে। শিবকে সম্মান কর। গুরুর সান্নিধ্যে থেকো। বন্দনা গীত গাও। যে গান শুনে তিনি খুশী হন, যে সুর শুনে তিনি খুশী হন, সেই সুরে সুর দাও। তিনি আশুতোষ, অল্পতেই খুশী হন, তুষ্ট হন।

স্বয়ং দেবের দেব মহাদেব তিনি। শুধু বাংলা ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর একমাত্র ত্যাগী পুরুষ শিব। এঁর মত ত্যাগী আর কেউ নেই, বিরল।

তোমাদের ভিতরে রাগ, মান, অভিমান রেখো না। আমার কাছে তোমরা রাগ দেখাবে, অভিমান করবে, মেজাজ দেখাবে। কারণ আমি তো

কারও আত্মীয়তা, ভদ্রতা, আন্তরিকতা রক্ষা করতে পারি না। আমি বড় জ্বালাতনে ভুগি। আমি যে বিরাট গতির সাথে, যে সংযোগে সংযুক্ত অবস্থায় রয়েছি, সে সংযুক্তকে অবলম্বন করে, সেই সংযোগের পথে তোমাদের যুক্ত করে নিয়ে যাওয়াই আমার কাজ। মনে রেখো, 'মনের বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে।' কথা বললে হবে না। কথা না বললে মনের বাসনা পূরণ হয়ে যেতে পারে। কথা বললে যার হওয়ার যেটুকু ছিল, সেটুকুও গেল। মনের যত ব্যথা-বেদনা থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যেতে পার, যদি দেবাদিদেবের কাছে প্রার্থনা জানাও। বাবা তোমাদের কত ঘুরায়, কত কষ্ট দেয়, বাবার কাজে একটু সাহায্য করলো। হাতজোড় করে বল, প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং ..... প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।

আস্তে আস্তে চলে যাও। কথা বলবে না।

হে শিব, হে শম্ভুনাথ, দেশবাসীকে তুমি ভালবাস। বছরে বছরে তুমি এমনি করে আস। কথা দিয়ে কথা রাখ। তুমি অন্তরে আস। তোমার সন্তানদের তুমি রক্ষা কর। হে দয়াল, তোমার কি দয়া হয় না? তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। আর কত দুঃখ সহ্য করবো প্রভু? তোমার কোলে তুলে নাও। অপরাধ ক্ষমা করে দাও। অন্তর শুদ্ধ করে তাদের পবিত্রতার পথে নিয়ে যাও। হে দয়াল, হে শিব, হে শম্ভুনাথ, তুমি দয়া কর। দেশকে বাঁচাও, দেশকে রক্ষা কর। মানুষের বুদ্ধি মানবতাবোধে আন। আজ সমাজ বিভ্রান্ত। হাজার অভিযোগে ভরা। মানুষ নির্যাতিত। পৃথিবী পাপে ভরা। হে দয়াল, হে শম্ভুনাথ তুমি দেখ, তুমি সবাইকে দেখ। আজ কাঙালে ভরে গেল, দরিদ্রতায় ভরে গেল, পাপে আর পঙ্কিলতায় ভরে গেল দেশ। তুমি পবিত্র কর, শুদ্ধ কর। মানুষকে তুমি ভালবাস। বেদের মাটিকে তুমি ভালবাস। এই পৃথিবীতে তোমাকে কেউ মুগ্ধ করতে পারবে না। তোমাকে কেউ খুশী করতে পারবে না। তুমি নিজগুণে খুশী হয়ে সবাইকে ক্ষমা করো। তাদেরে তোমার ভালবাসতে হবে। এদের কারও তোমার ভালবাসা পাবার যোগ্যতা নেই।

হে দয়াল, হে শিব, হে শম্ভুনাথ, তুমি দয়া কর। দেশকে বাঁচাও, দেশকে রক্ষা কর। মানুষের বুদ্ধি মানবতাবোধে আন। আজ সমাজ বিভ্রান্ত। হাজার অভিযোগে ভরা। মানুষ নির্যাতিত।

তোমাকে যারা সেবা করে, অন্তর দিয়ে করে। তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন, তারা জানে। এখানে সমস্ত সন্তানেরা তোমায় ভালবাসে। তারা তোমার পূজা করতে চায়। তারা তোমার পূজা করছে। ভুলত্রুটি যদি হয়, তুমি যদি ক্ষমা না কর, এদের ক্ষমা পাবার যোগ্যতা নেই।

আজ এই থাক। যারা দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক, চুপটি করে এসে দাঁড়াবে। একটিও কথা বলবে না। কথা বললে, ঠকে যাবে, ঠকে যাবে। কোন কথা বলবে না। দীক্ষা ছাড়া অন্য কেউ আসবে না।

জয় শিবশম্ভু

(২৪-০২-১৯৭৮)

শিবের মহাবাক্য সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের নাটক আকারে কয়েকটি কথা

(শ্মশানের দৃশ্য)

(শিব শ্মশানে বসে আছেন। কিছুলোক মরা নিয়ে এসেছে।)

তারা বলছে ঃ- সব কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে দে। ঐ পাগলটা যাতে না নিতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিস্।

(শিব বসে বসে হাসছেন আর বলছেন)

শিব ঃ- হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাকে দিতে হবে না। কাপড়গুলো পুড়িয়েই ফেল। আমাকে দিতে হবে, এই চিন্তা করে কোন কাজ করবে না। শুধু ছাইগুলো আমাকে দিও। যাবার সময় ছাইগুলো আমাকে দিয়ে যেও।

আরেকজন এসেছে ঃ- নারে, কাপড়খানা পাগলটারে দিয়ে দে।

(শিবের কাছে এসে) - এই যে নে, যা।

শ্মশানের কাপড়খানি নিয়ে এসে শিব পার্বতীকে দিয়েছেন-- পার্বতী, এই নাও।

পার্বতী আনন্দিতচিত্তে কাপড়খানি গ্রহণ করলেন। দেবাদিদের মহাদেব পার্বতীর অন্তরের আনন্দ দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(ঝুড়িমাথায় এক ফলওয়ালার প্রবেশ। ঝুড়িতে নানারকম ফল সাজান।)

ফলওয়ালা ঃ- কলা নেবেন কলা? ফল নেবেন ফল? পূজার ফল?

মহাদেব যাচ্ছেন সেই রাস্তা দিয়ে। তিনি ডাকলেন -- এই ফলওয়ালা এদিকে আয়। তোর কাছে কিছু ফল নেব।

(তিনি এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে ফলওয়ালাকে ধরে ডাকলেন।)

ফলওয়ালা ঃ- এমা, তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে? এই ফলতো কেউ নেবে না।

শিব ঃ- কেন?

ফলওয়ালা ঃ- তুমি তো মরার কাপড় পর। শ্মশানে থাক। জান না, তোমাকে ছুঁলে স্নান করতে হয়। তুমি কারও বাড়ীতে গেলে গোবর ছিটায়। তুমি আমার ফল ধরে ফেললে? সর্বনাশ, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। কেউ দেখে ফেললে তো আর বিক্রীই হবে না। আমি তাড়াতাড়ি ফল নিয়ে পালাই।

শিব ঃ- তুমিই বা কেমন? আমার স্পর্শ করা ফল, যা অস্পৃশ্য হয়েছে, যে ফল আর কেউ কিনবে না, সেই ফল তুমি লুকিয়ে অন্যত্র বিক্রী করবে কেন?

ফলওয়ালা ঃ- না, কেউতো দেখলো না। আমি লুকিয়ে এই ফল বিক্রী করবো।

শিব ঃ- আমি যদি কিনে নিই?

ফলওয়ালা ঃ- তুমি কিনবে? পয়সা দেবে তো?

শিব ঃ- হ্যাঁ দেব। কত দিতে হবে বল?

(ফলওয়ালা ফলের দাম বললো।)

শিব ঃ- এই নাও। (তিনি টাকা দিয়ে ফল রেখে দিলেন।)

ফলওয়ালা ঃ- তুমি এই টাকা কোথায় পেলে? তোমার তো কিছু নেই।

শিব ঃ- তা নেই। তবে ঐ মরার পয়সা ছিটায় না। সেই পয়সা আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে রেখেছি।

ফলওয়ালা ঃ- এরাম, এগুলো মরার পয়সা? বাড়ীতে জানলে আমার আর রক্ষা নাই। আমি এ পয়সা নেব না। তুমি তোমার পয়সা ফিরিয়ে নাও। যাই হাত ধুয়ে আসি।

(পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে এসে সে ফল নিয়ে দৌড় দিয়েছে।)

শিব ঃ- তুমি আমাকে ফল দিলে না?

ফলওয়ালা ঃ- না, না। মরার পয়সা নিয়ে আমি ফল দিতে পারবো না।

(সেই) ফলওয়ালা ঃ- (ঝুড়িমাথায়) - ফল নেবেন ফল? পূজার ফল?

জনৈক ব্যক্তি ঃ- আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। ভালই হয়েছে। রাস্তায়ই ফল পেয়ে গেলাম। এই ফলওয়ালা, এদিকে এসো। আমি ফল নেব।

ফলওয়ালা ঃ- (এগিয়ে এসে) কি ফল নেবেন?

ঐ ব্যক্তি ঃ- বলছি। তার আগে বলতো, তুমি ঐ পাগলটার কাছে বসেছিলে কেন?

ফলওয়ালা ঃ- আজ্ঞে, পাগলটা আমার ফল নেবে বলে আমাকে মরার পয়সা দিয়েছে। তাই আমি তাকে ফল দিইনি।

ঐ ব্যক্তি ঃ- কি বললে? মরার পয়সা দিয়েছে? তোমার ফল আমি নেব না।

ফলওয়ালা ঃ- আমি জানি, আজ আমার সর্বনাশ হয়েছে। পাগলটা আমার সর্বনাশ করেছে। জানি, আমার ফল বিক্রী হবে না।

(পথে দেবর্ষি নারদের সাথে ফলওয়ালার দেখা)

ফলওয়ালা ঃ- এই যে দেবর্ষি, নমস্কার। সন্ধ্যা হয়ে এল। আমার ফল আজ বিক্রী হল না।

দেবর্ষি ঃ- কেন?

ফলওয়ালা ঃ- ঐ যে পাগলটা শ্মশানে থাকে, তিনি পয়সা দেবার ফলে সব জানাজানি হয়ে গেছে। আমি সে পয়সা নিইনি। তবু আমার ফল বিক্রী হচ্ছে না।

দেবর্ষি ঃ- তিনি পয়সা দিলেন আর তুমি নিলে না?

ফলওয়ালা ঃ- আমি মরার পয়সা নেব নাকি?

(এর মধ্যে আরেকজন এসেছে।)

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ- আমি শিবপূজা করবো, গুরুপূজা করবো, আমি তোমার ফল নেব।

ফলওয়ালা ঃ- দেখুন, একটা কথা আছে। ঐ পাগল ফলগুলো নিয়েছিল। সে তো শ্মশানে থাকে, অস্পৃশ্য। সে ফলগুলো ছুঁয়েছে। এই ফল কি আপনি নেবেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ- কে ফল নিয়েছিল?

ফলওয়ালা ঃ- ঐ পাগল, যিনি শ্মশানে থাকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ- তিনি ফল নিয়েছিলেন? আর এই ফল তাঁকে দাওনি?

ফলওয়ালা ঃ- আজ্ঞে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ- তুমি এমন বোকা। তিনিই তো শিব, তিনিই মহাদেব।

ফলওয়ালা ঃ- কি যে বলেন। উনি তো পাগল। শ্মশানে থাকেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ- তিনিই শিব। তাঁর পূজার জন্যই আমি ফল নিয়ে যাচ্ছি। তুমি দেখবে?

ফলওয়ালা ঃ- হ্যাঁ দেখবো। আপনি ফল নিয়ে যান। আপনি যখন পূজা করবেন, আমি দেখবো। পরদিন সেই ব্যক্তি শ্মশানে এসে ফলটল নিয়ে সাজিয়ে বসেছে। সেই ফলওয়ালা এসেছে। আরও কয়েকজন এসেছে। শিব তখন ছিলেন না।

তারা বলছে ঃ- জয় শিবশম্ভু, মহাদেব, মহাদেব।

শিব এলেন ঃ- কি রে, এত ফল নিয়ে এসেছিস্ আমার জন্য?

ঐ ব্যক্তি ঃ- হ্যাঁ বাবা। আমি এসেছি, আপনার পূজা করবো। বাবা, একটু সেবা করুন।

(ফলওয়ালা অবাক হয়ে সব দেখলো)

ফলওয়ালা ঃ- বাবা, আমি বুঝতে পারিনি।

শিব ঃ- তাতে কি আসে যায়। তাতে কিছু আসে যায় না।

ফলওয়ালা ঃ- তুমি যে স্বয়ং শিব, তুমি যে ভগবান কি করে বুঝবো বল? সবাই চারিদিকে ছি ছি করে, সেটাই জেনে এসেছি। আমার অপরাধের শেষ নেই। আমাকে ক্ষমা করো প্রভু। (শিবের চরণে পড়লো।)

চারিদিকে সবাই ঃ- জয় শিবশম্ভু, জয় শিবশম্ভু। সবাই শিবকে প্রণাম করলো।

(তৃতীয় দৃশ্য)

হাট

একদিন হঠাৎ শিব পার্বতীকে বললেন, পার্বতী, চল আজ একটু বাজারে যাই। তোমাকে নিয়ে তো কখনও যাই না। বৈকুণ্ঠের পর্বতের নীচে হাট বসেছে। চল সেই হাটে যাই।

শিব পার্বতীকে নিয়ে হাটে গেলেন। সেই হাটে আবার পার্বতীর বোন ভগ্নীপতি এসেছে। তারা যে দোকানে জিনিস কিনতে এসেছে, সেই দোকানে শিব-পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে। যেইমাত্র শিব-পার্বতীকে ওদের চোখে পড়লো, ওরা চোখ বুঁজে দৌড় দিল।

বলতে বলতে গেল -- সরে পড়, সরে পড়, ছুঁলেই স্নান করতে হবে। (পার্বতীর মনে খুব লাগলো।)

শিব বললেন -- জায়গাটা ফাঁকা হল, তাই না পার্বতী। খুব ভিড় ছিল তো, ফাঁকা হয়ে গেল।

পার্বতী -- তুমি এরকম রসিকতা করবে না তো। ফাঁকা হল, না মনে ব্যথা দিয়ে গেল।

শিব -- এতে ব্যথা পাবার কি আছে? আমাকে স্পর্শ করবে না, তাই চলে গেল। তাতে কি আছে?

পার্বতী -- আমার বোন একটা কথা বললো না আমার সাথে।

শিব - আমি না থাকলে নিশ্চয়ই কথা বলতো।

পার্বতী -- তুমি না থাকলে আমার কথা শোনার প্রয়োজন ছিল না। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কোন কথা নেই। যদি কথা বলে, তুমি থাকবে, সেকথা আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

যাই হোক, এটা ভাল, ওটা ভাল বলতে বলতে তারা জিনিস কিনছে। শিব পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন। কিনতে কিনতে একটা জিনিস পার্বতীর খুব ভাল লেগেছে। পার্বতী জিনিসটা নিয়ে নিয়েছে। শিব তার খইলতার (ব্যাগের) মধ্যে হাত দিয়ে দেখেন, পয়সা নেই। পার্বতী জিনিসটা নিয়ে একটু এগিয়ে গেছে। শিব তিনটে জিনিসের দাম দিয়েছেন। চারটে জিনিসের বেলায় তাঁর কাছে পয়সা কম পড়ে গেছে। শিব দাঁড়িয়ে আছেন।

দোকানদার -- কি পয়সা দেবেন না? পয়সা দিন।

শিব -- হ্যাঁ দিচ্ছি। আমার স্ত্রী জিনিসটা নিয়ে গেল। এখন দেখছি, পয়সা কম পড়ে গেছে।

দোকানদার -- জিনিসটা নিয়ে আসুন।

শিব -- (এগিয়ে গিয়ে) পার্বতী, জিনিসটা নিয়ে এস। ঐ জিনিসটার পয়সা কম পড়ে গেছে।

পার্বতী -- না, আমি এই জিনিসটা নেব। ঐ তিনটা জিনিস ফিরিয়ে দাও। তাহলে দাম হবে? কিন্তু হল না। তিনটা জিনিস ফিরিয়ে দিলেও এই জিনিসটার দাম বেশী।

দোকানদার -- আপনি পয়সা দেবেন না? নাহ'লে আমার জিনিসটা ফিরিয়ে দিন। আপনি তো সরেই পড়েছিলেন।

শিব -- কেন চলে যাব? পয়সা না দেওয়া পর্যন্ত তো থাকবোই।

শিবের মনে একটু লাগলো। পার্বতী নিজহাতে জিনিসটা ধরলো, পয়সা দিতে পারলাম না। শিবের প্রাণে ব্যথা বাজলো। তিনি তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলেন।

পার্বতী -- তুমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছ কোথায়?

শিব -- তুমি বাড়ী চলে যাও, আমি আসছি।

(শিব দেবর্ষির বাড়ীতে গেলেন।)

শিব -- দেবর্ষি, তোমার কাছে পয়সা আছে?

দেবর্ষি -- প্রভু এখানে?

শিব -- তোমার কাছে পয়সা আছে দেবর্ষি?

দেবর্ষি -- আমার কাছে পয়সা নেই, প্রভু। তবে আমার একতারাটা আছে।

(শিব ও দেবর্ষি আবার সেই দোকানে এসেছেন।)

শিব -- (দোকানদারকে) এই যে তোমাকে একতারাটা দিলাম। এবার আমাকে ঐ জিনিসটা দাও।

(দোকানদার জিনিসটা দিয়ে দিয়েছে। পার্বতীর
পছন্দমত জিনিসটা নিতে পেরে শিব মহাখুশী)

এদিকে পার্বতী বাড়ী যাচ্ছে। রাস্তায় বোন-ভগ্নীপতির সঙ্গে দেখা হয়ে

গেল। পার্বতীর সঙ্গে ঐ তিনটি জিনিস। বোন এসেছে কথা বলতে। পার্বতী কোন কথার জবাব দেয়নি। পার্বতী জবাব না দেওয়াতে তারা শিবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছে। পার্বতীর কাছে তার স্বামী নিন্দা করেছে।

বোন - (পার্বতীর হাতের জিনিসগুলি দেখিয়ে) এইগুলি এনেছিস্? কোত্থেকে এনেছিস্? চুরি করেছিস্?

পার্বতী -- কেন, আমার স্বামী দিয়েছেন।

বোন -- কিভাবে দিয়েছে, সে তো জানি। কি রোজগার করে, তাও জানি।

(এর মধ্যে শিব এসে উপস্থিত)

শিব -- পার্বতী, তুমি এখনও বাড়ী যাওনি?

পার্বতী -- না, বোনের সঙ্গে ঝগড়া করছি।

শিব - কি নিয়ে ঝগড়া?

পার্বতী -- আমি এই জিনিসগুলি চুরি করে এনেছি।

শিব -- বলবেই তো। তোমার ভ্যাগাবন্ড স্বামী কিছু করে না। সেই স্বামীকে বলবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? শোন, তোমাকেই শুনতে হবে। তোমার স্বামী কিছু করে? রোজগার করে? ব্যবসা করে? এখন আবার এগুলো দেওয়াতে আরও আশ্চর্য হয়ে গেছে।

পার্বতী -- আমাকে কেন শুনতে হবে? আমি কেন শুনবো? আমার ভাল লাগে না।

শিব -- পার্বতী, মন খারাপ করবে না।

(পার্বতী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।)

(চতুর্থ দৃশ্য)

হঠাৎ ঋষি এবং দেবতাদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু শিব-পার্বতীকে করা হয়নি। দেবর্ষি নারদও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে সংবাদটি জানাতে এসেছেন।

নারদ -- (শিবের প্রতি) প্রভু, অমুক জনসভায় আপনাদের বয়কট করেছে।

শিব -- তাতে কি হয়েছে? জনসাধারণের মীটিং, সকলের যাওয়ার অধিকার আছে। আমরা যাব।

শিব-পার্বতী দুজনেই সেই মীটিং এ এসেছেন এবং সাধারণের সাথে মিশে সবার মাঝেই রয়েছেন।

সেই দেশের রাজা ও রাণীও এলেন সেই সভায়। তারা এসে সিংহাসনে বসলেন। সভার কাজ আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর হার্ট-স্ট্রোক হয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। রাজ চিকিৎসক এলেন। রাজাকে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, 'আর বেশীক্ষণ নেই।' চারিদিকে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু রাণী ছিলেন শিবভক্ত। তিনি শুনেছেন যে, শিব এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। কোথায় তিনি? কোথায় শিবশম্ভু? আলুথালু বেশে রাণী শিবকে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে শিবের সন্ধান পেয়ে তাঁর পায়ে পড়লেন--'বাঁচাও প্রভু, আমার স্বামীকে বাঁচাও'।

দেশের রাণী, তিনি একটা পাগলের পা জড়িয়ে ধরেছেন দেখে পার্বতীর বোন ভগ্নিপতিরা নাক সিঁটকাচ্ছে। তারা বলছে--রাণী হয়ে একটা পাগলের পা জড়িয়ে ধরেছে, ছি ছি।

রাণীর কান্নাকাটিতে বিচলিত হলেন শিব। তিনি এগিয়ে এলেন। রাজা যেখানে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন সেখানে এসে রাজার মাথায় হাত

দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিলেন। রাজা উঠে বসলেন। শিবের হাতের অমৃত স্পর্শে সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। রাজা আবার সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। পার্বতীর ভগ্নিপতিরা সবই দেখলো। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, 'কি হল ব্যাপারটা?' এদিকে রাজাকে সুস্থ করে দিয়েই শিব আবার সবার মাঝে সবার সাথে এক আসনে বসে পড়েছেন। পার্বতীর ভগ্নিপতিরা উচ্চ আসনে (চেয়ারে) বসে আছে।

রাজা রাণী ছুটে গেছেন শিবের কাছে। তারা হাতজোড় করে শিবের কাছে গিয়ে বলছেন -- 'হে দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি এইভাবে ছদ্মবেশে কত আর ঘুরবে? সকলের নিন্দা-চর্চা, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন কত আর সহ্য করবে? সহ্যের একটা সীমা আছে। তুমি এইভাবে লুকিয়ে আর থাকবে না প্রভু। তুমি এস, তোমার আসন গ্রহণ কর। তুমি রাজাকে প্রাণদান করেছো। তোমাকে কি দিয়ে বরণ করবো? আমাদের চোখের জল তুমি নাও। আমাদের চোখের জল দিয়ে তোমার পুজো করছি। চোখের জল দিয়ে তোমার পা ধুয়ে দিচ্ছি। সেদিন ছিল শিবরাত্রি। রাজা-রাণী শিব-পার্বতীকে ধরে নিয়ে এসে তাদের মাথার উপর বসাল। চারিদিকে সবাই শিব-পার্বতীকে ঘিরে উল্লাসে নৃত্য করছে আর জয়ধ্বনি দিচ্ছে -- জয় শিবশম্ভু, জয় শিবশম্ভু।'

পার্বতীর বোন ভগ্নিপতিরা অবাক হয়ে দেখছে। এবার জনগণের ভিতর থেকে পার্বতীর বোন ভগ্নিপতিদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে -- 'আপনারা অমানুষ। এমন বোন ভগ্নিপতি থাকতে আপনারা তাদের এড়িয়ে চলেন? একি অন্যায় কথা। যান, আপনারা তাঁর কাছে যান, তাঁর চরণ ধরেন।'

(তখন পার্বতীর বোন-ভগ্নিপতিরা গিয়ে শিব-পার্বতীর হাতে ধরেছে)

তারা বলছে -- আমরা অনেক সময় তোমাদের অনেক কিছু বলেছি; অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি করেছি, অন্যায় করেছি। তোমরা মনে কিছু করবে না।

পার্বতী -- না দিদি, কিছু মনে করিনি।

তারা -- (শিবের প্রতি) তুমি রাজাকে বাঁচিয়েছ। তোমার ভিতরে এত দেবতার শক্তি, এত ভগবৎ শক্তি, আগে বুঝতে পারিনি।

সবাই -- এ ভগবৎ শক্তি নয়। তিনি ভগবৎ শক্তি নিয়ে আসেননি। তিনি নিজে ভগবান, নিজে ভগবান। বলুন, আপনি নিজে ভগবান। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়লো।

সবাই -- তুমি ভগবান। তুমি আস। আমাদের মাঝে আস। তারা শিব-পার্বতীকে বসিয়ে আরতি করে পূজা করলো। সবাই জয়ধ্বনি দিতে লাগলো।

(পঞ্চম দৃশ্য)

(দেবর্ষি নারদ এসেছেন শিবের কাছে।
দেবর্ষি শিব-পার্বতীকে ভক্তিভরে প্রণাম করেন।)

শিব -- কি দেবর্ষি, হঠাৎ?

দেবর্ষি -- বাবা, ব্যাপার ঘটে গেছে। আপনাকে নিয়ে আশেপাশের দশ-বিশটা গ্রামের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে। তারা বলছে, একটা পাগল, যাকে কেউ ছোঁয় না, তার এমন শক্তি, তার মুখে এমন কথা। মায়ের (পার্বতী) কথা শুনে, মাকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব জেগে গেছে। তারা আসতে চায়, বাবার ভাষণ শুনতে চায়। তারা সবাই আকৃষ্ট হয়েছে। বাবা, তারা কি আসবে?

শিব -- বেশতো, আসবে।

পার্বতী -- প্রভু, তুমি দেবাদিদেব। দেবতারাও তোমাকে বন্দনা করেন। আর সাধারণ মানুষ তোমাকে পাগল বলে, কারও বাড়ীর উপর দিয়ে গেলে গোবর ছিটা দেয়, তোমাকে কেউ স্পর্শ করতে চায় না, দেখলে থুথু ফেলে

-- এত অপমান আমার সহ্য হয় না। তুমি কেন প্রতিবাদ কর না? কেন কিছু বল না?

শিব -- পার্বতী, মনে ব্যথা রাখবে না। আমি কারও কোন কথারই প্রতিবাদ করি না। তোমার বাবা আমার কত নিন্দা করেন, তোমার বোন-ভগ্নিপতিরা কতভাবে আমাকে অপমান করে, আমি কি কখনও প্রতিবাদ করেছি বল? তবে এইসব মানুষের কথার প্রতিবাদ আমি করতে যাব কেন? সবাইতো প্রতিবাদ করে, তবু তারা এমন একটি ব্যক্তি পেল যে, প্রতিবাদ করে না।

(পার্বতী চুপ করে থাকেন।)

দেবর্ষি -- বাবা, আপনি কবে কখন থাকবেন, সেই সময়টা তারা আমার কাছে জানতে চেয়েছে।

শিব -- বেশতো, তাদের নিয়ে এসো। একটা দিনক্ষণ বলে দিলেন।

আসলে তারা। দূরদূরান্ত থেকে সব ছুটে আসছে। এসে আগ্রহসহকারে বললো, আমরা আপনার মুখে সব শুনতে চাই। সেদিন যা বলেছেন, আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা আপনার মুখে আরেকটু বিশ্লেষণ করে জানতে চাই।

শিব -- এমনি জেনে তোমাদের কিছুই হবে না। কারণ তোমরা সবসময় নিন্দা, চর্চা, সমালোচনা করতে ভালবাস। এদিকেই মন থাকে তোমাদের। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা নিন্দা, চর্চা, সমালোচনায় বিভোর থাকো, ততক্ষণ তোমরা নীচে ডুবে রয়েছো। কতটা নীচে আছো, নিজেরাই বুঝতে পারবে। তোমরা কোনদিনই এইভাবে মানুষ হতে পারবে না। মানুষ হতে গেলে মনুষ্যত্ব বোধ জাগাও। জানতে চেষ্টা কর। ভিতরের জিনিসটা আগে জান। কেন আমি শ্মশানে থাকছি, কেন আমি শ্মশানে যাচ্ছি, কেন আমি এইভাবে আছি? কেন আমাকে সবাই পাগল বলছে, যা খুশী বলছে? আমি কেন তার জবাব দিচ্ছি না, কোন প্রতিবাদ করছি না? আগে ভাব,

কথাগুলো ভেবে আমার কাছে এসো। তোমাদের এমন কিছু মুরোদ নেই, এমন কোন গুণ নেই, যাতে নিজেরা নিজেদের তৈরী করতে পার।

তারা সবাই বলে উঠেছে, কেন আমরা নিজেরা তৈরী হতে পারবো না?

শিব -- এই মন নিয়ে তৈরী হতে পারবে না। যারা ধারণায় চলে, যারা হুজুগে চলে, যারা উচ্ছ্বাসে চলে, তারা কোনদিনই তৈরী হতে পারবে না। তারা পতনকেই টেনে নেয়। তারা পতনের মুখে যায়।

ধারণায়, উচ্ছ্বাসে, হুজুগে চলা -- এটাই হল আজকের সমাজ। আজকের সমাজে এটাই চলছে বেশী। যেদিন সমাজ ধারণা করে বিচার করবে; হুজুগে না চলে চিন্তা করবে; উচ্ছ্বাসের বশে না চলে বিবেকের চিন্তায় মাথা নত করবে; সেদিনই সমাজের মানুষ পাবে খাঁটি পথের সন্ধান।

সবাই -- বাবা, আমাদের একটা জিজ্ঞাসা আছে।

শিব -- বল, কি জিজ্ঞাসা?

সবাই -- তুমি সবসময় বাঘের ছাল পর কেন?

শিব -- দেখরে, কেন পরি জানিস্? বনের বাঘ, সিংহ, হরিণ -- ওরা আমাকে বড় ভালবাসে। ওরা আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে, আদর করে, আলিঙ্গন করে। ওরা যে আমাকে ভালবাসে, এটাই নানাভাবে জানায়। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে, বুকে পেটে করে রাখে। ওদের উপরে আমাকে চড়তে বলে, বসতে বলে। আমিও ওদেরকে আবরণ করে অঙ্গে জড়িয়ে রাখি।

সবাই -- বাবা, আজ বুঝতে পারলাম, বনের হিংস্র পশু বাঘ, সিংহ সব তোমার বশীভূত। সবাই তোমার কাছে নত হয়ে থাকে। তারা তোমায় কত ভালবাসে।

অপর একজন -- বাবা, তোমার হাতে ত্রিশূল কেন?

শিব -- এটা দিয়ে আমি ক্ষেত নিড়াই, চাষবাস করি। তারপরে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে শিক্ষাও দিই। এই ত্রিশূল দিয়ে আমি অনেক কাজ করি। তাই এটা কাছে রেখেছি। ত্রিশূল হ'ল ন্যায়ের দন্ড, ন্যায়ের প্রতীক। ত্রিশূল হাতে থাকলে মানুষ ফাঁকি-ঝুঁকি, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, ছল-চাতুরীর মধ্যে যেতে চায় না। এটা হাতে থাকলে এটার মর্যাদা রক্ষা করে চলে। ত্রিশূল সবসময় স্মরণ করিয়ে দেয়, সাবধান।

আরেক ব্যক্তি -- বাবা, তুমি কেন শ্মশানে থাকো, আমরা জানতে চাই।

শিব -- এতবছর, এতকাল আমি নিজেকে, নিজের মনকে এইভাবেই গড়ে তুলেছি যে, আমি কারও দান গ্রহণ করবো না। সকলে যেটা ফেলে দেবে, যেটা সবার পরিত্যক্ত, সেটাই আমি গ্রহণ করবো। তারমধ্যে কোন লোভ, প্রলোভন বাসা বাঁধতে পারবে না। তাতে কি কারও অসুবিধা হচ্ছে? অনেক ভেবেই আমি এই পথ নিয়েছি।

অনেকে আমাকে পাগল বলে। হ্যাঁ পাগলের মতই তো। পথটা তো আমি পাগলের মতই নিয়েছি। মরার কাপড়, মরার জামা -- সবাই যেটা ফেলে দেয়, সেটাই আমি পরি। কারও বাড়ীতে গেলে আমার গায়ে গোবর ছিটায়। কারণ মরার কাপড় অস্পৃশ্য। অনেকের কাছে আমি অস্পৃশ্য। কিন্তু অস্পৃশ্য নই আমার স্ত্রীর কাছে, আর অস্পৃশ্য নই ঐ নর্তকীদের কাছে। আমি তাদের কাছে ঐ মরার কাপড় পরে যাই। তারা সাদরে আমাকে নিয়ে তাদের পালঙ্কে বসায়। সাদরে তারা আমায় জড়িয়ে ধরে; তাদের অন্তরঢালা প্রেম ভালবাসা আমায় দান করে। তাদের কাছে আমি অস্পৃশ্য নই। মনটা কার সুন্দর বলতো? তারা আমার কাছে দুঃখ করেছে। তারা করুণভাবে আমায় বলেছে, বাবা এখানে যারা আসে, আমাদের অন্তরের দিকে কেউ তাকায় না। শুধু আমাদের নিয়ে দরদাম করে। তোমার মত অন্তরভরা স্নেহ নিয়ে, দরদ নিয়ে কেউ আসে না বাবা। কেউ আমাদের কথা, আমাদের ব্যথা জানতে চায় না, শুনতে চায় না।

(জনগণের প্রতি) -- তাদের মুখেই তো শুনতে পেয়েছো তারা কত দুঃখ পেয়েছে। আমার যদি দোষত্রুটি থাকতো, তারা কি আমায় ছাড়তো? তারা জিহ্বায় কামড় দিয়েছে তোমাদের কথা শুনে। তোমরা এমন কথা বলেছো বলে, একদিন তারা খায়নি, উনান জ্বালায়নি। বাবার নামে এমন অপবাদ?

তোমরা আমার ভুল ধর, আমার ত্রুটি ধর, আমাকে খুলে বল। তাতো নয়। শুধু আমাকে কেন, না জেনে না বুঝে কাউকেই এমন কথা শুনাবে না, এমন কথা বলবে না। এদিক থেকে তোমরা নিজেদের তৈরী কর। সমাজের অধঃপতনের এটাই হল মূল কারণ।

এমনসময় ভিড়ের ভিতর থেকে একটা ছেলে চিৎকার করে এসে শিবের পায়ে পড়েছে, 'বাবা, আমায় ক্ষমা কর। আমি অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি, বাবা। তোমার নামে এই বদনাম দেবার মুল কারণ আমি। আমি সবসময় অপপ্রচার করে বেড়িয়েছি। আমায় তুমি ক্ষমা কর।'

শিব -- হ্যাঁ, তোমায় আমি ক্ষমা করেছি। (সবাই হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল শিবের কাছে।)

সবাই -- বাবা, আমরা বুঝতে পারিনি। আজ বুঝে নিলাম। কিছুটা অন্ততঃ বুঝে নিলাম। তখন দেবর্ষি বললেন হে জনগণ, যাঁকে আজ তোমরা সামনে পাচ্ছ তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। যাঁর সাথে তোমরা কথা বলতে পারছো, তাঁকে বন্দনা করেন সব দেবতারা। তোমরা আজ বুঝতে পারছো না, কাল বুঝবে; কাল বুঝবে। আমি একটা ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমি এই কথা বলে গেলাম। এখন পারছো না, তখন বুঝতে পারবে, ইনি কে? এমন ব্যক্তি হয় না। তোমরা যেও। তাঁর কথা শুনো। তাঁর কাছে যেও। শ্মশানে যেও। শ্মশানেই তো তিনি থাকেন।

(নারদের প্রস্থান)

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ ঘরোয়ানা পরিবেশে

(আমাদের প্রতি) বললেন, এই হল শিব। কত মানুষ তাঁকে দেখে থুথু ফেলেছে, গোবর ছিটা দিয়েছে। কত অপমান করেছে। সব তিনি সহ্য করেছেন। কোন উচ্চবাচ্য করেননি। কাউকে অভিশাপ দেননি। হাসিমুখে সব সহা করেছেন। তিনি একটি কথাই বলতেন সবাইকে, যেটা আমি বারবার তোমাদের বলি -- ধারণার বশে চলবে না, উচ্ছ্বাসের বশে চলবে না, কানকথায় চলবে না। এই কটি কথা শিবের মহাবাক্য। আগে নিজে বোঝ, নিজে শোন, নিজে জান। তবেই তোমরা প্রস্তুতির পথে এগিয়ে যাবে।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং ..... শিবকল্পতরুম্।

পরম মঙ্গলময় শিবশম্ভু

(২৮-০২-১৯৮৬)

পার্বতীর ভগ্নিপতিরা শিবকে কোন সম্মান দেখাত না। যা খুশী তাই বলতো। তার ভগিনীরা পার্বতীকে কথা শুনাত, 'কোত্থেকে একটা পাগল ধইরা লইয়া আইছস্? আর স্বামী পাস্ নাই। এমন স্বামী কেউ বিবাহ করে?' কত কথা শুনতে হোত। এক মা ছাড়া আর কেউই শিবের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। নিজের বাপ তাও কিভাবে কথা শুনাত। সবাই কথা শুনাত। সুযোগ পেলে কেউ শুনাতে ছাড়তো না। কিন্তু পার্বতী ছিলেন এমন স্ত্রী তিনি চোখ বুঁজে সবসময় শিবকে স্মরণ করতেন আর চরণ ধরে বলতেন, 'আমার স্বামী নিন্দা শুনতে হয়, আমার যেন পাপ না হয় প্রভু।' এইভাবে তিনি দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। শিব ঘরে বসে আপন মনে আপন ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন। এদিকে ঘরে খাবার নাই। পার্বতী কি করবেন? সাধুরা তো তীর্থে গিয়ে বসে। তীর্থযাত্রীরা স্নান করে সাধুদের দান করতে করতে যায়। সবাই বলতো শিবকে, 'যাও তুমিও গিয়ে বসো। তাড়াতাড়ি গিয়ে বসো।'

সকলের কথায় শিব গিয়ে বসলেন গামছা পেতে। ঘরে কিছু নেই। যদি কয়েকদিনের আহারের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তিনি গিয়ে বসেছেন সকলের শেষে। আর চক্ষু মুদে আপন ধ্যানে লীন হয়ে আছেন। সব সাধুরা চাল, ডাল, তেল, নুন সব পেল। আর তাঁর কপালে শেষবেলা জুটলো ধুলাবালি, ইট, পাথর, কাঁকর ইত্যাদি। কি দিল আর কি পেলেন তিনি

দেখলেনওনা। ধুলাবালি বোঝাই করে গামছা বেঁধে নিয়ে এলেন। বাড়ীতে এসে খুশী চিত্তে পার্বতীকে বললেন, 'পার্বতী আজ আমি অনেক কিছু পেয়েছি। যাই আমি স্নান করতে যাই। তুমি রান্না কর।'

পার্বতী মনে করলেন, স্বামী বোধহয় অনেক কিছু পেয়েছেন। তিনি উনুন ধরিয়ে ভাতের জল বসিয়ে দিলেন। তারপর গাঁট্ঠি খুলে দেখেন, বালি, কাঁকর আর ইটের টুকরা ভর্ত্তি। দুঃখের সীমা নাই। বলার কিছু নাই। পার্বতী চোখের জল ফেলছেন আর ভাবছেন, এখন উপায়? স্বামীকে কিছু বলতেও পারছেন না। তাড়াতাড়ি অন্য এক বাড়ীতে গিয়ে কিছু চেয়ে নিয়ে এসে রান্না করে স্বামীকে খাওয়ালেন। শিব পরম তৃপ্তিতে আহার করলেন। এইভাবে কাটতো দিনের পর দিন।

যাঁর অমৃতময় স্পর্শে মানুষ সবকিছু গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তিনি কারও বাড়ীর উপর দিয়ে গেলে গোবর ছিটাত। সেই বাড়ীর লোক শিবের গায়ে পর্যন্ত গোবর ছিটা দিত আর বলতো, ''এ রাম এ রাম মরার কাপড় পরা, গোবর ছিটা দে, গোবর ছিটা দে।'' কি অভাগা দেশে বাস করি আমরা। যাঁর স্পর্শে সবকিছু সম্ভব, তাঁরে গোবরের ছিটা দিয়া পরিষ্কার করে। শিবের ভক্তরাও নির্যাতিত হয়েছেন বহুভাবে। যে জমিগুলি শিব উদ্ধার করলেন কত পরিশ্রম করে, জমিদারের লোকেরা চাষীদের মারপিট করে সব জমি দখল করে নিয়ে গেল। বোঝ, কি কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে।

যাদের বেশ্যা বলে, সেইসব রমণীরা শিবকে বলে 'প্রভু।' তারা প্রভুকে গান শোনায়। নাচ দেখায়, নানাভাবে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। পার্বতীর ভগ্নিপতিরা জানতে পারলো, তিনি ঐসব বাড়ীতে যান, তারা রটিয়ে দিল, 'সব গুণ আছে দেখি। আবার বেশ্যা বাড়ীতে যায়।' পার্বতী সেইসব বাড়ীতে গিয়ে হাতজোড় করে স্বামীকে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, 'বোনগো, প্রভুকে ছেড়ে দাও। খাবার সময় হয়ে গেছে।' কি অগাধ ভক্তি, স্বামীর প্রতি কি শ্রদ্ধা। তোমাদের মত সন্দেহের ব্যারাম, পিছনে লাগার অভ্যাস ছিল না।

স্বয়ং মহাদেব সারাটা জীবন এইভাবে নির্যাতন, লাঞ্ছনা সহ্য করতে করতে ক্লান্ত পথিকের মত আপন মনে আপন সুরে তাঁর কাজ করে গেছেন। ক্রমে অন্য ঋষিরা, অন্যান্য দেবতারা শিবের কাছে আসতে আরম্ভ করলেন। সবাই অবাক, 'এই পাগলের কাছে এরা আবার আসছে কেন?' আস্তে আস্তে সমস্ত জমিদাররা, মানুষেরা হাটে, মাঠে, বাটে তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলো।

পরম মঙ্গলময় শিব চেয়েছেন, যে সংস্কারের পিঞ্জরে সমাজকে আটকে রাখা হয়েছে, এই পিঞ্জর থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। মুক্ত আকাশে মুক্ত পাখীর মত ছেড়ে দিতে হবে। এই প্রতিকার করাই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। এই চিন্তায় তিনি পরিশ্রম করেছেন, তিনি যোগাভ্যাস করেছেন। দিবারাত্র যোগাভ্যাসের মাধ্যমে তিনি অনন্ত সুর সাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন কোথায় এর আরম্ভ, কোথায় এর শেষ। বুঝে গিয়েছিলেন বলেই পার্বতীকেও তিনি সেই পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁকে 'দেবী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। পার্বতী তাঁর স্ত্রী, তাঁর কত সম্মান। পার্বতীর পূজা, দশভূজার পূজা, সে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আজ শিবচতুর্দশী, তাঁর জন্মতিথি - তিনি দেবাদিদেব, ভাষায় তাঁর ব্যাখ্যা আখ্যা দেওয়া যায় না।

সাধারণ লোকেরা সংস্কারের বশে বলে, তিনি পার্বতীতে কাঁধে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছিলেন। এই কথাটা যে বলছে, ব্যাবহারিক জগতে এই কথাটা তাঁর উপরে প্রযোজ্য নয়। তিনি কেন পার্বতীকে কাঁধে নিয়ে পাগলের মত ছুটবেন? পার্বতীকে কাঁধে নিয়ে তিনি যান নি। তাঁর সেটার প্রয়োজন নাই। সতীর সতীত্বকে রক্ষা করার জন্য তিনি সদা সর্বদা ব্যস্ত। স্বামীর জন্য তিনি কিভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন; স্বামীর জন্য তিনি যা কিছু করলেন, সতীর সেই সতীত্বকে রক্ষা করার জন্য পরম করুণাময় শিব একান্নটি পীঠস্থান করলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন। সতীর সতীত্ব, তাঁর যে আভিজাত্য, তাঁর যে ব্যক্তিত্ব, তাকে তিনি কিভাবে সম্মান দিলেন, কিভাবে রক্ষা করলেন, সেটাই বিবেচ্য।

তিনি বলতেন, মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ববোধ যে জাগাবে, মানবতাবোধ যে জাগাবে, সেই তো মানুষ। মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ববোধ, বিবেকবোধ জাগাবার জন্য সবাইকেই সচেষ্ট হতে হবে এবং তা জাগাতে সবাই সক্ষম। এজন্য ভাগ্য, কপাল এসবের প্রয়োজন হয় না; প্রত্যেকেই পারে। জন্ম যে নিয়েছে, সেই দেবতা হতে পারবে, শিব হতে পারবে। সুতরাং আমি বড় - এই কথা ঠিক নয়। কেউ বীজ, কেউ অঙ্কুর, কেউ গাছ, কেউ বীজ, কেউ ফুল, কেউ ফল। তোমাদের মত আমিও একদিন এই মাটির বুকে বাস করেছি। আমারও মা বাবা ছিল, আমিও তোমাদের মত ছিলাম। আমার কায়িক পরিশ্রম, আমার আত্মোৎসর্গ, আমার আত্মত্যাগ, আমার মনঃসংযম সব কিছু নিয়ে, আমার সব কিছু সংযত করে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি। প্রকৃতির সুরে সুর মিশিয়ে আমি এগিয়ে গিয়েছি এই মহাকাশের যাত্রিক হিসাবে। জানি, সবাই আসছে একই সুরে। মৃত্যুর পরে সবাই আসছে একই পথে। মৃত্যুর পরে সবার পথ এক। এই পৃথিবীর বুকে কেউ নতুন কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলো না। সবাই আসছে, দুই একটা সন্তানের জন্ম দিয়ে চলে যাচ্ছে। যেদিকে তাকাই, এই অগণিত গ্রহ নক্ষত্র, কত জীব, কত জন্তু, কত কিছু রয়েছে চারিদিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে। আমি চাই, তার ভিতর থেকে আমি আমার সুরকে জাগাবো। অসুর বৃত্তিকে নিবারণ করে আমি আমার সুরকে জাগিয়ে অনন্ত সুরের পথ পরিষ্কার করবো। এটা আমার মানবিকতা, আমার মানবতা, আমার নিষ্ঠা। এখানে কারও বাধা দেবার ক্ষমতা নাই। যারা বাধা দেবে, যারা আসবে, আসুক, চিৎকার করুক। আমি কোনদিকে তাকাবো না। আমি করি শ্মশানে বাস, কারও কোন বক্তব্য নাই। পরি এমন বস্ত্র, কারও কোন হিংসা নাই। আমি আপনমনে চলি, আপনমনে কাজ করি। আপনসুরে সুর দিয়ে মহাকাশের যাত্রিক হিসাবে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্রের মত একটি নক্ষত্র হয়ে চলছি আপন কক্ষপথে আপন পরিবর্ত্তনে রূপান্তরিত হতে হতে অনন্ত যাত্রার পথে। সেই শিব, তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, সবই অনন্য। তাঁর জটা, অনেকে বলে গঙ্গা আসছেন তাঁর জটা থেকে। গঙ্গা তাঁর জটা থেকে নেমে আসবেন কেন? কি তাঁর প্রয়োজন? দেবাদিদেব মহাদেবের জটা থেকে সেই সুর নেমে আসছে। তিনি সব কিছু জেনেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, আমার

অনন্ত সুর, অনন্ত ধারা আমার এই দেহযন্ত্রের ভিতর থেকেই প্রকাশিত। তাই জটার মত সুরধারা সহস্রধারায় নেমে আসছে। তোমরা তার অনুসরণ কর। তাঁর দেখবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি বোঝেন, তিনি জানেন, তিনি সবকিছু উপলব্ধি করেন। তিনি সবাইকে ভালবাসেন। অন্যান্য দেবতাদের কত বর্ণনা, কত বিবরণ আছে। কোন বর্ণনা, বিবরণে তিনি নেই। তিনি সহজভাবে চলেন। সহজজীবন তাঁর। সহজভাবে ডাকলেই তিনি আসেন। অন্যান্য দেবতারা বাবু তো। ডাকলে সহজে আসতে চায় না। আর ইনি কুলিকামারের দেবতা তো। ডাকটা দিলেই দৌড় মারেন, 'কি কেন ডাকছো?' তাই এই মহান্ ব্যক্তি, মহান সুরে বিলীন। যিনি মহান সুরে ডুবে রয়েছেন তাঁর গুণগান আর কারও সঙ্গে চলে না। কারও সাথে তাঁর তুলনা চলে না। তাঁর দৃষ্টান্ত তিনি নিজে। অন্য কারও সাথে তাঁর দৃষ্টান্ত মেলে না। তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম তাঁর নিজের সুরে গাঁথা। তিনি হাওলাত (ধার) করে কিছু করেননি। যা কিছু নিজের, সবটাই তিনি অর্জন করেছেন তাঁর নিজস্ব সত্তায়। তাই তিনি অসীম।

তিনি মঙ্গলময়। তাঁর উপরেই তো শক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। শক্তিরূপী মা কালী জিহ্বা বার করলেন কেন? শিব পায়ের তলে পড়ে রয়েছেন। আর তো কোন দেবতা পায়ের তলে পড়ে থাকে না। ঐ বেটা পায়ের তলে পড়ে রয়েছে। তিনি যে শক্তির পূজারী, শক্তির প্রতিনিধি, মঙ্গলময়। তিনি যে মহাশক্তিধর। তাই আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি তাঁর বুকের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি বিরাট সাধনায়, গভীর ধ্যানে মগ্ন; তিনি পদতলে। পায়ের তলে কে? মঙ্গলময়। কে মঙ্গলময় হতে পারে? শিবই একমাত্র মঙ্গলময়। আর কারও অধিকার নাই। যাঁর কোন রাগ নাই, মান নাই, অভিমান নাই, কোন কিছু নাই, তিনিই মঙ্গলময়। তিনি সারাজীবন মানুষের বদনাম, অভিশাপ কুড়িয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন, "দেখরে বাবা, তোরা আমাকে যখনই ডাকবি, আমি তোদের কাছে থাকবো। আমি তোদের ফেলে দূরে চলে যাব না। তোদেরে ফেলে আমি স্বর্গবাস চাই না, তোদেরে ফেলে আমি অনন্ত সুরের সাগরে,

তৃপ্তির আনন্দে ডুবে থাকতে চাই না। আমি তোদের সাথে আলিঙ্গন করে, তোদেরে সেই প্রেমে ডুবিয়ে রেখে, একই সুরে যাতে সুর দিতে পারি, তারই প্রচেষ্টায় আছি। তোরা যখন আমাকে ডাকবি, আমি আসবো। কি করে ডাকবি? যেখানে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়, সেই সাড়ার সাড়া পাওয়াই আমার সাধনা। সেই যে বিবেক, সেই যে চৈতন্য, সেই যে আজ্ঞাচক্র, সেই যে সহস্রার, যাহা আমি খুঁজেছি, যেই সুর সাধনা করেছি, যেই সুর সৃষ্টি করেছি, সেই সুর সৃষ্টির ধারাপাতা ধরে ধরে এই ধরিত্রীর বুকে আমি লিখে দিয়ে গেলাম। যখনই ধারাপাতা ধরে ধরে পাঠ করবি, তখনই বুঝতে পারবি, শিব কোথায়? মঙ্গলময় কোথায়? ডাকলে শিব সাড়া দেবেন, উত্তর দেবেন। তাই তাঁর কথায় তাঁর ব্যাখ্যায় নানাজনে নানা মন্তব্য করেছে। আজ তাঁরই দিন। এই দিনে তিনি সবাইকে ডেকে নিজে রান্না করতেন, পরিবেশন করতেন, নিজে সবাইকে খাওয়াতেন। অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত তাঁর আত্মত্যাগের বিবরণ। তাই আমাদের ডাক, তোমাদের পূজা, তোমাদের আকুলতা, ব্যাকুলতা তাঁর কানে নিশ্চয়ই পৌঁছবে। পৌঁছবার জন্যই তিনি এসেছেন। তিনি শুনতে বাধ্য। এই কথা তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, 'আমাকে যে যখন ডাকবে, আমি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবো সেখানে। আমি যদি দেখি, তার বিবেক, তার চৈতন্য তার হিংসা, দ্বেষ সব উৎসর্গ করে স্বচ্ছ পবিত্রতায় আমাকে স্মরণ করেছে, আমাকে বরণ করেছে, আমি নিশ্চয়ই তাকে আলিঙ্গন করে জানিয়ে দেব, সেদিনকার সাধারণ ছেলে শিব এখনও তোদের কাছে তেমনই আছে। কিন্তু হিংসা-দ্বেষ, জটিলতা, কুটিলতায় ভরা তোমাদের জীবন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমরা আলোচনা, সমালোচনায়, নিন্দায় পরচর্চায় মানুষকে করছো বিভ্রান্ত। এই মন নিয়ে তোমরা কি করে আমাকে আলিঙ্গন করতে চাও? বল বল তোমরা? এই কখনও হয়? এই মন নিয়ে আমি তোমাদের সাথে মিশতে চাই না। কিন্তু ভালবাসি তোমাদের। ভালবাসি বলে ঐ সমস্ত জঞ্জালগুলোকে ভালবাসি না। ঐ সমস্ত বিষগুলোকে ফেলে দাও। ঐ সমস্ত আবর্জনাগুলোকে দেহ থেকে সব বিদায় করে দাও। পবিত্র মন নিয়ে, স্বচ্ছ মন নিয়ে আত্মোৎসর্গ করে, এস আমরা এক মন নিয়ে এক সুরের পথের পথিক, যাত্রিক হই। চল সেখানে যেথায় বিবাদ নাই, বিচ্ছেদ নাই। আমি বলেছিলাম,

আমি তোমাদের পাশে আছি, থাকবো। দেখ আছি কিনা, আমার কথা পরীক্ষা কর।"

আজও তোমাদের পাশে তিনি এখানেই আছেন। তিনি সবসময় থাকেন। কিন্তু কথা হল, বাতাস তো লাগে গায়। অথচ বাতাসকে দেখা যায় না। জল তো উড়িয়ে নিয়ে যায় আকাশের বুকে। জল তো পড়তেই দেখো, উঠতে দেখ না। তাই তিনিও তাঁর মহান্ আশীর্বাদ, তাঁর স্বচ্ছ পবিত্রতার সুর নিয়ে তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, সম্মুখে রয়েছেন। কোন্ বেশে রয়েছেন কে জানে? কিন্তু তাঁর কথা হল, যেখানেই আমাকে স্মরণ করবে, মনন করবে, আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো, থাকবো। এটাই হল আমার কথা।

আজ শিব চতুর্দশী। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তোমরা ধন্য হও। আমি তোমাদের ঠাকুর। আমি আজ তাঁর হয়ে তোমাদের বলছি, তিনি মঙ্গলময়, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন। তিনি সবাইকে ভালবাসেন। তিনি সকলের কাছে যান। সবাইকে তিনি দেখতে চান। সবাইকে তিনি ডেকে দেখাতে চান। সুতরাং তাঁকে দেখতে হলে চোখের দৃষ্টিটা যেভাবে দরকার সেইভাবে খুলে নাও, খুলে নাও, খুলে নাও।

আজ এই থাক। এরপরে পুজো হবে। নাটক দেখবে। পার্বতী আর শিবের কথা। ভিক্ষা করে, ঝি-গিরি করে, পরের বাড়ীতে বাসন মেজে তিনি সংসার চালিয়েছেন।

তোমাদের পরমপিতা আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছেন। তোমরা দেখো, দেখো, দেখো। ধৈর্য ধরো, বিবেচনা করো। তিনি জর্জরিত হয়ে যাচ্ছেন। আর বলার কিছু নাই। তোমরা তাঁর পূজায় এসেছো। একদিকে শিব, একদিকে গঙ্গা। আর একদিকে তোমাদের গুরু পরমপিতা। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না তোমাদের পরিস্ফুটিত হোক। আজ্ঞাচক্র পরিস্ফুটিত হোক। সব ক্লেদ পরিষ্কার কর। স্বচ্ছ পবিত্র হও, মন পরিষ্কার কর।

মৃত্যু যখন অনিবার্য, আর কয়দিন আমরা এখানে থাকবো বল? কার

আশায় আমরা বসে থাকবো? টিকিট তো কাটাই আছে। প্ল্যাটফর্মে বসেই আছি। কার গাড়ী কখন চলে আসে, কোন ঠিক নাই। যাক আজ সে কথা।

জয় মহাদেব। জয় শিবশম্ভু। আমি দেখ, নিজে পূজা করতে যাই না। পূজার ঘরে যাই না। কোন কিছুর মধ্যে আমি জড়াই না। শুধু ব্যাখ্যা বলে দিলাম। শিব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বলা হল। একশো ভাগের এক ভাগও বললাম না। মোটমাট সাগরের বর্ণনা সাগর নিজে, মহাকাশের বর্ণনা মহাকাশ নিজে। শিবের বর্ণনা শিব স্বয়ং। এখানে তাঁর ব্যাখ্যা দিলে তাঁকে ছোট করা হয়। এখানে ব্যাখ্যা চলবে না। কোন কিছু দিয়েই তাঁকে ছোট করা চলবে না। তাঁর ব্যাখ্যা তিনি নিজে। তোমরা শিবের কাছে আছ। তোমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করো। শিবের কৃপা লাভ করো। শিবের দৃষ্টিলাভ করো। শিব তোমাদের ভালবাসেন। তিনি তোমাদের চান। তোমরাও তাঁকে চাও। তোমাদের পরমপিতা হিসাবে এইটুকুনু তোমাদের জানাতে চাই। আর কিছু নয়। ইঞ্জিন হয়ে তোমাদের বগীগুলোকে পৌঁছিয়ে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। আর কি চাই বল? তোমাদের বগীতে চড়াব। তালা দেব। তারপর খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে নিয়ে চলে যাব। এছাড়া আর কোন বক্তব্য নাই। আচ্ছা, রাম নারায়ণ রাম। কর্মই ধর্ম।

পুজো এখনি আরম্ভ হবে। দেখাবে নাটক। নাম জপ করো। রাম নারায়ণ রাম। যারা যারা নাম করার করো। যারা যারা যাবার যাবে। যারা যারা থাকার থাকবে। রাম নারায়ণ রাম।

গণশার বাবা

(১৪-০২-১৯৮০)

আর মাত্র ছয় মিনিট বাকী আছে শিব চতুর্দশী লাগতে। যখন চতুর্দশী লাগবে, তখন তোমরা অন্তরের প্রার্থনা জানাবে শিবশম্ভুর কাছে। এই শিব হচ্ছেন দেবের দেব মহাদেব। আমাদের ভারতবর্ষে, এই পৃথিবীতে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। খুব বড় মহান ব্যক্তি ছিলেন তিনি। নিজে সাধনা করে তিনি আজ সবার কাছে দেবতা হয়েছেন, ভগবান হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে, অনেক ঘটনা আছে, যা শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। সত্যিই তিনি সদানন্দে বিরাজ করেন। তিনি ভোলানাথ। তাঁর আজ জন্মদিন, জন্মতিথি। তিনি সবাইকে মনে প্রাণে অন্তরে টেনে নিয়ে সবাইকে শুদ্ধ ও পবিত্র করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেখানে আমার পূজা হবে, যারা আমার পূজা করবে, প্রাণের আকুলতায় অন্তর থেকে আমাকে ডাকবে, তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করাই আমার কাজ। তাই আজ শিবচতুর্দশীতে মনে প্রাণে তাঁকে স্মরণ করবে, বরণ করবে। তিনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি আমাদেরই জন। বহু নির্যাতন সহ্য করে তিনি আজ দেবতা হয়েছেন। মানুষ তাকে কম নির্যাতন করেনি। এই সমাজে মানুষের হাতে তিনি নিগৃহীত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু কোনকিছুই তার মনে দাগ কাটেনি। তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করেছেন। তাই তিনি আজ দেবাদিদেব।

আজ শিবচতুর্দশীতে মনে প্রাণে তাঁকে স্মরণ করবে, বরণ করবে। তিনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি আমাদেরই জন। বহু নির্যাতন সহ্য করে তিনি আজ দেবতা হয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন পার্বতী। তাই গণশার বাবা স্বয়ং শিব ছিলেন বিরাট পুরুষ। তাঁর কাছে তোমরা প্রার্থনা জানাও, দেশের দশের দুর্দিনের অবস্থার কথা জানাও। তোমাদের অন্তরের কথা জানাও। তিনি বলেছেন, আমাকে যে স্মরণ করবে, তাঁর কথা আমি শুনবো। তাই তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের কথা শুনবেন। সব পাথরই শিব। তাই পাথরের ভিতর দিয়াই তাঁকে স্মরণ করতে বলেছেন। পাথরে অর্থাৎ শুষ্ক জমিতে জলদানের কথাই তিনি বলেছেন। জন্মতিথি বা চতুর্দশী যখন লাগবে, তোমরা ঐ স্তোত্র পড়বে। কোন্ স্তোত্র বলতো?

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং গুণহীনমহেশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

এটা করবে। ঢাক বাজবে তখন। আরতি হবে, কীর্তন হবে, নাম হবে তখন, ধুপধুনা তখন জ্বলবে। অন্তরে তাঁকে ডাক। তাঁকে স্মরণ করো। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাও। দেশের দশের এই দুর্দিন। আজ আমরা ক্লেদ পঙ্কিলতায় ভরে গেছি। তাঁর মতন বিরাট পুরুষের সংস্পর্শে যেন সব পবিত্র হয়ে যায়, এই চিন্তা করবে। তাই যত দেবদেবতা ও এখানকার অনেক মহান তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। তিনি সবার উপরেই সদয়। অল্পেতেই তিনি তুষ্ট, তাই তিনি আশুতোষ। তিনি মঙ্গলময়। তিনি মা কালীর চরণতলে পড়ে রয়েছেন। মা কালীর চরণে নয়। মাকে স্মরণ করলে মঙ্গল হয়। তাই মঙ্গল এইভাবে আপনমনে পড়ে আছেন। শিব শক্তির সমন্বয়ে সবাই আজ জেগে উঠুক ভিতরে বাইরে সর্বত্র। তিনি আসবেন। তিনি নিশ্চয়ই এসেছেন। সুতরাং তোমরা হৈ চৈ না করে, গোলমাল না করে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও যে, এই জনমের পরে যদি জনম থাকে, সেই জনমেও যাতে পরমশান্তি পরমানন্দ লাভ করে পরমবস্তুর সন্ধানে যেন থাকতে পার; যেন চিরদিন চিরযুগ তাঁর সংস্পর্শে থেকে, তাঁর শরণাপন্ন হয়ে চির আনন্দের সুরে বিরাজ করতে পার, এটাই চিন্তা কর। এইমাত্র চতুর্দশী লেগে গেল। গান করো।

তিনি মা কালীর চরণতলে পড়ে রয়েছেন। মা কালীর চরণে নয়। মা কে স্মরণ করলে মঙ্গল হয়। তাই মঙ্গল এইভাবে আপনমনে পড়ে আছেন।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং গুণহীনমহেশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃতপাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসম্মুকুটং কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং মুখপদ্মপরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধুখন্ডবিমন্ডিতভালতটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

মকরধ্বজ-মত্তমাতঙ্গহরং করিচর্মগনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণশূলবিষাণধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

জগদুদ্ভবপালননাশকরং ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

অনাথং সুদিনং বিভো বিশ্বনাথো পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোহখিলদুঃখসমূহহরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

জয় শম্ভো। জয় শম্ভো। জয় শম্ভো।
জয় শম্ভো। জয় শম্ভো। জয় শম্ভো।
জয় শম্ভো। জয় শম্ভো। জয় শম্ভো।

সবাই প্রার্থনা জানাও। অন্তর থেকে প্রার্থনা জানাও। হাতজোড় করে প্রার্থনা জানাও। হে শিবশম্ভু, আমাদের করুণা কর, দয়া কর। মনের বাসনা পূরণ কর। পূরণ কর।

মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে,
মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে।
লাগলো হরির লুট নিতাই আনন্দবাজারে
আনন্দবাজারে নিতাই প্রেমেরই বাজারে।
প্রেমেরই বাজারে নিতাই আনন্দবাজারে।। (২)
মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে।
লাগলো হরির লুট নিতাই আনন্দবাজারে। (২)

যার যত বাঞ্ছা মনে
ভক্তি কর সদাই মনে, হরিচরণে।
যার যত বাঞ্ছা মনে
ভক্তি কর সদাই মনে, গুরুচরণে।।
মনেরই বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে। (২)
লাগলো হরির লুট নিতাই আনন্দবাজারে
আনন্দবাজারে নিতাই প্রেমেরই বাজারে
প্রেমেরই বাজারে নিতাই আনন্দবাজারে
মনেরই বাসনা যত .....।

ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করো

(২৫-০২-১৯৭৯)

আজ শিব চতুর্দশী উপলক্ষ্যে আমরা এখানে একত্র হয়েছি। আমার কাছে প্রতিদিনই শিব চতুর্দশী লেগে আছে। সকাল থেকে রাত্র অবধি আমি বিশ্রাম পাই না। প্রতিদিনের লোক যদি একত্র করি, এরকম লোকই হবে প্রায়। শিবের মাথায় জল অনেকেই ঢেলেছে আজ। শিব বলেছেন, আমার মাথায় অযথা ঠান্ডা জলগুলি ঢালবে না। তাতে আমি খুশী হবো না। আমার তিথিতে তোমরা এসেছ, তাতে আমি খুশী হয়েছি। শিব তোমাদের জানিয়েছেন একথাই। আজকে এটাই আমি ভেবে নিয়েছি। শিব কি বলতে চান একটু ভেবে নিয়েছি। শিব তোমাদের নানারকম কার্যকলাপ, তোমাদের গতিবিধি, আচার আচরণ সম্পর্কেই বলেছেন নানা কথা।

এখন কথা হ'ল, আজকের দিনে শিব জানাচ্ছেন তোমাদের, শুধু আজকের দিনে নয়, চিরদিনই শিব জানিয়েছেন, জানিয়ে আসছেন তাঁর কথা। সেইজন্য তিনি তাঁর রূপকে সম্মুখে না দিয়ে শিবলিঙ্গ হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করেছেন যাতে কামনা বাসনা এবং প্রকৃতি-পুরুষের একত্রিত সুরে একত্রিত হয়ে সবাই কাজ করতে পারে।

তিনি তাঁর রূপকে সম্মুখে না দিয়ে শিবলিঙ্গ হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করেছেন যাতে কামনা বাসনা এবং প্রকৃতি-পুরুষের একত্রিত সুরে একত্রিত হয়ে সবাই কাজ করতে পারে।

এখন বেশী কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা নাই। বাপ-বেটা কথা, বাপ-বেটী কথা। ব্যাপার হল, ঝড়-ঝাপটা আসবেই জীবনের পথে। একটা ছবি দেখেছি সকালে ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চল। ঝড়ের সাথে সাথে লড়াই করে চল। শিব একেবারে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন এইরকম করে (তর্জনি তুলে) এইবার শিবের নৌকায় উঠে গেছে। উঠে বলছে, ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হবে তোমাদের। শিব তোমাদের জানিয়েছেন যে, তোমরা দেশের দশের সেবা কর। আজকের দিনে তোমাদের তিনি আবার নতুন করে জানাচ্ছেন, তোমরা আমায় ভালবাস জানি। মনে প্রাণে সবাই আমাকে ভালবাস। আমিও তোমাদের ভালবাসি। আমি অনেকদিন এই দেশের অনেক কাজ করেছি; যাতে দেশের দশের শান্তি হয়, সেই চিন্তা করে আমি ঘর ছেড়ে দিয়ে ঘর নিয়েই গেছি। আমি স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে দিইনি। তাদের নিয়েই গেছি। শিবের কথা, তাদের সবাইকে নিয়েই আমি এমন জায়গায় গিয়েছি যাকে বলে শ্মশান। এই কথাটায় তোমরা মনে কোর না যে, শিব শ্মশানে গিয়েই বসে থাকতেন। শ্মশানে গিয়েছি মানে তাঁর মনে প্রাণে এমন শ্মশান জ্বলতো যে, তিনি সেই চিন্তা নিয়েই থাকতেন। শ্মশান হচ্ছে ত্যাগের জায়গা, ত্যাগের ক্ষেত্র। তাঁর অন্তরে তাঁর ভিতরে তিনি সদা সর্বদা সেই ত্যাগের চিন্তা করতেন, সেই চিন্তা নিয়া সেই শ্মশানেই তিনি বাস করতেন। যেখানে কোনরকম কোন কামনা বাসনা বা অন্য কোনরকম কোন স্বার্থের গন্ধ ছিল না, শিব জানাচ্ছেন, আমি সেই জায়গাতেই গায়ে ছাই মেখে রয়েছি। শ্মশানের ছাই কি কেউ গায়ে মাখে? এই দেহ হবে একদিন ছাই। সেই ছাইয়ে পরিণত হবে সকলেই। তাই আমি অঙ্গে মাখিলাম ছাই এবং বাস করছি শ্মশানে। সেইজন্য নিমতলা, কেওড়াতলায় গিয়ে শিব বাস করছেন না। তিনি বাস করছেন এমন শ্মশানে যেখানে আমরাও বসবাস করছি। তাঁর কাছে সমস্ত দেশটাই শ্মশান, মনে রেখো। এই যে তোমরা ঘরবাড়ীতে বাস করছো, মনে কোর না চিরকালের জন্য বসবাস করছো। এই জায়গাটাও আমাদের কাছে শ্মশান। যেই ক্ষেত্রে যেই জায়গায় আমরা থাকবো না,

শ্মশান হচ্ছে ত্যাগের জায়গা, ত্যাগের ক্ষেত্র। তাঁর অন্তরে তাঁর ভিতরে তিনি সদা সর্বদা সেই ত্যাগের চিন্তা করতেন, সেই চিন্তা নিয়া সেই শ্মশানেই তিনি বাস করতেন।

শিব বলেছেন দেশবাসীকে যে, তোমরা আর কিছু নয়, যেই কয়দিন বাস করবে এখানে (এই পৃথিবীতে), সেই কয়দিন যেন তোমরা অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পাও। নিজেদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষে যেন লিপ্ত না থাক।

যেথায় বাস করবো, সেথায়ই আমরা নিজেদের ত্যাগ করে চলে যাব। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শ্মশানক্ষেত্র। আমরা যতই অট্টালিকায়, যতই আট তলা, দশতলায় বাস করি, কিন্তু সেটাই শ্মশান। ঐটাই শ্মশানের ঘর, ঐটাই ত্যাগের ঘর। ঐ ঘরেই আমার মৃত্যু। ঐ ঘরেই আমার দেহের শেষ। সুতরাং আমরা যেইক্ষেত্রেই বাস করছি, সেই ক্ষেত্রেই আমরা শ্মশানেই বাস করছি। কারণ মৃত্যু যে আছে, তাতো আমরা জানি, তোমরাও জান। সুতরাং সেখানে তো আর কোন কথা চলতে পারে না যে, এখানেই আমরা চির অমর হয়ে এমন কিছু করবো, যেটা অমর হয়ে থাকবে। আমরা আজ আছি, কাল নেই। মুহূর্ত্তে যেখানে বিশ্বাস নাই, সেইক্ষেত্রে বাস করছি আমরা। তাই শিব বলছেন দেশবাসীকে যে তোমরা আর কিছু নয়, যেই কয়দিন বাস করবে এখানে (এই পৃথিবীতে) সেই কয়দিন যেন তোমরা অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পাও। নিজেদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষে যেন লিপ্ত না থাক। তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেন ঝগড়া বিবাদ বা অন্য কোনরকম কোন কিছু না আসতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাদের। তাই শিব নিজে বললেন, আমার হাতের এই ত্রিশূল, যেই ত্রিশূল দিয়ে আমি শয়তান বিনাশ করেছি, সেই ত্রিশূল নিয়ে আজ আমি ঘুরতে চাই না। তোমরা উপযুক্ত হয়েছ, বড় হয়েছ, আজ আমার হাতের ত্রিশূল তোমাদের হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমি দেখতে চাই লক্ষ লক্ষ জন, কোটি কোটি দেশবাসী এই ত্রিশূল নিয়ে নেমে যাক মাঠে। এখানে রাজদ্রোহীর কথা নয়, দেশদ্রোহীর কথা নয়, রাজনীতির কথা নয়, দলাদলির কথা নয়। এখানে হচ্ছে দেশবাসীকে বাঁচিয়ে রাখার কথা। তাই তোমরা ঐ ত্রিশূলের মাধ্যমে যাতে দেশ বাঁচে, তার ব্যবস্থা করো। সেই ব্যবস্থা করতে হলে দেশের সব ভাইবোনেরা একত্রিত হয়ে সেই ত্রিশূলটি ধর, যেই ত্রিশূল ধরে সমাজকে এক করতে পার। এখানে আর কোনরকম বিবাদ-বিচ্ছেদ থাকবে না। তাই ত্রিশূল ধরে একত্রিত হয়ে তোমরা কাজ কর।

এই ত্রিশূল আর কিছু নয়। আগেই বলেছি, এর আর একটা নাম

তিনি দেখতে চান, এই ত্রিশূল যেন শুধু ঘরেই না বসে থাকে। তোমরা একে শুধু ফুল বেলপাতা আর চন্দন মাখিয়ে রেখো না। ছাগের মত পাতা খাইয়ে রেখো না। ওকে কাজে লাগাতে হবে তোমাদের।

হ'ল তে কাইঠ্যা যন্ত্র। এই যন্ত্রটি বড় সাংঘাতিক যন্ত্র। তোমরা তাকে সম্মান দেবে। এর মর্যাদা রক্ষা করবে এবং তোমাদের ভগবান শিব তাঁর হাতের এই অস্ত্র অর্পণ করেছেন তোমাদের হাতে অতি আনন্দে। তিনি দেখতে চান এই ত্রিশূল যেন শুধু ঘরেই না বসে থাকে। তোমরা একে শুধু বেলপাতা আর চন্দন মাখিয়ে রেখো না। ছাগের মত পাতা খাইয়ে রেখো না। ওকে কাজে লাগাতে হবে তোমাদের। দেশের আজ এই দুর্দিন। দেশজুড়ে এই সর্বনাশের খেলায় আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি। এই সর্বনাশের মূলে কে এবং কারা, তাই আমরা জানতে চাই। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে চাই না। কাউকেই আমরা শত্রু মনে করতে চাই না। কিন্তু দেশের শত্রু হয়ে দেশকে যারা সর্বনাশের মুখে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, তাদেরে বন্ধু মনে করবো না।

তাই তোমরা আজ শিব চতুর্দশীর তিথিতে এইটুকুই বলো, যে ত্রিশূল আজ তোমাদের হাতে এসে দাঁড়িয়ে গেছে, তোমরা এই ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করবে। তারপর সময়মতন যখন ডাক পড়বে, সেদিন তোমরা ছেলেমেয়ে, বাচ্চা, বুড়ো-বুড়ী সবাই মাঠে নেমে যাবে। শয়তান বিনাশ কি করে করতে হয়, অসুর বিনাশ কি ভাবে করতে হয়, তখন সেটা তোমরা সেইভাবেই করতে পারবে।

-- এখন তোমরা করতে পারবে কি না, আগে বলো।

-- পারবো, পারবো, পারবো।

আজ তাই তোমাদের কাছে এটাই, জানাচ্ছি, আমরা রাজনীতি করতে যাচ্ছি না। আমরা কোনরকম কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নই। অন্য কোন দিক থেকে নয় শুধু বাঁচবার তাগিদে, আত্মরক্ষাকল্পে ভগবান শিবের সেই মহান্

"হে মহাদেব, হে শম্ভু, তুমি বিরাট পুরুষ, তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী। তোমার কাছে এই অঙ্গীকার করিতেছি। আজকের দিনে এটাই হবে তোমার সবচেয়ে আনন্দের কথা এবং সবচেয়ে বড় পূজা।"

অস্ত্র আজ আমরা হাতে তুলে নিয়েছি। শুধু খেলা করার জন্য নয়, এর মর্যাদা যাতে রক্ষা করতে পারি, তার চেষ্টা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তোমরা শিবের কাছে জোর গলায় বলো, "হে মহাদেব, হে শম্ভু, তুমি বিরাট পুরুষ, তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী। তোমার কাছে এই অঙ্গীকার করিতেছি। আজকের দিনে এটাই হবে তোমার সবচেয়ে আনন্দের কথা এবং সবচেয়ে বড় পূজা।" তাতেই সবচেয়ে বড় সম্মান দেওয়া হবে তাঁকে। তাঁর ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করতে যদি পার, তবেই রক্ষা হবে শিবের মর্যাদা। তাতেই তাঁকে আজ পুরোপুরি সম্মানিত করা হবে। তাই শিব বলেছেন, অযথা ঘটি ভরে ভরে আমার মাথায় জল দিও না। ঐ জল আমার সহ্য হচ্ছে না। তোমাদের দুঃখ দুর্দশায় আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমি দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছি। কারণ তোমরা এখনও ধারণ করে রয়েছ দুইটা দেহ। আমি বিদেহীর আত্মায়, এমন ভাবে রয়েছি যে, তোমাদের কাছে সেকথা বলতে পারছি না। তোমরা দেহ নিয়ে আছ। তোমরা দেশের কাজ কর। তোমরা স্রষ্টা, তোমরা এগিয়ে যাও। আমি তোমাদের সাথে সবসময় থাকবো। সর্বদা তোমাদের সাথে সাথে থাকবো। আমি তোমাদের পাশে, তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের সর্ব-অবস্থায় আমাকে তোমরা পাবে, শিব এই কথা তোমাদের জানাচ্ছেন। তাই তোমরা নিশ্চিন্তে থেক। তাঁর হাতের ত্রিশূল নিয়েছিলেন পার্বতী এবং পার্বতী এই ত্রিশূল নিয়ে অসুর দমন করলেন। তারচেয়েও তোমাদের দাবী অনেক বেশী। পার্বতীর চেয়েও বেশী। কারণ তোমরা তাঁর সন্তান। তাই সন্তানের দাবী রক্ষা করছেন তোমাদের পরম পিতা।

তোমরা এখনও ধারণ করে রয়েছে দুইটা দেহ। আমি বিদেহীর আত্মায় এমনভাবে রয়েছি যে, তোমাদের কাছে সেকথা বলতে পারছি না। তোমরা দেহ নিয়ে আছ। তোমরা দেশের কাজ কর। তোমরা স্রষ্টা, তোমরা এগিয়ে যাও।

তোমাদের ঠাকুর, তোমাদের গুরু হয়ে আমি এইকথাই জানাচ্ছি,

তোমরা তাঁর ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করে তাঁকে সম্মান জানাও। এটাই তাঁর কাছে অঙ্গীকার করো, ''হে মহাদেব, হে শিব, হে শম্ভুনাথ তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা প্রত্যেকেই এই ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করবো।'' বল, অঙ্গীকার কর, ''আমরা ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করবো।''

(সবাই সমস্বরে) হ্যাঁ করবো। আমরা ত্রিশূলের মর্যাদা রক্ষা করবো, করবো।

ঠিক আছে। তোমরা সব একত্রিত হয়ে যাও। আমরা সরকারকে বানচাল করতে চাই না। যে সরকার যে অবস্থায় আছে, সে সেই অবস্থায় থাকুক। কিন্তু সরকার যেন দলপোষণ না করেন। গদী পোষণের জন্য নিজেকে যেন হারিয়ে না ফেলেন। তার (সরকারের) দৃষ্টি থাকবে সবাইর প্রতি সমান। সমান দৃষ্টি থাকলেই সেই সরকার টিকে থাকে। দৃষ্টির তারতম্য যখন ঘটে, তখনই পতন অনিবার্য। তাই আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সন্তান প্রত্যেকেই এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। এমন কোন ক্ষমতা নাই, এমন কোন পুলিশী শক্তি বা মিলিটারী শক্তি নাই, যা আমাদের রুখতে পারে। আমাদের উপরে যদি অযথা দুর্ব্যবহার করে, অযথা যদি আমাদের উপরে অত্যাচার করে, অযথা যদি মনগড়া ঘটনা তৈরী করে, অযথা যদি অস্ত্র নিক্ষেপ করে, এরচেয়ে বড় ভুল কেউ করবে না। সেদিন বুঝবে, তাদের পতন অনিবার্য। ডাইরীতে লিখে রেখো। আমাদের উপরে যদি অযথা অত্যাচার, অবিচার, অনাচার করে, সেদিন বুঝবে এই সরকারের পতন হবে। যেই সরকার এমন করবে, যেই করবে, তারই পরিণামে এটাই হবে। কিন্তু সরকারের পতন হোক, আমরা চাই না। কোন কথায় ভুল বুঝে যদি আজ আমাদের উপরে অত্যাচার করে বা অযথা কিছু বলে, আমরা ছাড়বো না। আমরা এমনিতে কিছুতে যাব না। অযথা খোঁচাখুঁচি করবো না। অযথা ঝগড়া বিবাদে যাব না। সর্ব অবস্থায়, সর্বদলে, সর্বজায়গায়, সব রাজনীতির সংগঠনে সংগঠনে তোমরা জানিয়ে দিও, তারা যেন অযথা আমাদের খোঁচাখুঁচি না করেন। কারণ এটা করলে ভাল কাজ করবেন না। এতে ফল ভাল হবে না। আমরা কাউকে খোঁচাখুঁচি করবো না। যদি কেউ

করতে যায়, তার দায়িত্বে সে করবে। তারজন্য সন্তানদল অথবা আমাকে দায়ী করা চলবে না। সন্তানদল বেদ প্রচারক। এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে তার কাজ।

তাই তোমাদের কাছে এটাই জানাচ্ছি, তোমরা শিবের কাছে এটাই প্রার্থনা করো, পরমপিতার কাছে এটাই প্রার্থনা করো যে, তোমরা সব ভাইরা একরক্তে এক মালায় যেন গেঁথে থাকতে পার। সেই মালার থেকে কেউ সরে যেও না। বিশ্বাসঘাতকতা যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে। তোমরা এইটাই অঙ্গীকার কর। আজ এটাই অঙ্গীকার কর যে, ''আমরা যেভাবে, আমরা সন্তানদলের মাধ্যমে যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, সেভাবেই কাজ চালিয়ে যাব। হতাশ নিরাশের স্পর্শে আমরা থাকবো না। হতাশা নিরাশা আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের মৃত্যু যখন আছে, আমরা এগিয়ে যাবই যাব''।

আমরা সন্তানদলের মাধ্যমে যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, সেভাবেই কাজ চালিয়ে যাব। হতাশ নিরাশের স্পর্শে আমরা থাকবো না। হতাশা নিরাশা আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের মৃত্যু যখন আছে, আমরা এগিয়ে যাবই যাব।

তাই তোমরা নিশ্চিন্তমনে সেইভাবে প্রস্তুতি নাও। দরকারবোধে সরকারকে সাহায্য করবে, যেই সরকার তোমাদের দিকে তাকাবে, সবাইর দিকে তাকাবে। সেই সরকারের জন্য তোমরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। যে আমাদের দিকে তাকাবে না, সমাজের দিকে তাকাবে না, শুধু শুষে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে, সেইদিকে আমরা তাকাবো না।

তাই তোমরা সেইভাবেই চল। বেশী কিছু আর বলবো না। অনেক দর্শনার্থী রয়েছে। তোমরা শাখার পর শাখা বাড়িয়ে যাও। বাধা যত আসে, শুধু দেখে রাখ, চিনে রেখে দাও, কে ক্ষতি করছে, কে তোমাদের পিছনে লাগছে। শুধু note কর, ডাইরীতে লিখে যাও। তোমরা এগিয়ে গিয়ে ঝগড়া করতে যেও না। দু'চারটা মার খেয়ে যাও। জানতো 'মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ।' তোমরা এই পক্ষের তো। সুতরাং মার খেয়ে একটু শেখ। তারপরে দেখা যাবে, তোমাদের স্বরূপ কোন্‌দিকে কিভাবে যায়।

তোমরা শিবের কাছে গিয়ে অঙ্গীকার করো যে, ''আমরা তোমার হাতের অস্ত্র নিয়েছি। তার মর্যাদা রক্ষা করবোই করবো।'' একথা শিবের কাছে গিয়ে বলো। শিব খুশী হবেন। এই শিব বড় চমৎকার, বড় সাংঘাতিক জিনিস। অদ্ভুত, বুঝলে? রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ, রাম নারায়ণ রাম।

এইভাবেই তোমরা এগিয়ে যাবে। এই নাম, এই মহাকাশের মহানাম, মহাসুর, মহাধাম। এই বিরাট নাম শুধু এখানকার রাম নারায়ণ রাম নয়। এর জন্মের কোটি কোটি কোটি কোটি বছর আগে এই মহানাম। এই মহানামের মহা সুর, স্বয়ং শিব নিজহস্তে অনাহতে লিখিলেন এই মহানাম; সেই মহাকাশের মহানাম মহাস্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। তাই তোমরা এই মহানাম, মহা অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ হে পথিক, হে যাত্রিক।

জানো, আমরা অনেকরকম ঝড় ঝাপট্টা সহ্য করে যাচ্ছি মানুষের। এই এখন যে সমাজে থাকি, যেথায় থাকি,অনেক শাখায় শাখায় অনেকে আছে, খুঁচিয়ে ঘা করতে চায়। অনেক বন্ধুরা আছেন আমাদের সমাজের আশে পাশে, যারা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিবাদ করতে চাইছেন। আমরা যেতে চাই না। আমরা শত্রু মনে করি না। আমরা তাদের বন্ধু মনে করি। কিন্তু বন্ধুর মত কাজ যদি করতে দেওয়া না হয়, তাহলে কি করা যায়? এইরকম অযথা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র আক্রোশের ফলে এই সমাজের মধ্যে থেকেও আমাদের সাথে খুচরো খুচরো ঝগড়া করতে চাচ্ছে অনেকে। দেখ, কি দুঃখের কথা। সমাজে যেখানে আছি, যাদের সাথে আছি, কারও সাথে ঝগড়া করতে চাই না। প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করতে চাই, ভালবাসতে চাই, ভালবাসা রক্ষা করতে চাই, আপদে বিপদে প্রত্যেকের পাশে দাঁড়াতে চাই। কোনরকম কোন অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা কারও সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। অনর্থক আমাদের উপরে এসে অযথা চাপ সৃষ্টি করে একটা বিবাদের সৃষ্টি করতে চাইছে। সম্পূর্ণ অনর্থক, এটা বড় দুঃখের কথা। তারা আমাদের দুর্বল মনে করছেন না কি? কি মনে করছেন? আমাদের চুপ করে থাকাটাই কি দুর্বলতার পরিচয় নাকি? আমি আমার সন্তানদের

বলেছি, থাক চুপ করে। দেখি, কতদুর কে উঠতে পারে। এটাই বলেছি, সবাইকে। এটাই আমি বলি। আমি তো জানি না কিছু। আমি তো কোন খোঁজ খবরও রাখি না। আমি কোন খোঁজ রাখি না। যদি আমাদের কোন ত্রুটি থাকে আমাকে বলুক, আমি তাকে বেত মেরে সোজা করে দেব। কিন্তু অন্যরা যদি কেউ দোষত্রুটি করে, সেই শাসন কে করবে? কিন্তু এই যা চলছে, লাফালাফি যদি কেউ করে থাকে, আমি জানি না কিছু; আমার সাথে এসে ঝগড়া করতে পারে, সেটা আমি ভাবতেই পারি না। শুনাশুন যা শুনি, সত্যি মিথ্যা আমি কিছুই জানি না, যদি সত্যি হয়ে থাকে, কেউ যদি অযথা আমাদের পিছনে লেগে থাকে, কাজটা কিন্তু তারা ভাল করছে না। খুবই দুঃখের বিষয়, কারণ তাদের দল নাই, সংগঠন নাই। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এই বদনাম, ঐ বদনাম দিয়ে কত করবে বল দেখিনি? যেখানে আমরা কয়েক কোটি লোক, ভুলে গেছে তারা? কি না আছে আমার কাছে? কে না আসে আমার কাছে? আরে আমি যদি হেরেও যাই, তাদের নিয়েই হারবো, মরবো। কয়েক কোটি লোক যদি মৃত্যুকে বরণ করতে পারে, তারা কি অযথা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফলিডল খাইয়া মরবে? একি অন্যায় কথা। নারদ বলেছিলেন। সাপও তাঁর শিষ্য, ব্যাঙও শিষ্য।

ব্যাঙ নালিশ করছে নারদের কাছে, 'বাবা সাপ আমারে যখন পায়, তখনই খাইয়া ফেলাইয়া দেয়।'

তখন নারদ বললেন সাপকে, 'কি রে, তুই ওদের খাস কেন? ওদের খাবি না। যন্ত্রণা করবি না।'

সাপ বললো, 'আইচ্ছা প্রভু, আমি ওদেরে কিছু বলবো না।'

সেই ব্যাঙ করছে কি, সাপরে গিয়া ঠোকরাইতে আরম্ভ করছে। সে জানছে, গুরুর আদেশে সাপ ওদেরে কিছু করবে না।

তারপর বছর খানেক পরে সেই সর্পের সাথে দেবর্ষি নারদের দেখা, 'কিহে তোমার এই চেহারা?'

-- বাবা, তোমার আদেশে আমি কাউকে কিছু বলি না।

-- তোর ছালবাকলাগুলো গেল কোথায়?

-- আজ্ঞে, অনেকগুলো ব্যাঙ এসে আমাকে ঠুকরিয়ে আমার ছালবাকলাগুলো খেয়ে ফেলেছে।

-- তোর ছালবাকলাগুলো খাইছে ব্যাঙে? এটা শুনতে তো ভাল লাগে না রে। তোর খোরাক হইছে ব্যাঙ।

-- প্রভু, তোমার আদেশমত কাজ আমি করবোই করবো। আমি ওদেরে কিছু বলবো না। আমাকে যদি ঠোকরাইয়া মেরেও ফেলে, আমি কিছু বলবো না।

সাপের দুর্দশা দেখে দেবর্ষি নারদের খুব দুঃখ হল। সাপকে ব্যাঙে ঠোকরাচ্ছে?

তিনি সাপকে বললেন, তাহলে একটা কাজ করো। তুমি খাও বা না খাও, একটা ফোঁস করবে।

আজ্ঞে, আইচ্ছা। সাপ দেবর্ষিকে প্রণাম করলো। দেবর্ষি চলে গেলেন।

তারপর আবার যখন ব্যাঙগুলি আসছে ঠোকরাতে, সে ফোঁস করছে। ব্যাঙগুলি দৌড়। দেবর্ষি বলেছেন, 'তুমি দংশন করো না।' সাপ দংশনে আর যায় না। শুধু ফোঁস করে।

আমাদের উপরে এইরকম অযথা ঠোকরানো শুরু হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র করছে, লেখা লিখে অনেক জায়গায় সই করেছে। কি ভাবে হেনস্থা করা যায় তার চেষ্টা করছে। মুখে বললে যেটা সহজে হয়ে যায়, তা করবে না। আমি লালবাজারে গিয়ে বলেছিলাম, আমাকে যদি চিঠি দিতেন 'আপনাকে দরকার আছে' আমি দেখা করতাম। সেখানে ২৫০ জন পুলিশ পাঠাইয়া ক্ষমতা জাহির করাটা উচিত হয়েছে কি স্বাধীন

সরকারের? একটা চিঠি দিলেই তো আমি চলে আসতাম। আমি তো পালিয়ে যাবার লোক নয়। আপনি কি কাজটা ভাল করেছেন? আমি যুদ্ধ করেছি। আমি দেখবো, লড়াই করবো কোর্টে। আমি ভালভাবেই জিতেছি এবং হাইকোর্টে ইচ্ছে মতন বলেছে এদের, এইসব বদামি, ইচ্ছে মতন মানুষকে বিব্রত করা, এতবড় একটা সুনামী লোককে এইভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা, এরচেয়ে জঘন্য কাজ আর কিছু হয় না আপনাদের।

প্রফুল্ল সেন এর মূলে ছিল। সেদিন প্রফুল্ল সেন এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, যেই প্রফুল্ল সেন আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি বিধবার সম্পত্তি মেরেছি, এই মিথ্যা বদনাম দিয়ে জমি মারার কেসে আমাকে প্রথম এই প্রফুল্ল সেনই জেলে ঢুকিয়েছিলেন। সেই প্রফুল্ল সেন নিজে এসে দেখা করে ক্ষমা চাইলেন আমার কাছে। আমি বলি, কি সেন মশায়, চাল তো আপনি দিয়েছিলেন আমাকে।

--- না, না। একথা বলবেন না। যা হবার হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি। আমি ওদের কথার উপরে বিশ্বাস করে ভুল করেছিলাম।

তখন আমি বললাম, আপনার সরকারের যে পতন হল, এটা আপনি বুঝতে পেরেছেন? এই প্রফুল্ল সেন রাস্তায় ঘুরবে। লোকে আপনার গায়ে থু থু ছিটাবে, একথা আমি বলেছিলাম। আপনি জানেন?

তাই হয়েছিল একদিন। আমি তো যুদ্ধ করেছি, আইনের লড়াই। ইচ্ছে করলে আমার দলবল নিয়ে আপনাকে ও আমার শত্রুদের আমি তছনছ করে দিতে পারতাম। কত পুলিশ আপনি পিছনে লাগাতেন? আমি যদি ৬০ লক্ষ লোক লাগাতাম, আপনি কি করতে পারতেন? ৪০ লক্ষ লোক মরতো। তারপরে? পশ্চিমবঙ্গের ৬০ লক্ষ লোক আছে সৈনিক?

আপনার সরকারের যে পতন হল, এটা আপনি বুঝতে পেরেছেন? এই প্রফুল্ল সেন রাস্তায় ঘুরবে। লোকে আপনার গায়ে থু থু ছিটাবে, একথা আমি বলেছিলাম। আপনি জানেন? তাই হয়েছিল একদিন।

-- না

-- আমার ৬০ লক্ষ লোক যদি মৃত্যুকে বরণ করতে পারে, আপনার লোককে বিব্রত করতে আমার অসুবিধা হতো?

-- না, হতো না।

-- তা আমি করিনি। আপনার ইজ্জত রক্ষা করেছি। অযথা ব্যক্তিগত আক্রোশবশতঃ ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাবার জন্য আমি আমার সন্তানদের কাজে লাগাইনি। আমি ঘৃণা বোধ করেছি, এই ক্ষমতার অপব্যবহার করাটা। কিন্তু আপনি ক্ষমতার অপব্যবহার করতে ঘৃণাবোধ করেননি, গৌরববোধ করেছিলেন। কিন্তু আপনার দুর্দশা ভুলে যাবেন না। তাই ক্ষমা টমা চেয়েছে। আমাকে বলে, 'আপনি আমার পিছনে থাকবেন। আপনি আমাকে দেখবেন'।

যাইহোক, সে তো এসেছিল। এইটাই আমার মস্ত কথা। আমাকে বলেছে, আবার আসবে। সারাদিন থাকবে, খাওয়া দাওয়া করবে।

আমি বলেছি, যদি ভাল কাজ করেন, আমি থাকবো। আমি কোন দলে নাই। দলফলের মধ্যে আমি নাই। আমি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, এখানে কুকুর, বিড়াল থেকে আরম্ভ করে একেবারে সকলের জায়গা এক জায়গা। সুতরাং এখানে কোনরকম কিছু থাকবে না। আমি প্রফুল্ল সেনকে বললাম, 'রাজনীতির প্যাঁচ বেশী খেলাবেন না। এগুলো বেশীদিন টিকে না।' আমরা নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সেখানে কোন গদীর লোভে আমরা যাচ্ছি না। ভুলে যাবেন না।'

আমি কোন দলে নাই। দলফলের মধ্যে আমি নাই। আমি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, এখানে কুকুর, বিড়াল থেকে আরম্ভ করে একেবারে সকলের জায়গা এক জায়গা। সুতরাং এখানে কোনরকম কিছু থাকবে না। আমি প্রফুল্ল সেনকে বললাম, 'রাজনীতির প্যাঁচ বেশী খেলাবেন না। এগুলো বেশীদিন টিকে না।'

তাই তাদের কথা আমি বলছি। সবাইকে বলছি, আমরা সমাজের সকলের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে চাই। ভালবাসা রেখে কাজ করতে চাই। অযথা

খোঁচাখুঁচি করতে কেউ যেন না আসে। আমরাও করতে চাই না। তারাও যেন না করে। যদি আমাদের কোন দোষত্রুটি থাকে, সামনাসামনি বলুক, আমরা সামলে নেব। আমাকে এসে বলুক যে, এইটা অসুবিধা হচ্ছে। দোষ আমার সন্তানরা করছে। সেখানে আমি নিশ্চয়ই সেটা সংশোধন করবো। তারজন্য আমি অপমানবোধ করবো না, লজ্জাবোধ করবো না। বুঝবো যে, আমার হিতাকাঙ্খী হিসাবেই তারা এগিয়ে আসছে। তারা যে এইভাবে চিন্তা করেছে, তাতে আমি খুশীই হবো। কারও পিছনে আমি লাগতে চাই না। কেউ লাগুক, সেটাও আমি চাই না। আমি প্রত্যেকের সাথে ভালবাসা রেখে এগিয়ে যেতে চাই। তোমরাও সেইভাবে এগিয়ে যাবে।

বিপদের সময় কত কংগ্রেস, সি.পি.আই.এম. দলের মানুষকে আমি রক্ষা করেছি। নিজে একথা বলা উচিত নয়। তখন গুলি করে করে মেরে ফেলতো সি.পি.এম. দের। তাদেরকে জায়গায় জায়গায় রেখে রেখে নানাভাবে আমি রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি। আমি কি দল হিসাবে করেছি? না, নিজে বলবো বলে অহঙ্কারে করেছি? মোটেই না। আমি রক্ষা করেছি আমার দেশের সন্তানদের। আমি আজও রক্ষা করবো। আমি কারও কথার উপরে চলি না। তাই তোমরাও সেইভাবেই চলবে। অযথা কেউ যদি তোমাদের পিছনে লাগে বা কেউ কিছু করতে আসে, তোমরা চুপ করে থাকবে। কতটা বাড়ে দেখ। বাড়তে দাও। সুতো ছেড়ে দেখ, কোন্‌দিকে কতদূর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। আপনিই হোঁচট খেয়ে পড়বে। তাদের সাথে শত্রুতা করার জন্য, তাদের উপরে আক্রোশ মিটাবার জন্য আমরা এসব করতে ইচ্ছুক নই। ঘৃণাবোধ করি। আমরা বন্ধুত্ব রক্ষা করতে চাই, ভালবাসা রক্ষা করতে চাই। তারা যদি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে, আমরা আনন্দিতই হবে। এটাই জানিয়ে দিলাম সবার কাছে যে, আমরা কাউকে অযথা শত্রু মনে করি না। কেউ আমাদের অযথা শত্রু মনে করুক, তাও চাই না। ভুলত্রুটি যদি আমাদের দেখে বা মনে করে,

আমরা কাউকে অযথা শত্রু মনে করি না। কেউ আমাদের অযথা শত্রু মনে করুক, তাও চাই না। ভুলত্রুটি যদি আমাদের দেখে বা মনে করে, তারা যদি বন্ধু হিসাবে এসে বলে, নিশ্চয়ই সেটা সমাধান করার ব্যবস্থা করবো।

তারা যদি বন্ধু হিসাবে এসে বলে, নিশ্চয়ই সেটা সমাধান করার ব্যবস্থা করবো। যাক এ নিয়ে আর বেশী কথা বলার প্রয়োজন নাই।

আজ শিব চতুর্দশী। শিব সেইভাবেই অনেকবার নির্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছিলেন সমাজে। সেই শিবের কাছে গিয়েই আবার সবাই পড়ছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বেলাও তাই। তিনি অনেকভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। তাঁর ভক্তরাও নির্যাতিত হয়েছিলেন। আবার সেই মহাপ্রভুর কাছেই সবাই এসে পড়ে। সব শত্রু বিনাশ হলো। মহাপ্রভু দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে সেইভাবেই আছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

তাই তোমাদের সেই মহা অস্ত্র, এগিয়ে যাওয়ার সাথের সাথী সেই মহানাম নিয়ে তোমরা এগিয়ে চলো। সব জায়গায় জায়গায় গ্রামে গ্রামাঞ্চলে ঘরে ঘরে সর্বত্র সর্বদা যেন বেজে ওঠে মহাকাশের মহানাম এই রাম নারায়ণ রাম। তোমাদের কর্তব্যই হচ্ছে এই মহানাম নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। বন্যার মত, জলের মত ভসিয়ে দাও এই মহানাম সর্বত্র সর্বজায়গায়। মহাকাশের মহানাম রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

সুরস্রষ্টা শিবশম্ভু

(২৩-০২-১৯৯০)

জয় ভোলানাথ জয় ভোলানাথ, শম্ভুনাথ।

আমরা যেন স্বচ্ছভাবে বেদের আদেশমত, বাবার আদেশমত কাজ করতে পারি। তুমি আশীর্বাদ করো। হে দয়াল, আশীর্বাদ করো।

যা বলবো, এসে মন দিয়ে শুনবে। ছলবল, চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়া তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। কদিন বাঁচবে? তিনি যা বলেন, মন দিয়া শুনবে। কাজে লাগবে। পবিত্র মন নিয়া আদেশমত চলবে। একবছর পরে পবিত্র মন নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে, তাঁর কাছে যেন কৈফিয়ৎ দিতে পার, এই একবছর কি করেছ। একভাবে একমন নিয়ে তিনি চলতেন। কোন ভড়ং ছিল না, কোন বাইরের 'শো' (show) ছিল না তাঁর। কোন আড়ম্বর ছিল না। সহজসরল অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর (শিবের)।

বড় ব্যথা বেদনা দুঃখ নিয়া শিশুবয়স থেকে চলতে হচ্ছে আমাকে। সহজসরল মনে সবাইকে সন্তুষ্ট করে সবাইর আদেশ পালন করে আমি কাজ করে যেতাম। যে যা বলতো, সবার কাজ করতাম। তোমরা সব সেইভাবে সুন্দরভাবে চলবা। লোভ বর্জন করবা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই গ্রহণ করবে না। প্রয়োজন যেটুকু, সেটুকুই গ্রহণ করবে। যত লালসাই আসুক, কৌশলের মাধ্যমে নিজের মনের বৃত্তিকে বাড়াবে না, বড় কঠিন। লোভ, লালসা বড় কুচ্ছিৎ জিনিস। আমার জীবনটা চিন্তা করে দেখ, কিভাবে তোমাদের ঠাকুর নিজের জীবনটা অতিবাহিত করেছেন। দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ শয়তানি করে হয় না, কৌশল করে হয় না। স্বচ্ছ প্রাণের স্পর্শ না থাকলে হয় না। স্বচ্ছ পবিত্র মন নিয়েই দেবতার সান্নিধ্যলাভ করতে হয়। আমি যে দেবতার সংস্পর্শে যাব, আমি দেবতার কাছে যে পৌঁছে যাব, কি নিয়ে যাব? এমন কোন কাজ করতে আমি রাজী নই, যেখানে বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে হয়। দেবতারা তো জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চক্ষের সামনে দিয়ে দিয়েছে। চক্ষের সামনে, এটা বড় কথা, মনে রেখো। দেবতারা আর হাতে ধরে তোমাকে কি শিখাবে?

লোভ বর্জন করবা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই গ্রহণ করবে না। প্রয়োজন যেটুকু, সেটুকুই গ্রহণ করবে। যত লালসাই আসুক, কৌশলের মাধ্যমে নিজের মনের বৃত্তিকে বাড়াবে না, বড় কঠিন। লোভ, লালসা বড় কুচ্ছিৎ জিনিস।

তুমি এখানে যেটা ধরছো, সেটা থাকবে না। এটা বড় কথা, মনে রেখো। কোন জিনিস এখানে তুমি টিকাতে পারবে না। কোন জিনিস টিকবে না। যা চাও, সব nil. কিছুই তোমার এখানে থাকবে না। তার উপরে তুমি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে শেষ করে দিও না। এখানে কিছুই তোমার থাকবে না, এটা যখন তুমি ভাল করে জান, সেখানে তুমি নিজেকে শেষ করছো কেন? কিচ্ছু থাকবে না। যা করতাছ, ঘর চাইতাছ, চাকরী করতাছ, জান দিতাছ, মন দিতাছ, সংসার করতাছ, কৌশল করতাছ, চাতুরী করতাছ, কিছুই তোমার থাকতাছে

আমার কথাগুলো হারিয়ে যাবে, কথাগুলো মুছে যাবে, মিশে যাবে, ভুলে যাবে। এক একটা ক্ষণে ক্ষণে, এক একটা ঘটনায় এমন এসে উপস্থিত হবে, সেটা আবার মুছে যাবে। বলবে, আচ্ছা, দেখা যাবে। দেখা যাক, কি হবে।

না। এতটুকুনু তোমার থাকতাছে না। যদি থাকতো, তাইলে তুমি নিয়া থাকতে পারতা। যখন থাকছে না, পরিষ্কার কথা, ছেড়ে দাও। তাহলে আসল বস্তু কি? আসল বস্তু চাওয়ার প্রথমে এটাই হল ইঙ্গিত। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছে। এটা ধরবা? নাই। ওটা ধরবা? নাই। ছোবল দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্ত্তে ছোবল দিচ্ছে। যেখানে ছোবল দিচ্ছে, সেখানে ধরে লাভটা কি? যেটা ধরতে যাও, ছোবল। প্রেম করতে যাও, ছোবল। টাকা করতে যাও, ছোবল। যশ কিনতে যাও, ছোবল। সব জায়গায় ছোবল। ছোবলের মধ্যে গিয়া আমার জীবনটারে বরবাদ কইরা লাভটা কি? কোন লাভ হবে না। একমাত্র ছোবল নাই দেবদর্শনে। দেবদর্শনে যে উপলব্ধি হয়, স্বচ্ছ পবিত্র মন নিয়ে সেটাই রক্ষা কর। সব কিছুতে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ছোবল। আর সব জায়গায় ছোবল। সমস্ত জায়গায় ছোবল। জীবনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ছোবল, কথাটা মনে রাইখো। আজ শিবরাত্রির দিন বলে দিলাম। কথাগুলি মনে রাইখো। আবার এমন একটা সময় উপস্থিত হবে, এমন একটা বুদ্ধি হবে, আমার কথাগুলো হারিয়ে যাবে, কথাগুলো মুছে যাবে, মিশে যাবে, ভুলে যাবে। এক একটা ক্ষণে ক্ষণে, এক একটা ঘটনায় এমন এসে উপস্থিত হবে, সেটা আবার মুছে যাবে। বলবে, আচ্ছা, দেখা যাবে। দেখা যাক, কি হবে।

আমার জীবনের ঘটনায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আমার সামনে দিয়া আসা যাওয়া করছে। থাবা দিলেই নিতে পারি। হাতটা বাড়াতে গেলেই সাট্ কইরা একটা ছোবল দেয়। হাত সরাইয়া নেই। মেয়ে লোক, লক্ষ লক্ষ মেয়ে লোক আমার কাছে আসে। ছোবল দেয়, সরাইয়া নেই। প্রেম আমার কাছে ঢালাও প্রেম। ছোবল দেয়, সরাইয়া নেই। এর থিকা কি নিচ্ছি আমি? ক্রিমটুকুনু নিচ্ছি। ভালবাসাটুকুনু নিচ্ছি সমস্ত জায়গায়। কিন্তু তোমরা এমনভাবে কোন জিনিসের উপরে আকৃষ্ট হইও না, এই সংসারে, এই সমাজে, যাতে তোমরা আসল বস্তুর থিকা সরে পড়। সবটা নিয়েই তো মারামারি করছো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছো, বিবাদ

আমি তোমার উপরে রাগ করবো, সার্থকতা নাই। তবে মাঝে মাঝে তোমাদের উপরে রাগ করি কেন? সেটা হইল রাগ যেইটুকুনু প্রয়োজন আছে, ঐ ছোবল থিকা বাঁচানোর জন্য, তুমি তো বুঝতাছ না যে, তোমার উপরে ছোবল আসছে, সেইটুকুনুর জন্য রাগ।

করছো, ভুল বোঝাবুছি করছো। অযথা সময়গুলি নষ্ট করছো। আমি এই সময় নষ্ট করতে রাজী নই। তুমি আমারে ভুল বুঝলা, তুমি আমারে বাড়ি দিলা, তুমি আমারে ছেড়ে চলে গেলা। গেলা গিয়া। তুমি যদি চিরদিন থাকতা, তাইলে সার্থকতা হইত। তুমি তো ২০ বছর পরে চইলা যাইবা, মরে যাবে। তুমি তো থাকতাছ না। আমার থিকা গিয়া তোমার লাভটা কি হইল? লাভটা যদি হইত তোমার, তাইলে কিছু বলতাম না। যদি বুঝতাম, আমারে মাইরা গিয়া benefit হইল, আমার থিকা সইরা গিয়া benefit হইল, লাভ হইল, তাইলেও তোমার ওটা সার্থকতা হইত। এখানে কোন সার্থকতা তোমার নাই। বকাবকি কইরা সার্থকতা নাই। আমার এখানে কোন কিছুতে সার্থকতা নাই। আমি তোমার উপরে রাগ করবো, সার্থকতা নাই। তবে মাঝে মাঝে তোমাদের উপরে রাগ করি কেন? সেটা হইল রাগ যেইটুকুনু প্রয়োজন আছে, ঐ ছোবল থিকা বাঁচানোর জন্য, তুমি তো বুঝতাছ না যে, তোমার উপরে ছোবল আসছে, সেইটুকুনুর জন্য রাগ। ঐটুকুনু রাগ করতে গেলে তুমি আমার উপরে অসন্তুষ্ট হবে, জেনেও বলি, 'যেওনা, ছেড়ে দাও। ছোবলে পড়ে যাবে। দংশন; দংশনে কিন্তু বিষ আছে। সাবধান, পথিক সাবধান।' সেইজন্যই শিবকে সারা গায়ে সাপে ঘিরে আছে। সব জায়গায় দংশন। কোমরে দংশন, গলায় দংশন, মাথায় দংশন। দংশন চলছে সাবধান। সাবধান। এই দংশন চলছে। এইখানে রাস্তা, এইখানে সাবধান। কেন সাবধান? এই স্বচ্ছ পবিত্র দেহটাকে ছোবল থেকে, দংশন থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধানতার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন সবার কাছে। মুখে আর কত বলবেন? মুখে তিনি আর কত বলবেন? সবার কাছে তিনি এটা নিয়া জানান। দেখরে বাবা, এই কটা জায়গাই তিনি সাবধান করছেন। তাহলে বাঁচবে। নাহলে বারবার এই আবর্তনে আসবে আর যাবে। ছ্যাঁচা খেতে খেতে শেষ।

শিব বলছেন, আমার কোমরে জড়াইয়া সাপ। এর উপরেও আছে, সব জায়গায়। হৃদয়ে (অনাহতে) আছে কাল সাপ, কেন? এই হ'ল মনসার 'কাল নাগিনী।' কাল সাপ, কালনাগিনী হ'ল সাংঘাতিক। এটাই হল বিবেক। বিবেককে যেন কেউ দংশন করতে না পারে, তারজন্য পাহাড়া দিচ্ছে

শিবের সারা গায়ে সাপ। আর কোন দেবতার গায়ে এত সাপ নাই। আর দেবতারা তো সব বাবু। এই ব্যাটার কোমরে সাপ, এখানে সাপ, ওখানে সাপ, ল্যাঙট পর্যন্ত সাপ। কৌপীনটাও সাপ দিয়া বাঁধছে। বড় সাপটার লগে প্যাঁচাইয়া বাইন্ধা দিছে; বোঝ। সব সাপ। গলায় (বিশুদ্ধে) সাপ এখানে (অনাহতে সাপ, ওখানে (সহস্রারে) সাপ, ঐখানে (আজ্ঞাচক্রে) সাপ। দেহের সর্বত্র সর্বজায়গায় সাপ। সব জায়গায় সাপ দিছে। দিগ্‌দৃষ্টি ঠিক রাখ।

কালনাগিনী। এই দেখ, ধ্যানে বসে আছেন শিব। এই যে তাঁর বক্ষে (অনাহতে) কালনাগিনী। এ হ'ল সাংঘাতিক। এই দেখ তাঁর কণ্ঠে (বিশুদ্ধে) সাপ, এই দেখ তাঁর ললাটে (আজ্ঞাচক্রে) সাপ, এই দেখ তাঁর মস্তকে (সহস্রারে) সাপ। শিবের সারা দেহে সাপ, কেন? এগুলি রেখেছেন কেন? এমনিই দিয়েছে? show (শো) দেখাবার জন্য? প্রতিমুহূর্ত্তে অঙ্গে অঙ্গে cautious করে দিয়েছে। সাবধান, সাবধান, সাবধান। এই কালনাগিনী কেন দিয়েছে? বিবেককে যেন কেউ দংশন করতে না পারে, তারজন্য পাহাড়া দিচ্ছে কালনাগিনী। বিবেককে যেন দংশন করতে না পারে, তাইলে শেষ। তাই কালনাগিনী সতর্ক করে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্ত্তে। তোমরা একে দংশন করতে যেও না। এ (বিবেক) দংশন হইলে জীবনটাই বরবাদ। বিবেককে স্বচ্ছ পবিত্রতায় রেখো। এই বিবেকের মধ্যে কারও কথায় ভুল বুঝতে যেও না। দেখ না, মনসার সব জায়গায়, সব জায়গায় সাপ। শিবেরই তো কন্যা। শিবের সারা গায়ে সাপ। আর কোন দেবতার গায়ে এত সাপ নাই। আর দেবতারা তো সব বাবু। এই ব্যাটার কোমরে সাপ, এখানে সাপ, ওখানে সাপ, ল্যাঙট পর্যন্ত সাপ। কৌপীনটাও সাপ দিয়া বাঁধছে। বড় সাপটার লগে প্যাঁচাইয়া বাইন্ধা দিছে; বোঝ। সব সাপ। গলায় (বিশুদ্ধে) সাপ, এখানে (অনাহতে সাপ), ওখানে (সহস্রারে) সাপ, ঐখানে (আজ্ঞাচক্রে) সাপ। দেহের সর্বত্র সর্বজায়গায় সাপ। সব জায়গায় সাপ দিছে। দিগ্‌দৃষ্টি ঠিক রাখ। দিগ্‌দৃষ্টিতে (আজ্ঞাচক্রে) যেন দংশন না হয়। বিবেকে যেন দংশন না হয়। বিবেক স্বচ্ছ পবিত্রতায় রাখো। অযথা কাউকে ভুল বুঝবে না। অযথা কারও সাথে কোন বাক্যব্যয় করবে না। সুন্দরভাবে স্বচ্ছ পবিত্রতার মাঝে শুধু চিন্তা করবে, আর তো বেশী দিন নাই। সময় তো চলে যাচ্ছে। এইভাবে চল। দেখবা, কত সুন্দর হয়। দেবতার দর্শন অতি সহজেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, যদি পবিত্রতার যেই কলিটা রয়েছে, সেই কলিটায় পবিত্রতার পরিবেশটা পায়, স্বচ্ছতা পায়। তাহলে আস্তে আস্তে এটা পরিষ্কার

সব ভাইরা তোমরা যারা এখানে আছ, একেবারে পবিত্রতার মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে, হৃদ্যতা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করো। দেখবা, কি সুন্দর লাগবে। এই সুন্দরের তুলনা হয় না।

হয়ে যায়। ঐটা পাহাড়া দেয় কালনাগিনী। আইছো যারা, সাবধান। সাবধান। এমনই ঐ কালনাগিনীর মাথায় বাড়ি দিয়া তোমরা বিবেককে দংশন করাচ্ছ। আস্তে আস্তে আস্তে করে ঘুরতে থাকে। এইটাই ঘুরতে ঘুরতে বিশুদ্ধে আসে। ঐটাই ঘুরতে ঘুরতে আজ্ঞাচক্রে আসে। ঐটাই ঘুরতে ঘুরতে সহস্রারে আসে। মূলাধারের মূলগ্রন্থি থেকে কুলকুন্ডলিনী জাগ্রত হয়ে সহস্রারে আসে। এত সুন্দর জিনিস যেখানে রয়েছে, আর এইটাকে নষ্ট করছো তোমরা সামান্য অর্থে, সামান্য যশে, সামান্য প্রেমভালবাসায়, সামান্য কৌশলে। এটা করবে না। ভাল হইয়া থাকবে। একটু সুন্দরভাবে থাইকো। কত জীবনের, কত ইতিহাস, কত ঘটনার ভিতর দিয়ে চলতে হয়েছে আমাকে। যাক, তোমরা এভাবে তৈরী হও। বেদপ্রচার কর, সুন্দরভাবে চল। সব ভাইরা তোমরা যারা এখানে আছ, একেবারে পবিত্রতার মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে, হৃদ্যতা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করো। দেখবা, কি সুন্দর লাগবে। এই সুন্দরের তুলনা হয় না।

আজ শিব চতুর্দশী লাগবে ১০ টা ৪৩ মিনিটে। বছর ঘুরে এল। দিন চলে যাচ্ছে। সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। কে কতটা পাথেয় জোগাড় করলো, সেটাই ভাববার বিষয়। এইভাবে শিব চতুর্দশীর মত প্রত্যেকটি তিথি ঘুরে আসে বছরে একবার। তারপর ঘুরে আসে আবার। এমনি করে বছর বেড়ে যায় প্রত্যেকের। এইভাবে বছর বাড়তে বাড়তে চলে গেছে কত বাবা, মা, কত পুরুষ, যাদের নাম জানি না। নাম জানি বা না জানি কিন্তু তাদের থেকে যে আমাদের জন্ম হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে তাঁদের স্মৃতি। তাঁরা আজ কোথায়? এই পৃথিবীর বুকেই তাঁরা একদিন বাস করতেন। তাঁরাও এমনই ছেলেপিলে নিয়ে এখানেই থাকতেন। তারা এখানেই ছিলেন, এই মাটিতে, এই চন্দ্র-সূর্যের তলে। কিন্তু এই সৃষ্টির রহস্যে

আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, আস এইপথে। চলে যাও, খুঁজে পাবে সেই সুর, যেই সুর জানলে সব সুর জানা যায়। তোমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

সবটাই আশ্চর্য, সবটাই ভাববার বিষয়। আবহমানকাল থেকে চলছে এই সৃষ্টির রহস্য। আমাদের পূর্বপুরুষরা, যাঁরা এই বাংলা, ভারতবর্ষে, পৃথিবীতে ছিলেন, তাঁরা কি ভাবতেন? তাঁরাও ভাবতেন, মাথার উপরে কত শত গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য কেন? কিসের জন্য? কিভাবে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারা যায়? কিভাবে কি হয়, না হয়, তাঁরাও চিন্তা করে গেছেন। কিন্তু চিন্তা করে কোন শেষ করতে পারেননি। চিন্তা করেছেন আরও কিছু। কোথায় যাবেন? মৃত্যুর পর আদৌ কিছু আছে কি না? কেন এই জন্ম? তাও ভেবেছেন। এই জন্মের সার্থকতা কি? তাও ভেবেছেন। আবার ভেবেছেন নিশ্চয়ই জন্মের কোন সার্থকতা আছে, তা নাহলে এই জীবন্ত দৃষ্টান্ত, এই অনুভূতি, এই পরিদৃশ্যমান জগত, কেমন করে হয়? কার ইঙ্গিতে হচ্ছে? এওতো একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। তাই ভাবিয়ে তুলেছিল সেইসময়। ভাবিয়ে তুলেছিল বলেই তখনকার সময়ে চিন্তাশীলরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একেকজন একেকমুখী হয়ে একেকভাবে পেয়েছেন তাঁদের অনুভূতির মাধ্যমে। একেকজন দিয়ে গেছেন তাঁদের অনুভূতির কথা। কিন্তু শেষপর্যন্ত নাগাল খুঁজে পাননি। না পেলেও তাঁরা যে হাতড়িয়েছেন, এটা বুঝা যায়। আবার কেউ ভেবে গেছেন, যখন এসেছি, নিশ্চয়ই এর একটা গতি আছে। আমরা বুঝি বা না বুঝি, তবে এইটুকুনু বুঝি, এই মহাসৃষ্টির মহা তত্ত্বে, যেই তথ্যগুলো প্রকৃতির মাধ্যমে পরিবেশন হচ্ছে, তা থেকে এটা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি হচ্ছে যে, সৃষ্টবস্তুর দ্বারা প্রকৃতি একটা না একটা কিছু ঘটাবে বা আমাদের দিয়ে একটা না একটা কিছু করাবে, যার দ্বারা একটা মহৎ কিছু বা একটা মহৎ কাজের যোগ্যতা অর্জন করিয়ে আমাদের সেই পথের পথিক করে নেবে, এটাও কেউ কেউ তখন ভাবতেন। ভাবতেন কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেই ভাবনার রূপ দিতে তখন কেউ সক্ষম হননি। তা বলে তারা চুপ করে কেউ বসে থাকেননি। আর বসে থাকার মতন মনের ইচ্ছাও ছিল না। এই পরিদৃশ্যমান জগতে বহু দৃষ্টান্ত ছিল। দৃষ্টান্তগুলো এই জগতের দৃষ্টান্ত, বাইরের দৃষ্টান্ত, ঘরের দৃষ্টান্ত, দেহের দৃষ্টান্ত। সব দৃষ্টান্তে একটা না একটা কিছু প্রত্যেকেই বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, না, এর পিছনে এক বিরাট শক্তি কাজ করছে, আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, আস এইপথে। চলে যাও, এই ইঙ্গিত ধরে ধরে। এই ইঙ্গিত ধরে ধরে চলে যাও, খুঁজে পাবে

সেই সুর, যেই সুর জানলে সব সুর জানা যায়। তোমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। কে তোমাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়ে মুখে মুখে বুঝাবে বলতো? এমনিতে বুঝানো যায় না, দেখা যায় না। এই মহাশূন্য ফাঁকা। তারমধ্যে যতটুকু বুঝানোর এইভাবে বুঝিয়ে তোমাদের টেনে নেবার ব্যবস্থা করেছে। এটা আবার কেউ কেউ চিন্তা করেছেন। আবার কেউ কেউ চিন্তা করেছেন যে, এই শূন্য থেকে যখন জগৎ সৃষ্টি, এই শূন্যেই যদি মনোনিবেশ করে থাকি, এই শূন্য থেকেই পরিবূর্ণতার সুর আমাদের ভিতরে আসবে। আমরা শূন্যমার্গেতেই ধ্যান করবো। সেইভাবেও কেউ কেউ চিন্তা করেছেন। সূর্য লালনে পালনে সৃষ্টিতে, সূর্যই সবকিছু করছেন। সূর্য নিশ্চয়ই সতেজ, সচেতন। আমরা সূর্যকে স্মরণ করবো। তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেবেন আমাদের চলার পথের কর্ত্তব্য। গ্রহ নক্ষত্রদের কাছে প্রার্থনা জানাবো, তোমরা কোন্ সাধনায় রত? এত অগণিত গ্রহ নক্ষত্র কেন? কিসের জন্য? কার ধ্যানধারণায় তোমরা রত? আমাদের জানাও তোমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়। এইভাবেও কেউ কেউ সাধনা করতেন।

পবনকে, বাতাসকে জিজ্ঞাসা করতেন, এই যে অবিরাম বয়ে যাচ্ছ, আমাদের বাঁচাচ্ছ, জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছ কোন্ প্রেরণায়? কার মাধ্যমে? কে তোমাদের ইঙ্গিত দিল? তোমরা কিসের আশায় আমাদের জন্য এত কিছু করছো? জানাও তোমাদের এই মহান উদ্দেশ্য। আমরা সেইমতে কাজ করবো।

জলকেও জিজ্ঞাসা করতেন, এই যে জল, মিশে থাক কোথায় থাক জানি না। কোথায় যাও জানি না। কেমন করে থাক জানি না। আমাদের পিপাসা মিটিয়ে যাচ্ছ। সব কাজ তোমার মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। কোন্ প্রেরণায় কার মাধ্যমে আসছো, তা জানি না। মিটিয়ে দাও তোমার অনন্ত প্রেরণার কি উদ্দেশ্য? তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে, উদ্দেশ্য সফলের পথে কোন অসুবিধা হবে না। সব কর্মীদের প্রতি, প্রকৃতির সব কর্মীদের প্রতি তারা এইভাবেই তাদের প্রার্থনা জানাতেন, যাতে

হে ঠাকুর, হে দেবতা, হে ভগবান তুমি জানাও, তুমি কোথায়। আছ কি নাই জানাও। সত্যিই কি তুমি আছ? তুমি কি সত্যিই কাঙালের দেবতা? তুমি কি ডাকলে আসো?

তারা পূর্ণ সহযোগিতা পান। আবার এও বুঝতেন যে, তোমাদের (প্রকৃতির সব বিষয়বস্তু) থেকেই, তোমাদের সবার মিলিত সুর থেকেই আমাদের (জীবজগৎ) সৃষ্টি, আমাদের জন্ম। তাই তোমাদের মতন আমরাও থাকবো। তোমরা যদি মিশে যাও, তোমরা যদি বিরাট কিছু উপলব্ধি করো, তবে আমরা তো বঞ্চিত হতে পারবো না। আমরাও বঞ্চিত হবো না। কারণ আমরা যে, তোমাদেরই সন্তান। তোমাদের থেকেই সৃষ্টি। তাই আমাদের ফেলে তোমরা যে চলে যাবে না, তাও আমরা জানি। এইভাবে মন তৈরী করে করে একেকজন একেকভাবে মনকে গড়ে ধীর স্থিরভাবে নিষ্ঠাসহকারে তারা সেইভাবে সেইমতে ধ্যান ধারণা করেছেন। তারা তখন চিন্তা করতেন না কোন দেবদেবতার কথা। তারা চিন্তা করতেন সেই বিশ্বের সুরের কথা। তারপর যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেবদেবতাদের আবির্ভাব হল, ক্রমশঃ ক্রমশঃ যখন চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা হল, মানুষ যখন ক্রমশ ক্রমশঃ সুবিধা পেলেন ধ্যানধারণার, দেবতাদের কাছে তখন আবেদন নিবেদন জানাতে শুরু করলেন। তাঁরা তখন খুজে পেলেন একটা আশ্বস্তের বাণী এবং আকুলিবিকুলি করে তারা আপনমনে দেবতাদের কাছে জানাতে লাগলেন অন্তরের কথা। হে ঠাকুর, হে দেবতা, হে ভগবান তুমি জানাও, তুমি কোথায়। আছ কি নাই জানাও। সত্যিই কি তুমি আছ? তুমি কি সত্যিই কাঙালের দেবতা? তুমি কি ডাকলে আসো? সেই প্রার্থনায় সব দেশের জনগণ চিৎকার করে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করলেন। কিন্তু সাড়া নাই, কিচ্ছু নাই। তাদের চিৎকারে, আর্ত্তনাদে ভরে গেল আকাশ বাতাস। সমস্ত দেশবাসী হাহাকার করছে। কিসের আর্ত্তনাদ? যেন ভেঙে পড়েছে সমস্ত দেশ। হাহাকারে ভরে গেছে সমস্ত দেশ। কিন্তু কোন দেবতার সাড়া তারা পাচ্ছে না।

আবার কেউ কেউ সাড়া পাচ্ছে। মনে হয়, যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে, তোমাদের মন পবিত্র কর, পরিষ্কার কর। এখনও তোমাদের গল্‌তি রয়েছে, গাফিলতি রয়েছে। মনের ভিতরে সংকীর্ণতা রয়েছে, দ্বন্দ্ব রয়েছে। তোমাদের এখনও দেবদর্শনের মতন মনের অবস্থা হয়নি। চারদিকে জঙ্গলের বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞরা শুধু ডাকতে ডাকতে কাঁদতে কাঁদতে চলেছেন, দিবারাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২২ ঘন্টা, ২৩ ঘন্টা শুধু সেই আর্ত্তনাদ, সেই চিৎকার,

সেই প্রার্থনা, দেবদর্শন আর অনুভূতির প্রার্থনা। তাঁরা খুজে পেলেন এক অদ্ভুত সুর, অদ্ভুত সাড়া। দর্শন পাননি। কিন্তু পেলেন এক অনুভূতির সাড়া। সেই সাড়ায় কি পেলেন? এইটুকুনু পেলেন, আপনমনে চিনির স্বাদ, মিষ্টির স্বাদ। খেতে ভাল লাগে, এইটুকুনু পেলেন। কিন্তু বুঝাতে আর পারলেন না। স্বাদটাই শুধু জানাতে পারলেন, আর কিছু না। এই স্বাদটাতো আরেকজনকে বুঝানো যায় না। বলা যায়, অতি ভাল, অতি চমৎকার। এই পর্যন্ত বলা যায়। সেইভাবেই অনুভূতির কথা, মধুময়ের কথা, বিশ্বের সুরের কথা, আত্মহারার কথা জানাতে শুরু করলেন সবাইকে। যা বুঝেছি, দর্শন মেলেনি, কিচ্ছু পাইনি। পেয়েছি এক অমৃত স্বাদ। সেই স্বাদের বর্ণনা দিতে গেলে আমি নিজেই ডুবে যাই। আর কিছু বুঝাতে পারি না। আমি বুঝতে পারি যে, গভীর সুরে সুরলোক থেকে এলে যেরকম সুরে ডুবে থেকে 'বাঃ কি চমৎকার!' এই ছাড়া আর কোন তার ব্যাখ্যা নাই, উক্তি নাই, আমার এই অমৃত স্বাদের বর্ণনাও তাই। সেই সাধক বলেছেন, এই স্বাদটুকুনু যেটুকু আমি উপলব্ধি করেছি, যতটুকুনু বুঝেছি, সেইটুকুনুরই ব্যাখ্যা করতে পারবো। দেবদর্শন আমার হয়নি, অনুভূতির যে অমৃত স্বাদ আমি উপলব্ধি, করেছি, চিনি খেয়ে যে স্বাদ, সেই মিষ্টত্বের উপলব্ধি তার ব্যাখ্যা, তার বর্ণনা করতে গেলে, শুধু 'ভাল' বলা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এইটুকুনু করতে হলে, কি কি পরিশ্রম করতে হবে বলছি --

মনকে পবিত্র রাখতে হবে। মনের ভিতরে কোন দ্বন্দ্ব রাখতে পারবে না। অযথা কোন ধারণা করা চলবে না। অযথা বাক্যব্যয় চলবে না। লোভ, প্রলোভন থাকবে, কিন্তু সংবরণ করবে। যশ, যশোলোভে নিজেকে বিভ্রান্ত করবে না। অর্থলোভে কলকৌশলের মাধ্যমে নিজেকে বিক্রী করবে না। ছলচাতুরীর মাধ্যমে নিজের পজিশনকে বাড়াবে না। ভাল দেখাবার জন্য নিজে সাজতে চেষ্টা কোর না। নিজের শয়তানিগুলিকে ঢেকে উপরে ভাল দেখাতে যেও না। সর্ব অবস্থায় কেউ কারও

অফুরন্ত এক অজানার বার্তা থেকে এমন এক মহানন্দের ঢেউ তোমাকে ঘিরে থাকবে, তোমাকে এমন বিভোর করে দেবে যে, তুমি যে কোথায়, তুমিও জানবে না। সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভিতর থেকে তোমাকে উথাল পাথাল করে দেবে দুকূলপ্লাবিত নদীর মতন। তুমি খুঁজে পাবে তার সুর, খুঁজে পাবে মহা আনন্দের সুর।

সম্বন্ধে না জেনে অযথা ভুল ধারণা করতে যেও না। কার মনে কি আছে, কোন্ ঘটনা আছে, না জেনে সমূহ ঘটনার উপরে কাউকে দোষারোপ করবে না। একটা ঘটনা, একটা কাজ করলেই, তার উপরে দোষারোপ করবে না, তার আগের ঘটনাগুলো না জেনে। প্রত্যেকটি কাজের ব্যাখ্যা জানবে, ঘটনার বিষয়বস্তু জানবে, তবে সবকিছু অবগত হবে। তাই সবকিছু না জেনে হঠাৎ কোন মন্তব্য করবে না। তোমাকে অনেকগুলো কারণ জানতে হবে। সেগুলোর মীমাংসা করতে হবে। এইভাবে স্বচ্ছ পবিত্রতার ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকে যদি রাখা যায় এবং দংশন থেকে যদি রক্ষা করা যায়, তবে ধ্যানধারণায় এবং গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করার অবস্থায় এলে। তারপর প্রেমভালবাসার মাধ্যমে যদি নিজেকে উৎসর্গ করে দাও মহাশূন্যের পথে, দেবতার চরণের বন্দনায়, দেবদর্শনের বন্দনায় প্রার্থনায়, তবে এমনই সুর, এমনই ধর্ম, আপনিই খুঁজে পাবে এক অভূতপূর্ব সাড়া। আপনিই সেই সুর থেকে তোমার ভিতরে ঝরণার মতন বইতে থাকবে এক আনন্দের ধারা। অফুরন্ত এক অজানার বার্তা থেকে এমন এক মহানন্দের ঢেউ তোমাকে ঘিরে থাকবে, তোমাকে এমন বিভোর করে দেবে যে, তুমি যে কোথায়, তুমিও জানবে না। সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভিতর থেকে তোমাকে উথাল পাথাল করে দেবে দুকূলপ্লাবিত নদীর মতন। তুমি খুঁজে পাবে তার সুর, খুঁজে পাবে মহা আনন্দের সুর। এই সুরের ব্যাখ্যা চলে না। কিন্তু সেখানে দুঃখ নাই, বেদনা নাই, কোনরকম দীর্ঘশ্বাস নাই। কোন দ্বন্দ্ব নাই, সন্দেহ নাই, কারও প্রতি ঝগড়া বিবাদ নাই। কারও প্রতি ধারণার বশে রাগ নাই। যে যা বলবে তোমাকে, হাসিমুখে গ্রহণ করতেই তখন শিখবে। বিবাদ করতে আর শিখবে না। সেই অবস্থা তোমার হবে, যেটা সেই সাধকের হয়েছিল। তাতে এইটুকুনু বুঝা যায়, মাতৃগর্ভে আমরা যখন ছিলাম, যেদিন মাতৃগর্ভে এলাম, আস্তে আস্তে করেই তো বাড়তে শুরু করলাম। একমাস, দুইমাস করে করে দশ মাসে যখন এলাম, তারপরে গর্ভযাতনা, বেদনা, যন্ত্রণায় যখন বাহির হইলাম, তখন দেখা গেল জন্ম হল, নবজন্ম হল। এইভাবে ঐটাই মনে হয় conception. ঐটাই মনে হয় মাতৃগর্ভে তৈরী হতে থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হল। বীজবপন হল। তাই সেই সাধকের ভিতরে বীজ বপন হল। বাচ্চার সৃষ্টি হতে শুরু করলো। একমাস, দুইমাস করে

যখন দশমাস, দশদিন হল, তখন সেই সাধকের ব্যথা শুরু হল। সেই ব্যথা এই ব্যথা নয়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উন্মাদনার তন্ময়তার গভীরতার সুরে যখন সে আপনমনে চিৎকার করতে আরম্ভ করলো, হা ঠাকুর, হে ঠাকুর, হে দেবতা, আমায় জানাও, আমায় বাঁচাও, আমায় নিয়ে নাও। এই যে উন্মাদনায় তন্ময়তার যে প্রসারতা এবং বেগ তাতেই বাচ্চা সুপ্রসব হয়ে গেল। সেই সুপ্রসবতার যে আলো, সেই আলোই হল সূর্য, সেই আলোই হল দেব, সেই আলোই হল গায়ত্রী। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক মহলোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক, সবলোককে আলোকিত করলো, সেই মহাজ্যোতির সৃষ্টি হলো। সেই জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিধারার ভিতরে নিয়ে এল সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিবেক। সেটাই হল জ্ঞান। সেই জ্ঞানই হল বেদ। সেই বেদই হচ্ছে বেদমাতা। সেই বেদের সুরে তোমার সুরে যখন একসুরে সুর হবে, তাহাই মনে হয় দেবদর্শনের প্রথম আলো। প্রথম নবজাতক শিশুর দর্শন সেখানেই হয়। প্রত্যেকের বেলাই তা সম্ভব।

উন্মাদনায় তন্ময়তার যে প্রসারতা এবং বেগ তাতেই বাচ্চা সুপ্রসব হয়ে গেল। সেই সুপ্রসবতার যে আলো, সেই আলোই হল সূর্য, সেই আলোই হল দেব, সেই আলোই হল গায়ত্রী।

আমাদের ভিতরে রয়েছে পঙ্কিলতা, সংকীর্ণতা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, ধারণা, যা খুশী তাই অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং সমাজের নানারকম বিভ্রান্তিকর অবস্থা। এমতাবস্থায় তোমরা কি করে আশা করতে পার সেই অনুভূতির সন্ধানে সেই অনুভূতির সুর? এখানে সেইসব তারে পড়ে গেছে মরিচা। মরিচা পড়া তারে (অনুভূতির যন্ত্রে) সেই সুরধ্বনি ধ্বনিত হয় না। সেটা ঝঙ্কারিত হয় না। মরিচা ধরা তারে অন্য শব্দ হয়। তাই তোমার ওটার (দেবদর্শনের) প্রস্তুতি হিসাবে নিজেদের দ্বন্দ্ব, নিজেদের ঝগড়া,

মহাসৃষ্টির মহান্ তত্ত্বে মহান দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। সেটি হ'ল এই মৃত্যুর দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত তোমাদের শিক্ষণীয়, তা থেকে যদি না শিখ, তবে আর কোনদিনই শিখতে পারবে না।

নিজেদের ভিতরে মারামারি, নিজেদের মধ্যে ধারণা, নিজেদের মধ্যে কল্পনা, নিজেদের মধ্যে গল্প, সবকিছু বাদ দিয়ে দাও। কারণ মহাসৃষ্টির মহান্ তত্ত্বে মহান দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। সেটি হ'ল এই মৃত্যুর দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত তোমাদের শিক্ষণীয়। তা থেকে যদি না শিখ, তবে আর কোনদিনই শিখতে পারবে না।

তাই বলছি, আজকে শিব চতুর্দশী আসছে ১০টা ৪৩ মিনিটের পরে। এইদিনে বাবার সাথে গেলাম এক শিবকালী বাড়িতে। আমার তখন নয় বৎসর বয়স। কুমিল্লা জেলায় কৃষ্ণনগর গ্রামে শ্রীমুদ্দি ষ্টেশনে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন। বাবা যে কাছারীতে কাজ করেন, তাদেরই তত্ত্বাবধানে সেটা আছে। সেখানকার যে শিব, দারিদ্র্যেই আছে। সেখানে শিবও আছে, কালীও আছে। সেখানে মেলাও বসে। বাবা বললেন, চল যাই। যেখানে আছি, ঐখান থেকে তিন মাইল কি সাড়ে তিন মাইল দূরে। ঐ মহীলাল (পাড়া প্রতিবেশী) আছে না? ঐ মহীলালের খুড়া টুড়া জাতীয় একজন কেউ হবে, ওখানকার পুরোহিত। আমি গেলাম সেখানে। আমি ভাবলাম, মেলা থেকে একটা ঢোল কিনবো। ছোট ছোট ঢোল আছে না? একটা ঢোল কিনবো। বাবার সাথে গেলাম। সেখানকার পুরোহিত আদর করে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল, 'আস বাবা, আস বাবা, আস বাবা করে করে।' গিয়া দেখি, বিরাট বড় এক পাথর। কয়েক হাজার বছর যাবৎ আছে। রাস্তায় বড় বড় পাথর পইরা থাকে না? এরকম বড় একখানা পাথর সুন্দরভাবে বসানো। আমি গিয়া পাথরটারে জড়াইয়া ধরছি। আমি ধইরা দেখি, কি নরম, তুলতুলে। ঐ যে সীতা ফল আছে, পাকলে নরম। টিপ দিলে নরম পাকা কাঁঠালের মতন। শিবকে টিপ দিলে ট্যাপ পড়ে।

বড় একখানা পাথর সুন্দরভাবে বসানো। আমি গিয়া পাথরটারে জড়াইয়া ধরছি। আমি ধইরা দেখি, কি নরম, তুলতুলে। ঐ যে সীতা ফল আছে, পাকলে নরম। টিপ দিলে নরম পাকা কাঁঠালের মতন। শিবকে টিপ দিলে ট্যাপ পড়ে।

বাবাকে ডেকে বলছি, বাবা আসো। দেখ কি নরম শিব। ট্যাপ পড়ে।

বাবা বলেন, তুই কি বলিস্?

-- হ্যাঁ, দেখো আইসা।

বাবারে নিয়া আসছি। বাবা হাত দিয়া কয়,

কই, শক্তই তো লাগে।

-- না, না।

এক জায়গায় বাবা শিবের (পাথরের) গায়ে হাত দিয়া দেখে নরম। 'হ, নরমই তো দেখিরে।'

-- হ্যাঁ নরম। আমি তো টিপ দিছি। ট্যাপ পইরাই রইছে।

পুরুত ঠাকুররে নিয়া আসছি, 'এইটা আপনাগো শিব?' পুরুত ঠাকুর দেখুন, আপনার শিব নরম, ট্যাপ পড়ে। এই শিব বদলাইয়া একটা শক্ত শিব নিয়া আসেন। এই শিব ভাইঙ্গা চুইরা পইড়া যাইব গিয়া।

পুরুত ঠাকুর অবাক হয়ে বলে, 'বল কি বাবা?' আমার হাত দিয়া টিপ দেই, দুলছে, ট্যাপ পড়ে, পুরুত ঠাকুর দেখছে।

আর পুরুত ঠাকুর হাত দিয়া টিপ দেয়, দোলেও না, নড়েও না, চড়েও না।

আমি বলি, পুরুত ঠাকুর, আপনার হাতে দেখি, নড়েও না, চড়েও না। আমার তখন নয় বছর বয়স। আমি আর কি বলবো। পুরুত ঠাকুররে বলি, আমার মনে হয়, তুমি পেটভরে খাইতে দেও না শিবেরে। তাই শিব মনে হয় রাগ করছে তোমার উপরে। খাওয়াও, পেটটা ভইরা খাওয়াও। বেচারারে না খাওয়াইয়া রাখ কেন? অল্পতেই তো খুশী হয়। দেখ না, সব দেবতা কত বাবু। কত ভাল ভাল খাবার খায়। আপেল খায়, আঙুর খায়। আর

পুরুত ঠাকুররে বলি, আমার মনে হয়, তুমি পেটভরে খাইতে দেও না শিবেরে। তাই শিব মনে হয় রাগ করছে তোমার উপরে। খাওয়াও, পেটটা ভইরা খাওয়াও। বেচারারে না খাওয়াইয়া রাখ কেন? অল্পতেই তো খুশী হয়।

শিব খায় বেল। যেটা কেউ খায় না। আর ফুল? সবাই নেয়, গোলাপ ফুল, গন্ধরাজ ফুল। আর শিব ভালবাসেন এমন একটা ফুল যেটা বনে জঙ্গলে, নোংরা আবর্জনার মধ্যে থাকে, ধুতুরা ফুল। কেউ পূজা নেয়?

বাবারে বলি, 'দেখছো তো? নরম নরম লাগছে।' বাবায় তো চিন্তায় পইরা গেছে গিয়া। আমার পোলায় কি দেখাইলো আমারে। আমার ছেলে কি দেখাইল, 'নরম নরম দেখি।'

তাই তোমাদের বলছি, আজ এই শিব আছেন এখানে। কত বছর হয়ে গেল। কয়েকশো বছর হয়ে গেল। এই শিব কি গরমই আছে, না নরম আছে, না শক্ত আছে, সেটা তো জানা নেই। আমি তো আর যাই না। কমই যাই। জানি না, তোমাদের কাছে শিব নরম কি না। তোমাদের আচার, নিষ্ঠা, ব্যবহার ভাল থাকলে, বাবা নরম ঠিকই আছে, থাকবে। বাবা, অল্পতেই নরম। অযথা যদি গরম কর, সন্দেহ কর, দ্বন্দ্ব কর, তাইলে গরম হবে না কেন? তোমাদের মন থাকবে না ঠিক, খালি দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, ঝগড়া, বিবাদ, হিংসা, মেজাজ এই নিয়া থাকলে কি চলে? ঐগুলি বন্ধ করতে হবে। তারপরে শিবের কাছে যাও। শিবকে গিয়া বল, 'বাবা এইকথা বলেছে।' একথা গিয়ে বল শিবের কাছে। দেখ, শিব ঠিক শুনবে। শিব চতুর্দশীর সময় শিবের কাছে বোলো। নালিশ ক'রো। তোমরা যে ত্রুটিগুলি করো, এগুলি ব'লো। দেখবা, শিব ঠিক শুনবে। যাক আজ এই থাক।

তোমাদের আচার, নিষ্ঠা, ব্যবহার ভাল থাকলে, বাবা নরম ঠিকই আছে, থাকবে। বাবা, অল্পতেই নরম। অযথা যদি গরম কর, সন্দেহ কর, দ্বন্দ্ব কর, তাইলে গরম হবে না কেন?

আজ আর বেশী কিছু বলার নেই। ছোটবয়সের ছোটখাট দু'একটা ঘটনা বললাম। রাম নারায়ণ রাম।